স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য

বনাম

বাণিজ্যিক ট্যাক্স অফিসার, বিশাখাপত্তনম এবং অন্যান্য

[প্রধান বিচারপতি, বি. পি. সিনহা, বিচারপতিগণ, এস. কে. দাস, পি. বি. গজেন্দ্রগাড়কর, এ. কে. সরকার, কে. এন. ওয়াঞ্চু, এম. হিদায়াতুল্লাহ, কে. সি. দাস গুপ্ত, জে. সি. শাহ এবং এন. রাজাগোপাল আয়াঙ্গর]

মৌলিক অধিকার, এর প্রয়োগ- কর্পোরেশনের, যদি একজন নাগরিক মৌলিক অধিকার দাবি করার অধিকারী হন-ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এফ) এবং (জি), ৩২।

ভারতের স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন হল ইন্ডিয়ান কোম্পানি অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, যার প্রধান কার্যালয় দিল্লিতে এবং এর পুরো রাজধানী ভারত সরকার দ্বারা অনুদান করা হয়। অন্ধ্র প্রদেশ এবং বিহার রাজ্যের বিক্রয়-কর কর্তৃপক্ষ বিক্রয় কর কর্পোরেশনকে মূল্যায়ন করতে চেয়েছিল তাদের নিজ নিজ বিক্রয় কর আইনের অধীনে এবং চাহিদার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করা কর্পোরেশন সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদন দাখিল করেছে যে তারা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি) এর অধীনে এর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে এই ভিত্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রম বাতিল করার জন্য। উল্লিখিত আবেদনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রাথমিক আপত্তি নেওয়া হয়েছে, সাংবিধানিক বেঞ্চ এই বিষয়গুলির শুনানি করে বিশেষ বেঞ্চের সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন উল্লেখ করেছে।

> "(১) স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এর অর্থের মধ্যে একজন নাগরিক কিনা এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে নাগরিকদের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের প্রয়োগের জন্য বলতে পারে কিনা; এবং (২) স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে অন্তর্ভুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সত্ত্বেও, বস্তুত, ভারত সরকারের একটি বিভাগ এবং অঙ্গ কিনা যার সম্পূর্ণ মূলধন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত; এবং এটি কি সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দাবি করতে পারে।

আদেশ হয়েছে, (বিচারপতিদ্বয়, দাস গুপ্তা এবং শাহ, ভিন্নমত) যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হতে হবে।

প্রধান বিচারপতি, সিনহা, বিচারপতিগণ, এস.কে. দাস, গজেন্দ্রগাদকর, সরকার, ওয়াঞ্চু এবং আয়ঙ্গার। সংবিধানের দ্বিতীয় অংশে বা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ দ্বারা উল্লেখ করা হয়নি এমন কোনও ভারতের নাগরিক থাকতে পারে না। এই বিধানগুলি সম্পূর্ণরূপে সম্পূর্ণ এবং শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বিবেচনা করে।

সংবিধানের তৃতীয় অংশ "যেকোনো ব্যক্তির" জন্য উপলব্ধ মৌলিক অধিকার এবং "সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চিত" এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করে, এর দ্বারা ইঙ্গিত করে যে সংবিধানের অধীনে সকল নাগরিক ব্যক্তি কিন্তু সকল ব্যক্তি নাগরিক নয়।

'নাগরিকত্ব' সম্পর্কিত সংবিধানের অংশ II আইনানুগ ব্যক্তিদের জন্য স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য নয় এবং সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদ কর্তৃক প্রণীত নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর বিধানগুলি দেখায় যে এই ধরনের ব্যক্তিরা আইনের আওতার বাইরে।

তাই এটা বলা যাবে না যে সংবিধানের পার্ট II বা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫, নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করে বা একজন প্রাকৃতিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তারা একটি কর্পোরেশনকে একটি নাগরিক হিসাবে চিন্তা করে না।

প্রাসঙ্গিক কোনো সিদ্ধান্তেই এই আদালত বর্তমান বিষয়গুলির উপর তার বিবেচিত রায় দেয়নি এবং এখন যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা উন্মুক্ত প্রশ্ন।

চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম ভারতের ইউনিয়ন [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯, বোম্বের দ্বারকাদাস শ্রীনিবাস বনাম শোলাপুর স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোং লিমিটেড [১৯৫৪] এস.সি.আর. ৬৭৪ এবং বেঙ্গল ইমিউনিটি কো. লিমিটেড বনাম বিহার রাজ্য, [১৯৫৫] ২ এস.সি.আর. ৬০৩, বিবেচিত।

'জাতীয়তা' এবং 'নাগরিকতা' সমার্থক নয়। একটি কর্পোরেশন জাতীয়তা দাবি করতে পারে যা সাধারণত তার অন্তর্ভুক্তির স্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু যখন জাতীয়তা একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ব্যক্তির নাগরিক অধিকার নির্ধারণ করে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক আইনের রেফারেন্সে, নাগরিকত্ব পৌর আইনের অধীনে নাগরিক অধিকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই সকল নাগরিক একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে কিন্তু সকল নাগরিক নাগরিক নয় এবং তাদের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার নেই।

সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের মতো ৫ অনুচ্ছেদে 'নাগরিক' শব্দটি ততটা প্রশস্ত ছিল না বলাটা ঠিক নয়, বা সংবিধানের দ্বিতীয় অংশ নাগরিকত্ব আইনের বিধান দ্বারা পরিপূরক, যা নাগরিকদের সাথে সম্পর্কিত, আইনানুগ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে অ্যাকাউন্টের নাগরিকত্বের বাইরে রাখা হয়েছে। সংবিধান যখন কোনো নাগরিকের দ্বারা ভোগ করার কোনো বিশেষ অধিকার প্রদান করে তখন এটি "যেকোনো নাগরিক" বা "সকল নাগরিক" শব্দগুলি ব্যবহার করে সেই অধিকারগুলির স্পষ্ট বিরোধিতা করে যা নাগরিক বা বিদেশী, প্রাকৃতিক বা আইনানুগ ব্যক্তিই হোক না কেন, সকলেরই ভোগ করতে হবে।

এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে ১৯ অনুচ্ছেদে 'নাগরিক' শব্দটি সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিচারপতি, হিদিয়াতুল্লা- উভয় প্রশ্নেরই উত্তরদাতাদের পক্ষে উত্তর দিতে হবে।

স্বাধীনতার আগে ভারতে নাগরিকত্বের কোনো আইন ছিল না। ব্রিটিশ জাতীয়তা আইন, ১৯৪৮ এর অধীনে, ভারতীয়রা নাগরিকত্ব ছাড়াই কমনওয়েলথ নাগরিক বা ব্রিটিশ প্রজা হয়ে ওঠে এবং ভারতের সম্ভাব্য নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সংবিধান নাগরিকত্বের বিধান করেছে যার অধীনে নির্দিষ্ট কিছু প্রাকৃতিক ব্যক্তি একাই ভারতের নাগরিক হতে পারে এবং নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫, প্রাকৃতিক ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব থেকে বাদ দিয়েছে।

সংবিধানের আগে কর্পোরেশনগুলি নাগরিক ছিল বলা ঠিক নয়। মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে তারা শুধুমাত্র এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত যা সেই আইন তাদের স্পষ্টভাবে প্রদান করেছিল।

একটি নিগমিত কোম্পানীর প্রকৃতি এবং ব্যক্তিত্ব আইনের অপ্রকৃততে তাদের উৎস রয়েছে। এই ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয় নিগমকরণের মুহূর্ত থেকে এবং সেই তারিখ থেকে যারা মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনে সাবস্ক্রাইব করে বা সদস্য হিসাবে যোগদান করে তারা একটি বডি কর্পোরেট হয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের স্ট্যাটাস পুল করে বলা যাবে না এবং তাদের সবাই ভারতের নাগরিক হলেও কোম্পানি ভারতের নাগরিক হবে না।

জি. ই. রিলাই বনাম টার্নার, (১৮৭২) এল. আর. ৮ অধ্যায় অ্যাপ ১৫২, স্যালোমন বনাম স্যালোমন অ্যান্ড কোং (১৮৯৭) এ. সি. ২২ এবং জনসন বনাম ড্রাইফন্টেইন কনসোলিডেটেড মাইনস লিমিটেড, (১৯০২) এ. সি. ৪৮৪, উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৯(১) দ্বারা নিশ্চিতকৃত সাতটি স্বাধীনতা ভারতের নাগরিকদের জন্য। সংবিধান "ব্যক্তি" শব্দটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, বৃহত্তর আমদানির একটি শব্দ, অন্য কিছু জায়গায় কর্পোরেশনগুলিকে বাদ দেওয়ার অভিপ্রায় স্পষ্ট করে।

চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম ভারত ইউনিয়ন, [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯, ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের নজির যা মনে করে যে কর্পোরেশনগুলি ফেডারেল এখতিয়ারের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের নাগরিক, ভারতে অনুসরণ করা যাবে না। নাগরিকত্বের বৈচিত্র্য যা এই ধরনের রায়ের দিকে পরিচালিত করেছে ভারতে তার অস্তিত্ব নেই। যেহেতু একটি কর্পোরেশন তার সদস্যদের থেকে একটি পৃথক সত্তা, তাই কর্পোরেশনকে অনুচ্ছেদ ১৯-এর সুবিধা দেওয়ার জন্য এর সদস্যদের নাগরিকত্ব নির্ধারণের জন্য নিগমকরণের পর্দা ভেদ করা সম্ভব নয়।

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন তাই নিজে থেকে বা ভারতীয় নাগরিকদের সমষ্টি হিসাবে একজন নাগরিক নয়। এর ভারতীয় জাতীয়তা প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের নাগরিকত্বের সাথে বিভ্রান্ত হবে না এবং ১৯(১) (এফ) এবং (জি) অনুচ্ছেদে 'নাগরিক' শব্দটি প্রাকৃতিক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে নির্দেশ করতে পারে না। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন সত্যিই কর্পোরেট পর্দার আড়ালে সরকারের একটি বিভাগ।

বিচারপতি, দাস গুপ্তা-প্রথম প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই ইতিবাচকভাবে দিতে হবে।

এই আদালত বারবার নির্দেশ দিয়েছে যে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত এবং একটি উদারপন্থী এবং কেবল ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া উচিত নয়। সংবিধানের ব্যাখ্যা করার সময় একটি সিলোজিস্টিক বা যান্ত্রিক

পদ্ধতিকে সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। চেষ্টা হওয়া উচিত সারবস্তু পরীক্ষা করে সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রায়ে পৌঁছানো এবং সম্ভব হলে সেই অভিপ্রায়কে কার্যকর করা।

তাই বিচার করলে এটা স্পষ্ট যে সংবিধান প্রণেতারা যখন ১৯ অনুচ্ছেদে 'নাগরিক' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে অন্ততপক্ষে ভারতের নাগরিকদের দ্বারা গঠিত একটি কর্পোরেশন সেই অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারের সুবিধা পাবে। সংবিধানে এমন কিছুই নেই যা ভারতের সমস্ত নাগরিককে কর্পোরেশন গঠন করা হোক বা না হোক, অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এফ)(জি)-এর সুবিধা দেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বোম্বে স্টেট বনাম আর.এম.ডি. চামারবাঘওয়ালা, এলএলআর [১৯৫৫] বোম ৬৮০, চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম ভারত ইউনিয়ন, [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯, এক্সপ্রেস নিউজপেপারস (পি) লিমিটেড বনাম ভারত ইউনিয়ন, [১৯৫৯] এস.সি.আর. ১২, বেঙ্গল ইমিউনিটি কো. বনাম বিহার রাজ্য, [১৯৫৫] ২ এস.সি.আর. ৬০৩ এবং বোম্বে ডাইং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম বোম্বে স্টেট, [১৯৫৮] এস.সি.আর. ১১২২, উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর নেতিবাচক এবং দ্বিতীয় অংশের ইতিবাচক উত্তর দিতে হবে।

বিচারপতি, শাহ- একটি জাতির সংবিধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল-এ ব্যবহৃত অভিব্যক্তির অর্থ নির্ণয় করার জন্য, একটি যান্ত্রিক পদ্ধতির অনুমতি নেই। সংবিধান হল জনগণের ইচ্ছার ঘোষণা এবং উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং সংকীর্ণ বা মতবাদের চেতনায় নয়। এই ধরনের ব্যাখ্যাটি প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অনুসারে হওয়া উচিত যা তার স্বাভাবিক তাৎপর্যের আলোকে বোঝানো শব্দগুচ্ছের দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর গতিশীল চরিত্র যা মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে করা হয়।

নাগরিকত্ব মানে একটি জুরাল সোসাইটির সদস্যরা ধারককে তার নাগরিকদের দ্বারা উপভোগ করা সমস্ত অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা সহ বিনিয়োগ করে এবং তাকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের অধীন করে। জাতীয়তা একজন ব্যক্তিকে একটি রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত করে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে তার অধিকার নিশ্চিত করে। যদিও একজন নাগরিক একজন জাতীয়, প্রতিটি জাতীয় সর্বদা নাগরিক হয় না।

ভার্জিনিয়া এল. মাইনর বনাম রিস হ্যাপারসেট, ২১ ওয়াল ১৬২: ৮৮ ইউ এস ৬২৭, উল্লেখ করা হয়েছে।

ইংরেজ সাধারণ আইনের অধীনে যা ভারতীয় আইনশাস্ত্রের ভিত্তি তৈরি করেছে, একটি কোম্পানি বা একটি কর্পোরেশন সামগ্রিক রাষ্ট্রের একটি জাতীয় যা এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ভূমির আইন দ্বারা প্রদত্ত ব্যক্তিত্বের পোশাক পরিহিত, অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম এবং বিদেশে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী।

জ্যানসন বনাম ড্রাইফন্টেইন কনসোলিডেটেড মাইনস লিমিটেড এল.আর. (১৯০২) এ.সি. ৪৯২, অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম ইহুদি উপনিবেশকরণ সমিতি (১৯০১) ১ কে.বি. ১৩৩, জেনারেলি বনাম সেলিম কোট্রান, এল.আর. (১৯৩২) এ.সি. ২৮৮, গাসকুই বনাম অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কমিশনার, এল.আর. (১৯৪০) ২ কে.বি. ৮০ এবং কুয়েনিগল বনাম ডোনারসমার্ক, এল.আর. (১৯৫৫) ১ কিউ.বি. ৫১৫, উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই ভারতেও একজন বিচারিক ব্যক্তি সম্পূর্ণ পরিমাণে নাগরিক অধিকারের একটি বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োগ করতে সক্ষম যা প্রাকৃতিক ব্যক্তিরা নাগরিক হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন, অন্যান্য অধিকার প্রয়োগের অক্ষমতা তার ব্যক্তিত্ব এবং সংবিধানের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয় এবং তার উপর আরোপিত কোনও বিশেষ সীমাবদ্ধতা থেকে নয়। সংবিধান, যেমনটি অন্যান্য বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট, কর্পোরেশনকে বিস্তৃত সুরক্ষা প্রদান করেছে যেমন এটি প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য করেছিল। যদি না, সংবিধানের ভাষা বা পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক না হয়, অনুচ্ছেদ ১৯(১)-তে সংঘটিত 'নাগরিক' অভিব্যক্তিতে একটি সীমিত অর্থ রাখা অসম্ভব।

অনুচ্ছেদ ৫, ৬ এবং ৮ এবং অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীনে প্রণীত আইন সম্পূর্ণ এবং এর দ্বারা স্পষ্টভাবে আচ্ছাদিত হওয়া ব্যতীত কোনও নাগরিক থাকতে পারে না বলে ধরে নেওয়া হয় যে সংবিধানের আগে ভারতে কোনও নাগরিক ছিল না, একটি অনুমান যা সংবিধানের ভাষা বা আমাদের জাতীয় বিবর্তনের ইতিহাস দ্বারা নিশ্চিত নয়। আইনসভার ইতিহাস দেখায় যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রজারা ব্রিটিশ ভারতে নাগরিকের মর্যাদা ধারণ করেছিল এবং সংবিধানের আগে এমন কোনও আইন ছিল না যা এমনকি পরোক্ষভাবে নির্দেশ করে যে একটি কর্পোরেশন সামগ্রিক নাগরিক হতে পারে না।

যদিও এই আদালত কোনো সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করেনি, তবে এটি ধারাবাহিকভাবে ধরে নিয়েছে যে মোট কর্পোরেশনগুলি নাগরিক হিসাবে ধারা ১৯(১) এর অধীনে সুরক্ষা দাবি করার অধিকারী।

চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম ভারতের ইউনিয়ন [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯, বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড বনাম বিহার রাজ্য [১৯৫৫] ২ এস.সি.আর. ৬০৩, বোম্বে স্টেট বনাম আর.এম.ডি. চামারবাঘওয়ালা, [১৯৫৭] এস.সি.আর. ৮৭৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম ভারতের ইউনিয়ন, [১৯৬৪] ১ এস.সি.আর. ৩৭১, উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আদালতে অসংখ্য ক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে একটি কোম্পানি ভারতের নাগরিক এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এফ) এবং (জি) অধীনে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম।

মামলা উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের অন্যান্য অনুচ্ছেদের অধীনে একটি কোম্পানিকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারের সাথে বিনিয়োগ করা হয় এবং এটি সম্পত্তি ধারণ ও নিষ্পত্তি এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও মিলন পরিচালনা করতে সক্ষম ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়, অনুচ্ছেদ ১৯-এ 'নাগরিক' অভিব্যক্তিটি একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে ছিল বলে ধরে নেওয়া যায় না।

একটি কর্পোরেশন অবশ্য তার শেয়ার-হোল্ডারদের থেকে আলাদা এবং সমস্ত শেয়ার-হোল্ডাররা ভারতীয় নাগরিক হলেও, নাগরিকত্বের দাবিটি সেই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না কারণ এটি অস্বাভাবিক ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে।

স্যালোমন বনাম স্যালোমন অ্যান্ড কোং লিমিটেড এল.আর. (১৮৯৭) এ.সি. ২২, নির্ভর করা হয়েছে।

বোম্বে রাজ্য, বনাম আর.এম.ডি. চামারবাগওয়ালা, আইএলআর [১৯৫৫] বোম ৬৮০, অননুমোদিত।

একটি কর্পোরেশন রাষ্ট্রের এজেন্ট বা সেবক কিনা এই প্রশ্নটি প্রতিটি মামলার তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন সংবিধিবদ্ধ বিধানের অনুপস্থিতিতে, একটি বাণিজ্যিক কর্পোরেশন তার পক্ষে কাজ করছে, এমনকি যদি এটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একটি সরকারী বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তাকে রাষ্ট্রের সেবক বা এজেন্ট নয় বলে ধরে নেওয়া হবে। যেখানে, যদিও, কর্পোরেশন সরকারিভাবে কার্য সম্পাদন করছে, বাণিজ্যিক নয়, কার্যাবলী, সেখানে একটি অনুমান সহজেই তৈরি করা হবে যে এটি সরকারের এজেন্ট।

ট্যামলিন বনাম হানাফোর্ড, এল.আর. (১৯৫০) ১ কে. বি. ১৮, উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাঙ্ক ভুর হ্যান্ডেল এন স্কিপভার এন.ভি. বনাম হাঙ্গেরিয়ান সম্পত্তির প্রশাসক, এল.আর. (১৯৫৪) এ.সি. ৫৮৪, প্রযোজ্য নয়।

কোনও বিভাগ বা ইউনিয়ন বা রাজ্যের একটি অঙ্গ, যদি এটি একজন নাগরিক হয় তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২ দ্বারা সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না এমন প্রস্তাবের জন্য কোনও ওয়ারেন্ট নেই।

মূল বিচার বিভাগ: ১৯৬১ সালের ২০২-২০৪ নম্বর রিট পিটিশন।

মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট পিটিশন।

এম.সি. সেটালভাদ, জি.এস. পাঠক, বি. পার্থসারথি, বি. দত্ত, জে. বি. দাদাচানজি, ও.সি. মাথুর এবং রবিন্দর নারায়ণ, আবেদনকারীদের জন্য (সমস্ত আবেদনে)।

ডি. নরসারজু, অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং টি.ভি.আর. তাতাচারি, উত্তরদাতাদের জন্য (১৯৬১ সালের আবেদন নং ২০২ এবং ২০৩-এ)।

ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন, অনিল কুমার গুপ্ত, আর. কে. গর্গ, ডি. পি. সিং, এম. কে. রামমূর্তি এবং এস. সি. আগরওয়ালা, উত্তরদাতাদের জন্য (১৯৬১ সালের আবেদন নং ২০৪-এ)।

এ. রঙ্গনাধাম চেট্টি এবং এ. ভি. রঙ্গম, হস্তক্ষেপকারী নং ১ এর জন্য।

এস.এম. সিক্রি, পাঞ্জাব রাজ্যের জন্য অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং গোপাল সিং, হস্তক্ষেপকারী নং ২-এঁর জন্য।

বি. সেন, এম. কে. ব্যানার্জি এবং পি. কে. বোস, ৩ নং হস্তক্ষেপকারীর জন্য।

জে.এম. ঠাকুর, অ্যাডভোকেট-জেনারেল গুজরাট রাজ্যের জন্য এবং কে.এল. হাতি, হস্তক্ষেপকারী নং ৪ এর জন্য।

জি.সি. কাসলিওয়াল, রাজস্থান রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল, এস.কে. কাপুর এবং কে.কে. জৈন, হস্তক্ষেপকারী নং ৫-এর জন্য।

জুলাই ২৬, ১৯৬৩—প্রধান বিচারপতি, সিনহা,বিচারপতিগণ, এস.কে. দাস, গজেন্দ্রগাদাকর, সরকার, ওয়াঞ্চু এবং আয়ঙ্গার-এর রায় প্রধান বিচারপতি, সিনহা, বিচারপতি, হিদায়াতুল্লাহ দ্বারা প্রদান করা হয়েছে, একটি পৃথক মতামত প্রদান করেন। বিচারপতিদ্বয়, দাস গুপ্ত ও শাহ পৃথক ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

প্রধান বিচারপতি, সিনহা- নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সাংবিধানিক বেঞ্চের দ্বারা বিশেষ বেঞ্চে উল্লেখ করা হয়েছে যার সামনে এই মামলাগুলি শুনানির জন্য এসেছিল:

(১) স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এর অর্থের মধ্যে একজন নাগরিক কিনা এবং উল্লিখিত অনুচ্ছেদের অধীনে নাগরিকদের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের প্রয়োগের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে কিনা; এবং

(২) ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে অন্তর্ভূক্তির আনুষ্ঠানিকতা সত্ত্বেও রাজ্য ট্রেডিং কর্পোরেশন ভারত সরকারের একটি বিভাগ এবং অঙ্গ কিনা, যার সম্পূর্ণ মূলধন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত; এবং এটি কি সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দাবি করতে পারে।

প্রশ্নগুলি সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রাথমিক আপত্তির মাধ্যমে উত্থাপিত হয়েছিল।

যেহেতু পুরো ঘটনাটি আমাদের সামনে নেই, তাই বিতর্কটি কীভাবে সৃষ্টি হয় তা উপলব্ধি করার জন্য শুধুমাত্র নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বর্ণনা করা প্রয়োজন। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, এবং কে বি লাল, তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব, ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে এই আদালতে আবেদন করেছিলেন, প্রত্যয়নকারীর রিট বা অন্য কোন যথাযথ রিট, নির্দেশ বা আদেশ দ্বারা বাতিল করার জন্য, উত্তরদাতাদের দ্বারা বা তাদের কর্তৃত্বের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কিছু কার্যধারা,-(১) বাণিজ্যিক কর কর্মকর্তা, বিশাখাপত্তনম; (২) অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য; এবং (৩) বাণিজ্যিক করের ডেপুটি কমিশনার, কাকিনাডা। অন্ধ্র প্রদেশ সেলস ট্যাক্স অ্যাক্টের বিধানের অধীনে বিক্রয় করের মূল্যায়ন সম্পর্কিত সেই কার্যধারাগুলি। ১৯৬১ সালের ২০২ এবং ২০৩ রিট পিটিশনগুলি উপরোক্ত পক্ষগুলির মধ্যে রয়েছে। ১৯৬১ সালের রিট পিটিশন ২০৪-এ, পক্ষগুলি হল পূর্বোক্ত আবেদনকারীরা (১) বাণিজ্যিক কর সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, আই/সি চাইবাসা সাব-সার্কেল, বিহার রাজ্য; (২) বিক্রয় করের ডেপুটি কমিশনার, বিহার, রাঁচি; এবং (৩) বিহার রাজ্য। এইভাবে, আবেদনকারীরা তিনটি ক্ষেত্রেই একই, তবে উত্তরদাতারা হলেন প্রথম দুটি ক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য এবং এর দুই কর্মকর্তা এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে বিহার রাজ্য এবং এর দুই কর্মকর্তা।

প্রথম আবেদনকারী হল ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, যার প্রধান কার্যালয় নয়াদিল্লিতে, মে, ১৯৫৬-এ। দ্বিতীয় আবেদনকারী প্রথম আবেদনকারী কোম্পানির একজন শেয়ারহোল্ডার।

দুইজন আবেদনকারী ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করেন কারণ এর সকল শেয়ারহোল্ডার ভারতীয় নাগরিক। বিক্রয় করের মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং সেই কার্যধারার সময়কালে দাবির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। মূল্যায়নের বিশদ বিবরণ বা আবেদনকারীদের দ্বারা উত্থাপিত আক্রমণের ভিত্তি নির্ধারণের জন্য আমাদের উল্লেখ করা দুটি পয়েন্টের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি প্রয়োজনীয় নয়। এটা বলাই যথেষ্ট যে আবেদনকারীরা ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করে এবং দাবি করে যে সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের মৌলিক অধিকার লঙঘন করা হয়েছে গৃহীত কার্যক্রমের ফলে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিক্রয় করের দাবির ফলে। এই আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে মামলাটি খোলা হলে, সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে, উত্তরদাতাদের কৌঁসুলি প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন যা ইতিমধ্যেই সেট করা দুটি প্রশ্নে এখন নির্দেশিত ফর্ম নিয়েছে। বেঞ্চ সঠিকভাবে নির্দেশ করেছে যে এই দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত সাংবিধানিক গুরুত্বের ছিল এবং তাই সিদ্ধান্তের জন্য একটি বৃহত্তর বেঞ্চের সামনে রাখা উচিত। তদনুসারে তারা বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে রেফার করেন এবং সেই প্রশ্নগুলি নির্ধারণের জন্য এই বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে।

তর্ক-বিতর্কের একেবারে শুরুতেই আমরা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে আমরা শুধুমাত্র প্রাথমিক প্রশ্নে আমাদের সিদ্ধান্ত দেব এবং তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বিতর্কের সিদ্ধান্ত সংবিধান বেঞ্চের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

উকিল বারে যুক্তিতর্কের সাথে মোকাবিলা করার আগে, সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি নির্ধারণ করা সুবিধাজনক। সংবিধানের তৃতীয় অংশ মৌলিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। কিছু মৌলিক অধিকার "যে কোন ব্যক্তির" জন্য উপলব্ধ, যেখানে অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি শুধুমাত্র "সকল নাগরিকের" জন্য উপলব্ধ হতে পারে। ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে "আইনের সামনে সমতা" বা "আইনের সমান সুরক্ষা" যে কোনও ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ (অনুচ্ছেদ ১৪)। প্রাক্তন-পরবর্তী আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে বা দ্বিগুণ-ঝুঁকি বা বাধ্যতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা আত্ম-অপরাধ সকল ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ (অনুচ্ছেদ ২০); অনুচ্ছেদ ২১-এর অধীনে জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষা এবং ২২ অনুচ্ছেদের অধীনে কিছু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার এবং আটকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা। একইভাবে, বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন পেশা, ধর্মের অনুশীলন এবং প্রচার সকল ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত করা হয়। অনুচ্ছেদ ২৭ এর অধীনে সকল ব্যক্তির জন্য পেশা, অনুশীলন এবং প্রচার নিশ্চিত করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রকারের বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রচার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো কর দিতে বাধ্য করা হবে না।

সমস্ত ব্যক্তির নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় নির্দেশ বা ধর্মীয় উপাসনায় যোগদান বা না যাওয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৮)। এবং, পরিশেষে, আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে না এবং আইন অনুসারে, অনুচ্ছেদ ৩১ দ্বারা বিবেচনা করা ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ বা অধিগ্রহণ করা হবে না। সাধারণভাবে, সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত সীমাবদ্ধতা এবং বিধিনিষেধের বিশদ বিবরণে না গিয়েই, এইগুলি হল মৌলিক অধিকার যা যে কোনও ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ তা সে ভারতের নাগরিক বা বিদেশী বা প্রাকৃতিক বা একটি কৃত্রিম ব্যক্তি হোক না কেন। অন্যদিকে, সংবিধান দ্বারা শুধুমাত্র নাগরিকদের জন্য এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রতিবন্ধকতা শুধুমাত্র নাগরিকদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপর আরোপিত অন্যান্য মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৫ শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা থেকে বা অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কিছু বিষয়ে কোনো অক্ষমতা আরোপ করা থেকে রাষ্ট্রকে নিষিদ্ধ করে। অনুচ্ছেদ ১৬ দ্বারা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে, অনগ্রসর শ্রেণীর পক্ষে সংরক্ষণ সাপেক্ষে। অনুচ্ছেদ ১৮(২)-এর অধীনে ভারতের সকল নাগরিকের যে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন পদবী গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এবং কোন ব্যক্তি যিনি ভারতের নাগরিক নন তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত এই জাতীয় উপাধি গ্রহণ করবেন না, যখন তিনি রাষ্ট্রের অধীনে লাভ বা আস্থার কোন পদ ধারণ করেন [অনুচ্ছেদ ১৮(৩)]। এবং তারপরে আমরা ১৯ অনুচ্ছেদে আসি যা নিয়ে আমরা বর্তমান বিতর্কে সরাসরি উদ্বিগ্ন। এই অনুচ্ছেদের অধীনে, সমস্ত নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে:-

(ক) বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা;

(খ) শান্তিপূর্ণভাবে এবং অস্ত্র ছাড়া সমবেত হওয়া;

(গ) সমিতি বা ইউনিয়ন গঠন করা;

(ঘ) ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে অবাধে চলাফেরা করা;

(ঙ) ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনো অংশে বসবাস ও বসতি স্থাপন করা;

(চ) সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করা; এবং

(ছ) কোন পেশা অনুশীলন করা, বা কোন পেশা, ব্যবসা বা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া।

প্রকরণ (এ) থেকে (জি) পর্যন্ত এই গ্যারান্টিযুক্ত অধিকারগুলির প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের (২) থেকে (৬) প্রকরণের নির্দেশিত সীমাবদ্ধতা বা সীমাবদ্ধতার বিষয়।

সমস্ত নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা অধিকারগুলির মধ্যে, যারা প্রকরণ (এ) থেকে (ই)-এর অধীনে উপরোক্তগুলি বিশেষভাবে প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য যেখানে পূর্বোক্ত প্রকরণ (এফ) এবং (জি) এর অধীনে স্বাধীনতা স্বাভাবিক ব্যক্তি বা আইনানুগ ব্যক্তিদের দ্বারা সমানভাবে উপভোগ করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ২৯(২) বিধান করে যে কোনও নাগরিককে শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা তাদের যে কোনও কারণে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বঞ্চিত করা হবে না। মৌলিক অধিকারের এই সংক্ষিপ্ত সারসংকলনটি সংবিধানের তৃতীয় অংশ দ্বারা সম্পাদিত এবং 'যেকোনো ব্যক্তি' বা 'সকল নাগরিকের' জন্য গ্যারান্টিযুক্ত অন্যান্য অধিকার বা নিষেধাজ্ঞার বাইরে চলে যায় যা গোষ্ঠী, শ্রেণী বা ব্যক্তিদের সমিতিগুলির সাথে সম্পর্কিত, যার সাথে আমরা অবিলম্বে উদ্বিগ্ন না। কিন্তু একজন ব্যক্তি নাগরিক বা অ-নাগরিক যাই হোক না কেন বা তিনি একজন প্রাকৃতিক ব্যক্তি বা আইনানুগ ব্যক্তিই হোক না কেন, তাদের নিজ নিজ অধিকার প্রয়োগের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার অধিকারটি অনুচ্ছেদ ৩২-তে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় খণ্ডের বিধানগুলির বিবেচনায় এটি স্পষ্ট যে সংবিধান প্রণেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পরামর্শের সাথে 'যে কোনো ব্যক্তির' জন্য উপলব্ধ মৌলিক অধিকার এবং 'সকল নাগরিকের' জন্য গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করেছেন। অন্য কথায়, সকল নাগরিক ব্যক্তি কিন্তু সংবিধানের অধীনে সকল ব্যক্তি নাগরিক নয়।

পরবর্তী প্রশ্ন উঠছে: "নাগরিক" শব্দটির আইনি তাৎপর্য কী? এটা সংবিধানে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। সংবিধানের ২য় খণ্ড 'নাগরিকত্ব' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সংবিধানের প্রারম্ভে। খণ্ড ॥, সাধারণ শর্তে, উল্লেখ করে যে নাগরিকত্ব হবে জন্মগতভাবে, বংশের ভিত্তিতে, অভিবাসন এবং অনুচ্ছেদনের মাধ্যমে। ভারতের ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ভারতের নাগরিক হবেন, যদি তিনি ভারতের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন বা যার পিতামাতার মধ্যে কেউ হন এমনভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন বা যিনি সংবিধান প্রবর্তনের অবিলম্বে (অনুচ্ছেদ ৫) পূর্বে পাঁচ বছরের কম সময় ধরে ভারতের ভূখণ্ডে সাধারণভাবে বসবাস করছেন। দ্বিতীয়ত, যে কোনো ব্যক্তি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল থেকে ভারতের ভূখণ্ডে চলে এসেছেন, যদি তিনি অনুচ্ছেদ ৬(এ) এবং ৬(বি)(i)-এ নির্ধারিত শর্ততে সন্তুষ্ট হন তাহলে তাকে ভারতের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে।

যেখানে পূর্বোক্ত প্রকরণ (এফ) এবং (জি) এর অধীনে স্বাধীনতা স্বাভাবিক ব্যক্তি বা আইনানুগ ব্যক্তিদের দ্বারা সমানভাবে উপভোগ করা যেতে পারে, কিন্তু যারা ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং নিবন্ধিত হয়েছে, যেমন ৬(বি)(ii)-এ বর্ণিত হয়েছে, ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবে। একইভাবে, ভারতের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন ব্যক্তিকে ভারতের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে যদি তিনি যে দেশে বসবাস করছেন সেখানে ভারতের একজন স্বীকৃত কূটনৈতিক বা কনস্যুলার প্রতিনিধি দ্বারা নিবন্ধিত হয়ে থাকেন (অনুচ্ছেদ ৮)। অনুচ্ছেদ ৫, ৬ এবং ৮-এর আওতাভুক্ত ব্যক্তিরা, পূর্বোক্ত হিসাবে, যদি তারা ভারত থেকে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে, তাহলেও ভারতের নাগরিক নাও হতে পারে, যেমনটি অনুচ্ছেদ ৭-এ বর্ণিত হয়েছে, অথবা যদি তারা স্বেচ্ছায় কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করে থাকে (অনুচ্ছেদ ৯)। সংক্ষেপে, সেগুলি 'নাগরিকত্ব' সম্পর্কিত দ্বিতীয় খণ্ডে সংবিধানের বিধান, এবং সেগুলি আইনগত ব্যক্তিদের জন্য স্পষ্টতই প্রযোজ্য নয়। অনুচ্ছেদ ১১ দ্বারা সংবিধান নাগরিকত্বের অধিকার, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সংসদকে দিয়েছে। উল্লিখিত ক্ষমতার প্রয়োগে সংসদ নাগরিকত্ব আইন (১৯৫৫-এর LVII) প্রণয়ন করেছে। এই আইনের বিধানের রেফারেন্সে এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে একজন আইনবাদী ব্যক্তি আইনের আওতার বাইরে। এটি একটি আইন যা ভারতীয় নাগরিকত্ব অধিগ্রহণ এবং অবসানের জন্য প্রদান করে। খণ্ড II-এ সংবিধান, যেমন ইতিমধ্যেই নির্দেশিত হয়েছে, সংবিধানের শুরুতে কারা ভারতীয় নাগরিক তা নির্ধারণ করেছে। যেহেতু সংবিধান নাগরিকত্ব অর্জন বা এর অবসান বা নাগরিকত্ব সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে কোনো বিধান রাখে না, সংবিধান প্রবর্তনের পরে, এই আইনটি সংবিধানের বিধানের পরিপূরক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রণয়ন করতে হয়েছিল যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের ধারা ২(১)(এফ) এ "ব্যক্তি" শব্দের সংজ্ঞা বলে যে "ব্যক্তি" শব্দটি "অনুষ্ঠানে কোন কোম্পানি বা সংস্থা বা ব্যক্তিদের সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে না, অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক"। তাই, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব (ধারা ৩), বংশের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব (ধারা ৪), অনুচ্ছেদনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব (ধারা ৫), স্বাভাবিকীকরণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব (ধারা ৬) এবং ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নাগরিকত্বের (ধারা ৭) আইনগত ব্যক্তির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই।

এইভাবে এটা একেবারেই পরিষ্কার যে সংবিধানের খণ্ড II বা পূর্বোক্ত নাগরিকত্ব আইনের কোনটিই নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করে না, অথবা

নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি, একটি প্রাকৃতিক ব্যক্তি ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি। সংবিধান এবং নাগরিকত্ব আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির পরীক্ষায় এটি আইনি অবস্থান বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা দাবি করা হয়েছিল যে এই আদালত কিছু সিদ্ধান্তের বিপরীতে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং কিছু হাইকোর্টও বিপরীত মতামত নিয়েছে, যা আমরা এখন বিবেচনা করতে পারি। যা এখন, প্রথম শোলাপুর মামলা হিসাবে পরিচিত, চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম ভারতের ইউনিয়ন (১), বিচারপতি, মুখার্জি, আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কথা বলে, পৃষ্ঠা ৮৯৮-এ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছেন, যা আবেদনকারীদের পক্ষে উত্থাপিত বিরোধকে সমর্থন করে বলে মনে হয় যে নাগরিকদের মতো আইনবাদী ব্যক্তিদের জন্যও মৌলিক অধিকার উপলব্ধ:

> "সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিকৃত মৌলিক অধিকারগুলি কেবলমাত্র পৃথক নাগরিকদের জন্য নয় বরং কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্যও উপলব্ধ, সেইসাথে যেখানে বিধানের ভাষা বা অধিকারের প্রকৃতি অনুমান করতে বাধ্য করে যে তারা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য। একটি সংগঠিত কোম্পানি, তাই মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য এই আদালতে যেতে পারেন...।"

যদিও উপরে উদ্ধৃত পর্যবেক্ষণগুলি আবেদনকারীদের পক্ষে উত্থাপিত বিবাদের মুখাপেক্ষী বলে মনে হবে, তারা সত্যই বিতর্ককে এক বা অন্যভাবে নির্ধারণ করে না। সেক্ষেত্রে শোলাপুর স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানির একজন শেয়ারহোল্ডার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে আবেদন করেন, একটি ঘোষণার জন্য যে সেই ক্ষেত্রে যে আইনটি বাতিল করা হয়েছিল তা বাতিল ছিল, পাশাপাশি সরকার এবং পরিচালকদের বিরুদ্ধে ম্যান্ডামাসের একটি রিট দ্বারা তার মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য কোম্পানি, তাদের আইনের অধীনে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বিরত রাখে। এই ক্ষেত্রে বিতর্কের বিশদ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই কারণ এটি স্পষ্ট যে এটি এমন কোম্পানি ছিল না যেটি তার মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে চাইছিল, যদি থাকে তবে শুধুমাত্র একজন শেয়ারহোল্ডার। প্রকৃতপক্ষে, কোম্পানি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে আবেদনের বিরোধিতা করেছিল। এটা প্রতীয়মান যে উপরে উদ্ধৃত পর্যবেক্ষণগুলি নিখুঁতভাবে আপত্তিকর এবং আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য সরাসরি উদ্ভূত হয়নি।

এরপর দ্বিতীয় শোলাপুর মামলায় আসি,

----

(১) [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯।

বোম্বের দ্বারকাদাস শ্রীনিবাস বনাম শোলাপুর স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড (১) হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে। প্রথম শোলাপুর মামলায় এই আদালত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে চলে যায় একজন স্বতন্ত্র শেয়ারহোল্ডারের দ্বারা, পূর্বোক্ত হিসাবে, তার কথিত মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য। যে আবেদন, সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দ্বারা, খারিজ দাঁড়িয়েছে. দ্বিতীয় মামলাটি একটি অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি মামলা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, নিজের এবং অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে একটি প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতায়, একটি ঘোষণার জন্য যে আইনটি পূর্ববর্তী মামলায় বাতিল করা হয়েছিল তা “আলট্রা ভাইরাস” ছিল। এই আদালত বলেছে যে, আইনটি বাতিল করা হয়েছে, কার্যত, সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে কোম্পানির সম্পত্তির বঞ্চনা, ক্ষতিপূরণ ছাড়াই, এবং এইভাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১(২)-এর অধীনে কোম্পানির মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে। এইভাবে এটি প্রদর্শিত হবে যে এই আদালতের সিদ্ধান্তটি অনুচ্ছেদ ৩১ বিধানগুলির একটি পরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছিল, যা শুধুমাত্র নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং "যেকোন ব্যক্তির" সম্পত্তিরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু রায়ের সময় এমন কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে যা উত্তরদাতাদের পক্ষে উত্থাপিত মতামতকে সমর্থন করবে। পৃষ্ঠা ৬৯৪-এ, বিচারপতি, মহাজন, অনুচ্ছেদ ১৯ এবং ৩১ এর বিশেষ উল্লেখ সহ তৃতীয় খণ্ডে সংবিধানের বিধানের সুযোগ এবং প্রভাব নিয়ে আলোচনা করার সময়, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছেন:-

> "অনুচ্ছেদ ৩১ বিবেচনা করার ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি ভারতের ইউনিয়নে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত, যেখানে ১৯ অনুচ্ছেদটি কেবলমাত্র সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত নাগরিক। এইভাবে এটা স্পষ্ট যে এই দুটি অনুচ্ছেদের পরিধি একই হতে পারে না কারণ তারা বিভিন্ন ক্ষেত্র আচ্ছাদিত করে। এটাকে গুরুত্বের সাথে তর্ক করা যায় না যে যতদূর নাগরিকদের উদ্বিগ্ন, সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা সংবিধানের দুটি অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে, যখন অন্য সকল ব্যক্তির সম্পত্তির সুরক্ষার বিষয়টি শুধুমাত্র ৩১ অনুচ্ছেদে মোকাবেলা করা হয়েছে। যদি উভয় অনুচ্ছেদ একই স্থল আচ্ছাদিত করে, তবে একই বিষয়ে দুটি অনুচ্ছেদ থাকা অপ্রয়োজনীয় ছিল।"

এই পর্যবেক্ষণগুলি সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে বলে মনে হবে যে এবং ৩১ অনুচ্ছেদে "ব্যক্তিদের" সম্পত্তির উল্লেখ রয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ১৯ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত "নাগরিকদের" মৌলিক অধিকারগুলির সাথে সম্পর্কিত।

(১) [১৯৫৪] এস.সি.আর. ৬৭৪।

বিচারপতি, বোস, তার রায়ের সময়, পৃষ্ঠা ৭৩২-এ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এফ) ভারতের সকল নাগরিককে একটি নির্দিষ্ট মৌলিক স্বাধীনতা প্রদান করে, যথা, সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করার স্বাধীনতা। অনুচ্ছেদ ৩১(১) হল এক ধরণের ফলাফল, যথা, সম্পত্তি অধিগ্রহণের পরে আইনের কর্তৃত্ব ছাড়া তা কেড়ে নেওয়া যাবে না। অনুচ্ছেদ ৩১ অনুচ্ছেদ ১৯ এর চেয়ে প্রশস্ত কারণ এটি প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য এবং নাগরিকদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এর অর্থ হল যে যেখানে ভারতের নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের এই দেশে সম্পত্তি অর্জন এবং ধারণ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি আইন পাস করা যেতে পারে নাগরিকদের উপর এই ধরনের কোনও বিধিনিষেধ রাখা যাবে না। কিন্তু এই ধরনের আইনের অভাবে অনাগরিকরাও অধিগ্রহণ করতে পারে ভারতে সম্পত্তি এবং যদি তারা করে তবে আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত তারা নাগরিকদের চেয়ে বেশি বঞ্চিত হতে পারে না।"

কিন্তু এটা বলা উচিত যে এই পর্যবেক্ষণগুলি, যদিও তারা উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিতর্ককে সমর্থন করে বলে মনে হতে পারে, তবে তা সরাসরি করা হয়নি আমাদের সামনে এখন প্রশ্নটির রেফারেন্স, যথা, একটি কর্পোরেশন নাগরিকের মর্যাদা দাবি করতে পারে কিনা। সেই ক্ষেত্রেও সেই প্রশ্ন ওঠেনি কারণ সংস্থাটি কোনও সুরাহা চাইছিল না। এমনকি যদি সংস্থাটি সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের অধীনে সুরাহা চাইতে আগ্রহী হয়, তবে এটি নাগরিকের মর্যাদা ছাড়াই তা করতে পারে।

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড বনাম বিহার রাজ্যের মামলায় (১) আপীলকারী কোম্পানি বিহার বিক্রয় কর আইনের বিধানের বিরুদ্ধে কিছু ত্রাণের জন্য সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই আদালত (এস আর দাস, পৃষ্ঠা ৬১৮-এ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং ৭৬৫-৭৬৬ পৃষ্ঠায় বিচারপতি এনকাটারাম আয়ার প্রতি) প্রশ্নটি খোলা রেখেছিলেন এবং সেই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত না নিয়েই কোম্পানিকে সুরাহা দেন। এই মামলাটি কেবল এটি দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করে যে আমাদের সামনে এখন প্রশ্নটি খোলা ছিল এবং এই আদালত এখন আমাদের সামনে এই বিষয়ে তার বিবেচিত রায় দেয়নি।

---

(১) [১৯৫৫] ২ এস.সি.আর. ৬০৩।

তাই মাদ্রাজ, বোম্বে এবং কলকাতা হাইকোর্টের কিছু সিদ্ধান্তের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই কারণ এই আদালতের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের অভাবে সেগুলি একভাবে বা অন্যভাবে সিদ্ধান্তমূলক হতে পারে না। তাই আমাদের আইনগত অবস্থানকে নতুন করে পরীক্ষা করতে হবে যে এটি এখনও একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন।

পূর্বোক্ত সংবিধান এবং নাগরিকত্ব আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির একটি পরীক্ষা করে, আমরা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছি, তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে তারা একটি নাগরিক হিসাবে একটি কর্পোরেশন চিন্তা নয়। কিন্তু মিঃ সেটালভাদ, আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে নাগরিকত্ব সম্পর্কিত সংবিধানের দ্বিতীয় অংশ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নয় কারণ এটি "নাগরিক" সংজ্ঞায়িত করে না বা এটি "নাগরিকত্ব" এর সম্পূর্ণতার সাথে ডিল করে না। আরও দাখিল করা হয়েছিল যে নাগরিকত্ব আইনের বিধানগুলির সাথে একই অবস্থান। সুতরাং, এটা সাধারণ ভিত্তি যে, উপরে আলোচিত সংবিধান এবং সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলিতে আইনানুগ ব্যক্তিদের কোন উল্লেখ নেই। আমাদের প্রাক-বিদ্যমান আইনের আলোকে আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা করতে হবে, যেটি দাবি করা হয়েছিল, সংবিধানের ৩৭২ এর দ্বারা সংরক্ষিত ছিল , ভলিউম ৬, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪, অনুচ্ছেদ ২৩৫, যেটি উল্লেখ করে যে, নিগমকরণে, একটি কোম্পানি হল একটি আইনি সত্তা যার জাতীয়তা বা আবাসস্থল তার অনুচ্ছেদনের স্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইংল্যান্ডের হালসবারির আইনের ভলিউম ৯, পৃষ্ঠা ২৯-৩০, যা বলে যে জাতীয়তার ধারণাটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য এবং এটি তার অন্তর্ভুক্তির দেশের উপর নির্ভর করে। ইংল্যান্ডে অন্তর্ভুক্ত একটি কর্পোরেশনের সদস্যদের জাতীয়তা নির্বিশেষে একটি ব্রিটিশ জাতীয়তা রয়েছে। যতদূর আবাসিক সম্পর্কিত, নিগমকরণের স্থানটি তার আবাসস্থলকে ঠিক করে, যা তার অস্তিত্ব জুড়ে এটিকে আঁকড়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে, জ্যান্সন বনাম ড্রাইফন্টেন কনসোলিডেটেড মাইনস([১]) এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে একটি কোম্পানিকে যে দেশের রাষ্ট্রীয় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, এর শেয়ারহোল্ডারদের জাতীয়তা সত্ত্বেও।

---

(১) [১৯০২] এ.সি. ৪৮৪, ৪৯৭, ৫০১, ৫০৫।

অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কারণ অবস্থানটি একেবারে স্পষ্ট যে একটি কর্পোরেশন এমন একটি জাতীয়তা দাবি করতে পারে যা সাধারণত তার অন্তর্ভুক্তির স্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে প্রশ্নটি এখনও রয়ে গেছে যে "জাতীয়তা" এবং "নাগরিকত্ব" বিনিময়যোগ্য পদ কিনা। "জাতীয়তা" তে বিচারিক সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে যা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বিবেচনার জন্য উদ্‌ভূত হতে পারে। অন্যদিকে "নাগরিকত্ব" পৌর আইনের অধীনে বিচারিক সম্পর্কের উল্লেখ আছে। অন্য কথায়, জাতীয়তা একজন ব্যক্তির নাগরিক অধিকার নির্ধারণ করে, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক আইনের রেফারেন্সে, যেখানে নাগরিকত্ব পৌর আইনের অধীনে নাগরিক অধিকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুতরাং, সমস্ত নাগরিক একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের নাগরিক, কিন্তু সমস্ত নাগরিক রাষ্ট্রের নাগরিক নাও হতে পারে। অন্য কথায়, নাগরিক হল সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে নাগরিকদের থেকে আলাদা, যারা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না এবং এখনও সেই দেশে বসবাস করছে (পি. উইস-জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রহীনতা, পৃষ্ঠা ৪-৬ ; এবং ওপেনহেইমের আন্তর্জাতিক আইন, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ৬৪২, ৬৪৪)।

আমাদের মতে, এটা বলা সঠিক নয়, যেমন আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, অনুচ্ছেদ ৫-এ "নাগরিক" অভিব্যক্তিটি সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত একই অভিব্যক্তির মতো প্রশস্ত নয়। কেউ এই যুক্তিটি বুঝতে পারে যে সংবিধান এবং নাগরিকত্ব আইন উভয়ই আইনানুগ ব্যক্তিদের সাথে মোকাবিলা করেনি, কিন্তু সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে "নাগরিক" অভিব্যক্তিটি সংবিধানের তৃতীয় ভাগে একই অভিব্যক্তির সাথে বিরোধপূর্ণ নয় এমন যুক্তি মেনে নেওয়া আরও কঠিন। সংবিধানের খণ্ড II, নাগরিকত্ব আইনের (১৯৫৫ সালের LVII) বিধানগুলির দ্বারা পরিপূরক "নাগরিকদের" সাথে সম্পর্কিত এবং এটা বলা সঠিক নয় যে আইনগত ব্যক্তিদের সম্পর্কে নাগরিকত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে সংবিধানের হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছিল এবং নাগরিকত্ব আইন উদ্বিগ্ন। অন্য দিকে, সংবিধানের বিধানগুলি গ্রহণ করার জন্য আরও যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি হল যে যখনই ভারতের কোনও নাগরিকের দ্বারা কোনও বিশেষ অধিকার উপভোগ করতে হবে, তখন সংবিধান "যে কোনও নাগরিক" বা "সকল নাগরিক" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করার যত্ন নেয়, সেই অধিকারগুলির স্পষ্ট দ্বন্দ্বে যা সকলেরই উপভোগ করা উচিত, নির্বিশেষে তারা নাগরিক বা বিদেশী, বা তারা প্রাকৃতিক ব্যক্তি বা আইনবাদী ব্যক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সাদৃশ্যের উপর, অনুচ্ছেদ ১৪-এর সমতা ধারাটি "যে কোনো ব্যক্তির" জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা (অনুচ্ছেদ ১৫) এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ ১৬) ইচ্ছাকৃতভাবে শুধুমাত্র নাগরিকদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ করা যেতে পারে (১)

"কর্পোরেশন:

এই অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অবশ্যই প্রাকৃতিক হতে হবে এবং কৃত্রিম ব্যক্তি নয়; একটি কর্পোরেট সংস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নয়।"

(পৃ. ৯৬৫)

"ব্যক্তি" সংজ্ঞায়িত

"চতুর্দশ সংশোধনীর প্রণয়নকারীরা "ব্যক্তি" শব্দটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বোঝাতে চেয়েছিলেন কিনা বা "নাগরিক" শব্দের জন্য "ব্যক্তি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়েছে তা সত্ত্বেও নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় আইন থেকে কর্পোরেশনগুলিকে রক্ষা করার জন্য, সুপ্রিম কোর্ট, ১৮৭৭ সালে গ্রেঞ্জার মামলার প্রথম দিকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যথাযথ প্রক্রিয়া বিবাদে অগ্রসর হওয়ার জন্য রেল কর্পোরেশন-বাদীদের অবস্থা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন না তুলেই যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের আইন বহাল রাখে। কোন সন্দেহ নেই যে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া একটি কর্পোরেশন তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে না; সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে চতুর্দশ সংশোধনীর দ্বারা নিশ্চিত করা "স্বাধীনতা" হল মানুষের স্বাধীনতা, কৃত্রিম নয়, তথাপি একটি সংবাদপত্র কর্পোরেশন টিকে ছিল, ১৯৩৬ সালে, একটি রাষ্ট্রীয় আইন এটিকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল। যথাযথ প্রক্রিয়া ধারা দ্বারা সুরক্ষিত প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের হিসাবে, এর মধ্যে জাতি, বর্ণ বা নাগরিকত্ব নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।" (পৃ. ৯৮১)

আমরা ইতিমধ্যেই, সাধারণ পরিভাষায়, সংবিধানের খণ্ড III-এর সেই বিধানগুলি উল্লেখ করেছি,

---

(১) সেনেট নথি নং ১৭০, ৮২ডি. কংগ্রেস, এড. এডওয়ার্ড এস করউইন

যা "সকল ব্যক্তির" নির্দিষ্ট অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় এবং সংবিধানের একই অংশের অন্যান্য বিধানগুলি শুধুমাত্র 'নাগরিকদের' জন্য উপলব্ধ মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত, এবং অতএব, সেই সমস্ত বিধান পুনঃগণনা করা আবশ্যক নয়। এটা বলাই যথেষ্ট যে সংবিধান প্রণেতারা "যে কোনো ব্যক্তি" এবং "যে কোনো নাগরিক" অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবিত ছিলেন এবং সংবিধান যখন ১৯(১)(এ)-(জি) অনুচ্ছেদে থাকা স্বাধীনতাগুলিকে "সকল নাগরিক"-এর জন্য উপলব্ধ হিসাবে নির্ধারণ করেছিল, তখন এটি ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত অ-নাগরিকদের বাইরে রেখেছিল। এই প্রসঙ্গে, মার্টিন উলফের প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল-এর নিম্নলিখিত বিবৃতিটি বেশ প্রযোজ্য:-

> "আইনগত ব্যক্তিদের জাতীয়তার কথা বলা স্বাভাবিক, এবং এইভাবে এমন কিছু আমদানি করা যা আমরা প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের এমন একটি অঞ্চলে ভবিষ্যদ্বাণী করি যেখানে এটি শুধুমাত্র উপমা দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে। রাজ্যের 'বিদেশী' বা 'নাগরিক' হওয়ার বেশিরভাগ প্রভাবই কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; আনুগত্য বা সামরিক পরিষেবা, ভোটাধিকার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার বিদ্যমান নেই।" (পৃ. ৩০৮)

এটি ছাড়াও, বিতর্কের আরেকটি দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। আবেদনকারীদের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে "ব্যক্তি" এবং "নাগরিকদের" মধ্যে সংবিধান দ্বারা প্রণীত পার্থক্যটি প্রাকৃতিক এবং আইনগত ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য হিসাবে একই জিনিস নয় এবং "ব্যক্তি" হিসাবে সমস্ত নাগরিক এবং অ- নাগরিক, প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম ব্যক্তি, সংবিধান প্রণেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম ব্যক্তিদের বিবেচনার বাইরে রেখেছিলেন কারণ এটি হতে পারে যে পূর্ব-বিদ্যমান আইনটি অস্পৃশ্য ছিল। বিবাদ মেনে নেওয়া খুব কঠিন যে সংবিধান প্রণেতারা যখন "নাগরিক" এবং সকল "ব্যক্তির" জন্য উপলব্ধ মৌলিক অধিকারগুলিকে সঠিক শর্তে তুলে ধরার জন্য বেদনায় ভুগছিলেন, তারা "নাগরিক" অভিব্যক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এমন ব্যক্তিদের শ্রেণিগুলিকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। "অন্যদিকে, সংবিধানের তৃতীয় অংশের বিধানগুলিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিধানগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিল,

যেখানে চতুর্দশ সংশোধনী (ধারা ১) স্পষ্টভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিশেষাধিকার বা অনাক্রম্যতা এবং যে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির মধ্যে বিরোধিতাকে প্রকাশ করে, পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কারা তা নির্ধারণ করে। পূর্বোক্ত ধারা ১ এই শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে এবং পার্থক্যটি খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে: -

> "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করা বা স্বাভাবিক করা হয়েছে এমন সমস্ত ব্যক্তি এবং তাদের এখতিয়ারের সাপেক্ষে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যে রাজ্যে বাস করেন তার নাগরিক৷ কোনো রাষ্ট্রই এমন কোনো আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ করবে না যা এর নাগরিকদের বিশেষাধিকার বা অনাক্রম্যতাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করবে৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; বা কোনো রাষ্ট্র আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে না এবং আইনের সমান সুরক্ষাও অস্বীকার করবে না।"

প্রশ্নটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১৯ লেখে যে "সকল নাগরিকের" ধারা (এ) থেকে (জি) পর্যন্ত গণনা করা স্বাধীনতার অধিকার থাকবে। সেই স্বাধীনতা, তাদের প্রতিটি এবং সমস্ত, "সকল নাগরিকের" জন্য উপলব্ধ। অনুচ্ছেদ বলে না যে সেই স্বাধীনতাগুলি, বা 'শুধুমাত্র সেগুলি যা নাগরিকদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত হতে পারে, তাদের জন্য উপলব্ধ থাকবে৷ আদালত যদি ধরেন যে একটি কর্পোরেশন অনুচ্ছেদ ১৯-এর অর্থের মধ্যে একটি নাগরিক, তারপর প্রকরণ (এ) থেকে (জি)-তে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অধিকার একটি কর্পোরেশনের কাছে উপলব্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু স্পষ্টতই তাদের মধ্যে কিছু, বিশেষ করে যেগুলি ধারা (বি), (ডি) এবং (ই) তে রয়েছে তাদের সম্ভবত একটি কর্পোরেশনের কাছে কোন আবেদন থাকতে পারে না। এইভাবে স্পষ্ট যে ১৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা নাগরিকত্বের অধিকারগুলি কর্পোরেট সংস্থার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত নয়। অন্য কথায়, নাগরিকত্বের অধিকার এবং কর্পোরেশনের জাতীয়তা বা আবাসস্থল থেকে প্রবাহিত অধিকারগুলি ক্ষতিকর নয়। এইভাবে দেখা যাবে যে সংবিধান প্রণেতারা "নাগরিকত্ব" সম্পর্কিত সংবিধানের দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়ন করার সময় বিচারিক ব্যক্তিদের বিবেচনার বাইরে রেখেছিলেন এবং সংবিধানের তৃতীয় অংশে "ব্যক্তি" এবং "নাগরিকদের" মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করেছে। খণ্ড ।।।, যা মৌলিক অধিকার ঘোষণা করে, খুব সঠিকভাবে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল, সেই অধিকারগুলিকে সীমাবদ্ধ করে যেমন বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা,

শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া, যে কোনো পেশা অনুশীলন করার অধিকার, ইত্যাদি, শুধুমাত্র "নাগরিকদের" অন্তর্গত এবং "সকল ব্যক্তির" অন্তর্গত হিসাবে আইনের সামনে সমতার অধিকারের মতো আরও সাধারণ অধিকার।

উপরে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, সংবিধানের আবির্ভাবের আগে ভারতের কোন নাগরিক ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্কের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের মনে হয়, নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে যা বলেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কর্পোরেশনগুলি তাদের অন্তর্ভুক্তির দেশ অনুসারে জাতীয়তা থাকতে পারে; কিন্তু এটি তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করে না। আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ যখন নাগরিকত্ব নিয়ে কাজ করে তখন শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বোঝায়। নাগরিকত্ব আইন দ্বারা এটি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যা সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে নাগরিকত্ব নিয়ে কাজ করে এবং এটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। আমরা এই যুক্তি মেনে নিতে পারি না যে এই দেশের নাগরিক থাকতে পারে যারা সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের চার কোণে বা নাগরিকত্ব আইনের চার কোণে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা মতামত দিচ্ছি যে এই দুটি বিধান অবশ্যই এই দেশের নাগরিকদের জন্য সম্পূর্ণ হতে হবে, খণ্ড ॥ সংবিধান কার্যকর হওয়ার তারিখে নাগরিকদের নিয়ে আলচনা করে এবং নাগরিকত্ব আইন তারপর নাগরিকদের নিয়ে আলচনা করে। তাই আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে এই দুটি বিধান এই দেশের নাগরিকদের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ এবং এই নাগরিকরা শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যক্তি হতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনগুলি দেশের নাগরিক হতে পারে তা তাদের এই দেশের নাগরিক করবে না পৌর আইন বা সংবিধানের উদ্দেশ্য। বা আমরা মনে করি না যে সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত "নাগরিক" শব্দটি সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল তার থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই প্রথম প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই নেতিবাচকভাবে দিতে হবে।

এই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না কারণ প্রথম প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচকভাবে দেওয়া হত তবেই তা দেখা যেত।

এই মতামতের সাথে যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানির জন্য মামলাগুলি বেঞ্চে ফিরে যেতে দিন। বিশেষ বেঞ্চের সামনে শুনানির খরচ বেঞ্চ মোকাবেলা করবে যা চূড়ান্তভাবে

শোনে এবং বিতর্ক নির্ধারণ করে।

বিচারপতি, হিদায়াতুল্লাহ-দুটি প্রশ্ন মতামতের জন্য এই বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে। তারা হল:

> (১) স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি, সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে একজন নাগরিক এবং উক্ত ধারার অধীনে নাগরিকদের প্রদত্ত মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে কিনা; এবং
>
> (২) রাজ্য ট্রেডিং কর্পোরেশন ভারতীয় কোম্পানি আইন ১৯৫৬ এর অধীনে নিগমকরণের আনুষ্ঠানিকতা সত্ত্বেও ভারত সরকারের একটি বিভাগ এবং অঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূলধনের সম্পূর্ণ অংশ সহ; এবং এটি কি সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দাবি করতে পারে?

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে বাণিজ্যিক কর অফিসার, বিশাখাপত্তনম দ্বারা বিক্রয় করের মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এর উপর একটি দাবি করা হয়েছে। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আবেদনের মাধ্যমে এটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে যে অপ্রকৃত আদেশ এবং করের দাবি তার মৌলিক অধিকার লঙঘন করে যেগুলি অনুচ্ছেদ ১৯ উপ-প্রকরণ (এফ) এবং (জি) দ্বারা নাগরিকদের নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এই উপ-প্রকরণগুলি পড়ে:

> অনুচ্ছেদ ১৯(১)। সকল নাগরিকের অধিকার থাকবে:
>
> (চ) সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করা;
>
> (ছ) কোন পেশা অনুশীলন করা, বা কোন পেশা, ব্যবসা বা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া।

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন এই উপ-প্রকরণগুলির প্রয়োগের জন্য একজন নাগরিক বলে দাবি করে, যেটি অন্য দিকে বিতর্কিত, উপরে উল্লিখিত দুটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্নগুলি যেমন ইঙ্গিত করে, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধন সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অনুদান করা হয়। শেয়ারগুলি ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং সরকারের দুই সচিবের হাতে রয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য তাই অস্বীকার করে যে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন একটি কৃত্রিম ব্যক্তি হওয়া একজন নাগরিক এবং ফলস্বরূপ যুক্তি দেয় যে অনুচ্ছেদ ১৯ প্রযোজ্য নয় কারণ অনুচ্ছেদে 'নাগরিক' শব্দটি প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বোঝায়।

উপরন্তু, এটি দাবি করে যে সরকারের একটি বিভাগ হওয়ায়, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন রাষ্ট্রের একটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ১৯-এর সুরক্ষা দাবি করতে পারে না।

জনাব সেটালভাদ যে ভিত্তিতে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের নাগরিকত্বের দাবির উপর নির্ভর করেন, তিনি উল্লেখ করেছেন যে সংবিধান 'নাগরিক' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করে না, সংবিধানের দ্বিতীয় অংশ যা নাগরিকত্ব নিয়ে কাজ করে তা বস্তুগত নয় যতদূর এটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত এবং সম্পূর্ণ নয় এবং নাগরিকত্ব আইন (১৯৫৫ সালের LVII) যা নাগরিকত্ব সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের জন্য প্রদান করে কিন্তু 'ব্যক্তি' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করে যাতে কর্পোরেশনের সমষ্টির মতো কৃত্রিম ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া যায়, এটিকে সম্পূর্ণরূপে গণ্য করা যায় না। তিনি এইভাবে দাবি করেন যে কর্পোরেশনগুলি সমষ্টিগতভাবে, যা তার মতে, সংবিধান এবং নাগরিকত্ব আইনের আগে নাগরিক ছিল, নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলেছে, যার মধ্যে একটি হল ১৯ অনুচ্ছেদে গ্যারান্টি। কর্পোরেশনগুলি নাগরিক ছিল এবং অব্যাহত রয়েছে তার দাখিলের সমর্থনে, তিনি এই সত্যের উপর নির্ভর করেন যে কর্পোরেশনগুলির একটি জাতীয়তা রয়েছে এবং দাবি করেছেন যে এই সংযোগে 'জাতীয়তা' এবং 'নাগরিকত্ব' একই অর্থ বহন করে। তিনি চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম ভারতের ইউনিয়ন (১)-এ বিচারপতি, মুখার্জি, (যেমন তিনি ছিলেন) এর পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেন যেখানে বিজ্ঞ বিচারক অবতারণা করেছেন:

> "সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিকৃত মৌলিক অধিকারগুলি কেবলমাত্র পৃথক নাগরিকদের জন্য নয় বরং কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্যও উপলব্ধ, ব্যতীত যেখানে বিধানের ভাষা বা অধিকারের প্রকৃতি অনুমান করতে বাধ্য করে যে তারা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য। একটি সংগঠিত কোম্পানি, তাই, তার মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য এই আদালতে আসতে পারে এবং তাই পৃথক শেয়ারহোল্ডাররা তাদের নিজস্ব প্রয়োগ করতে পারে; তবে এটি ব্যতীত কোম্পানির মৌলিক অধিকারগুলিকে প্রভাবিত করে এমন একটি আইনের অভিযোগ করার জন্য এটি খোলা থাকবে না যে পরিমাণে এটি তার নিজের অধিকারের লঙ্ঘনও গঠন করে।"

মিঃ সেটালভাদ অন্যান্য ক্ষেত্রেও উল্লেখ করেছেন যেখানে, যদিও বিষয়টির সিদ্ধান্ত হয়নি, বেশ কয়েকটি কর্পোরেশন অনুচ্ছেদ ১৯ এর সুরক্ষা দাবি করেছে

----

(১) [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯, ৮৯৮।

এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। সবশেষে, তিনি দাবি করেন যে 'নাগরিক' শব্দটিকে উদারভাবে বোঝানো উচিত একটি কর্পোরেশনের সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যা শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় প্রশ্নে তিনি দাবি করেন যে একটি কোম্পানির অস্তিত্ব রয়েছে যা তার সদস্যদের থেকে স্বাধীন এবং স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে শেয়ারহোল্ডার বা সরকারের সাথে সমান করা যায় না যেহেতু কর্পোরেট পর্দা ভেদ করার অনুমতি দেওয়া যায় না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে আমাদের প্রজাতন্ত্রে বেশ কয়েকটি রাজ্য রয়েছে এবং একটি সরকার অন্য সরকারের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আইন বা নির্বাহী পদক্ষেপ দ্বারা বাধাগ্রস্ত করার একটি বড় বিপদ রয়েছে যার বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ১৯ একমাত্র কার্যকর সুরক্ষা। তিনি দাখিল করেন যে এটি উদ্দেশ্য হতে পারে না যে প্রতিটি নাগরিককে সুরক্ষিত করা উচিত, নাগরিকদের একটি দল, নিছক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে, ১৯ অনুচ্ছেদে গ্যারান্টির সুবিধাগুলি হারাবে।

আমরা এখানে একটি নিগমিত কোম্পানির সাথে ডিল করছি। একটি নিগমিত কোম্পানির ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি যা আইনের অপ্রকৃত ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়, তা অবশ্যই স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে আমরা নির্ধারণ করতে এগিয়ে যাওয়ার আগে সংবিধানে 'নাগরিক' শব্দটি সাধারণভাবে বা অনুচ্ছেদ ১৯-এ বিশেষভাবে একটি নিগমিত কোম্পানিকে আচ্ছাদিত করে কিনা। একটি অসংগঠিত কোম্পানির বিপরীতে, যার কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই এবং যা আইন তার সদস্যদের থেকে আলাদা করে না একটি নিগমিত কোম্পানির একটি পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে এবং আইন এটিকে তার সদস্যদের থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র একজন আইনি ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এই নতুন আইনী ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্তির মুহূর্ত থেকে আবির্ভূত হয় এবং সেই তারিখ থেকে সমিতির মেমোরেন্ডামে সদস্যতা গ্রহণকারী ব্যক্তিরা এবং সদস্য হিসাবে যোগদানকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের একটি বডি কর্পোরেট বা একটি কর্পোরেশন সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয় এবং নতুন ব্যক্তি একটি সত্তা হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু যে সদস্যরা নিগমিত কোম্পানি গঠন করেন তারা তাদের অবস্থা বা তাদের ব্যক্তিত্বকে পুল করেন না। যদি তারা সকলেই ভারতের নাগরিক হয় তবে কোম্পানিটি ভারতের নাগরিক হয়ে ওঠে না যদি সবাই বিবাহিত হয় তবে কোম্পানিটি বিবাহিত ব্যক্তি হবে। নিগমিত কোম্পানির ব্যক্তিত্বের সাথে সদস্যদের ব্যক্তিত্বের খুব একটা সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তিত্বটি তৈরি হয় তা আইন বা রূপক হিসাবে ব্যক্তিত্বের সমষ্টি নয়। কর্পোরেশনের সত্যিই কোন ভৌত অস্তিত্ব নেই; এটি একটি নিছক 'আইনের বিমূর্ততা' যেমন লর্ড সেলবোর্ন এটিকে

জি. ই. রিলাই বনাম টার্নার (১)-তে বর্ণনা করেছেন, বা যেমন লর্ড ম্যাকনাঘটেন স্যালোমন বনাম স্যালোমন অ্যান্ড কোং (২) এর সুপরিচিত মামলায় বলেছেন যে এটি "আইন অনুসারে গ্রাহকদের থেকে অ্যাসোসিয়েশনের মেমোরেন্ডাম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি।" এই পার্থক্যটি বাড়িতে আনা হয় যদি কেউ মনে রাখে যে একটি কোম্পানি মিথ্যাচার, বিগ্যামি বা পুঁজি হত্যার মতো অপরাধ করতে পারে না। এই ব্যক্তিত্বের ফিক্টা একটি অপ্রকৃত ঘটনার একটি প্রাণী, প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা সুরক্ষিত যেমনটি পামার তার কোম্পানি আইন (২০তম সংস্করণ) পৃষ্ঠা ১৩০ তে উল্লেখ করেছেন এবং যেটি আর বনাম সিটি অফ লন্ডন (৩) এর কাউন্সেল দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আপনি কি এর সাধারণ সিল ঝুলিয়ে রাখতে পারেন?"। এটা সত্য যে কখনও কখনও আইন কর্পোরেট পর্দা উঠানোর অনুমতি দেয়, কিন্তু পরে।

ইংরেজি আইনের একটি নিয়ম আছে যে একটি কোম্পানি বা একটি নিগমিত কর্পোরেশনের একটি জাতীয়তা আছে এবং এই জাতীয়তা সেই দেশের আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় যেখানে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় জনাব সেটালভাদ এইভাবে জ্যান্সন বনাম ড্রিয়েফন্টেইন কনসোলিডেটেড মাইনস লিমিটেড (৪) এর থেকে কিছু বিবৃতি উদ্ধৃত করে তার বিতর্ক শুরু করেন যেমন:

> "আমি অনুমান করি যে কর্পোরেশনটি প্রয়াত দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের একটি প্রাকৃতিক জন্মগত বিষয়ের অবস্থানে সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যে ছিল।"

(লর্ড ম্যাকনাঘটেন-পৃ. ৪৯৭)

> "আমি মনে করি এটি অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত যে উত্তরদাতা সংস্থাটি প্রযুক্তিগতভাবে একটি বিদেশী ছিল এবং এই দেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের মধ্যে শত্রুতা শুরু হওয়ার সাথে সাথে একটি বিদেশী শত্রু হয়ে ওঠে"।

(লর্ড ডেভি-পৃ. ৪৯৮)

> "কোম্পানীকে অবশ্যই তার শেয়ারহোল্ডারদের জাতীয়তা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের বিষয় হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।" (লর্ড ব্রাম্পটন-পৃ. ৫০১)

তিনি দাবি করেন যে 'জাতীয়তা' এবং "নাগরিকত্ব" এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং দুটি শব্দ সমার্থক এবং আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রহীনতা (১৯৫৬) পৃষ্ঠা ৪-৫----এর ওয়েইসের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে।

> "জাতীয়তার সাথে প্রায়শই সমার্থকভাবে ব্যবহৃত একটি পদ হল নাগরিকত্ব। ঐতিহাসিকভাবে, এটি জাতীয়তা সম্পর্কে রোমান ধারণা সহ রাজ্যগুলির জন্য সঠিক-

(১) [১৮৭২] এল.আর. ৮ অধ্যায় অ্যাপ ১৫২। (২) [১৮৯৭] এ.সি ২২, ৫১।

(৩) [১৬৩২] ৮ সেন্ট ট্রা. ১০৮৭, ১১৩৮। (৪) এল.আর. [১৯০২] এ.সি. ৪৯২।

কিন্তু জাতীয়তার সামন্তবাদী ধারণা সহ রাজ্যগুলির জন্য নয়, যেখানে নাগরিকত্ব রাজনৈতিক মর্যাদা নয়, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, এটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে বিষয়ের পরিবর্তে নাগরিক শব্দটি ব্যবহার করা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সাধারণ আইন দেশগুলি সহ; যিনি আগে 'রাজার প্রজা' ছিলেন তিনি এখন 'রাষ্ট্রের নাগরিক'--- এবং সেই অর্থে এবং সেই রাজ্যগুলিতে 'জাতীয়তা' এবং 'নাগরিকত্ব' শব্দগুলিকে সমার্থক হিসাবে গণ্য করতে হবে।"

অতএব, এটি কিছুটা ধূর্ত যুক্তির দিয়ে দাবি করা হয় যে সমস্ত নিগমিত কর্পোরেশনের রাষ্ট্রের জাতীয়তা রয়েছে যে আইনের অধীনে তারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেই জাতীয়তা নাগরিকত্বের সমার্থক এবং সেইজন্য অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলি নাগরিক। এটি থেকে এটি একটি নিছক পদক্ষেপ, যা এটিও নেওয়া হয় যে ভারতে অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলি নাগরিক ছিল এবং এখনও রয়েছে এবং সংবিধান এবং নাগরিকত্ব আইন কোথাও তাদের এই নাগরিকত্ব বা অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি) প্রয়োগ করে নিজেদের রক্ষা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি। বিকল্পভাবে এটা দাবি করা হয় যে কর্পোরেশনের সকল সদস্য যদি ভারতীয় নাগরিক হয় তাহলে কর্পোরেশনকে অবশ্যই একজন নাগরিক হতে হবে, কারণ সমগ্র তার অংশ থেকে আলাদা হতে পারে না।

উভয় যুক্তিই মিথ্যার সাথে জড়িত। প্রথমটি অনুমান করে যে কর্পোরেশনগুলির 'জাতীয়তা' এবং প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব একই ধারণা এবং এটিকে "ইগনোর্যান্টিও এলেনচির" ভ্রান্তির সাথে জুড়ে দেয় যাকে ইংরেজিতে অপ্রাসঙ্গিক উপসংহারের ভুল বলা হয় কারণ কর্পোরেশনগুলি নাগরিক বলে প্রমাণ করার পরিবর্তে, এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে তাদের নাগরিক হওয়া উচিত কারণ প্রতিকার এত ভাল এবং কার্যকর। দ্বিতীয়টি "পিটিশিও প্রিনশীপি"-এর ভ্রান্তি জড়িত কারণ এটি প্রশ্নটি ভিক্ষা করার প্রবণতা রাখে এবং এমন একটি ভিত্তিতে একটি উপসংহার খুঁজে পায় যা উপসংহারের মতোই প্রমাণ করা প্রয়োজন। আমার মতে, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে নিজের দ্বারা বা নাগরিকদের সমষ্টি হিসাবে গ্রহণ করে নাগরিক বলা যায় না, একটি কর্পোরেশনের জাতীয়তা একটি ভিন্ন ধারণা যা প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের নাগরিকত্বের সাথে বিভ্রান্ত হবে না, যে অনুচ্ছেদ ১৯(১) উপ-ধারা (এফ) এবং (জি) এ "নাগরিক" শব্দটি একজন প্রাকৃতিক ব্যক্তিকে বোঝায়, যে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন সত্যিই কর্পোরেট পর্দার পিছনে সরকারের একটি বিভাগ এবং এই সকল কারণের জন্য

দুটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আপত্তিকারীদের পক্ষে দিতে হবে। আমি এখন কারণ সহ এই সিদ্ধান্তগুলি ভাল করব।

অনুচ্ছেদ ১৯ 'নাগরিক' শব্দটি ব্যবহার করে যদিও 'ব্যক্তি' শব্দটি তৃতীয় খণ্ডের কিছু অন্যান্য অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ১৪ (আইনের সামনে সমতা সৃষ্টি করা), অনুচ্ছেদ ২১ (জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষা)। অনুচ্ছেদ ৩৬৭ দ্বারা, (যদি না প্রেক্ষাপটে অন্যথায় প্রয়োজন হয়) সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭ সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 'নাগরিক' শব্দটি সংবিধান বা সাধারণ ধারা আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি তবে 'ব্যক্তি' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'যেকোনো কোম্পানি বা সংস্থা বা ব্যক্তিদের সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক'। সুতরাং "ব্যক্তি" শব্দটি সংবিধানের তৃতীয় অংশে অন্তত কিছু জায়গায় এই বর্ধিত অর্থ বহন করে। কিন্তু সংবিধানে 'ব্যক্তি' শব্দটি কোম্পানী ইত্যাদির কোথায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই কারণ সেই শব্দটি ১৯ অনুচ্ছেদে ব্যবহার করা হয়নি। কর্পোরেশনের দাবি, আবেদনকারীর মতো, অনুচ্ছেদ ১৯ যে সুবিধা দেয়, 'নাগরিক' শব্দটি কিনা তা নির্ভর করতে হবে আসলে ব্যবহৃত একটি অনুরূপ বর্ধিত অর্থ বহন করতে পারে। মিঃ সেটালভাদ ঠিক বলেছেন যে কিছু জায়গায় 'ব্যক্তি' শব্দের বর্ধিত অর্থ সহ এবং অন্য জায়গায় 'নাগরিক' শব্দের ব্যবহার নিজেই প্রমাণ করে না যে কৃত্রিম ব্যক্তিরা 'নাগরিক' শব্দের অর্থের বাইরে। নাগরিক এবং অ-নাগরিকদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম ব্যক্তিদের মধ্যে নাও হতে পারে এবং এটি সম্ভব যে যেখানে সুবিধাটি অ-নাগরিকদের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়, সেখানে ব্যাপক অর্থের একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং যেখানে সুবিধা বোঝানো হয় নাগরিকদের জন্য শুধুমাত্র 'নাগরিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটা সত্য যে 'নাগরিক' শব্দটি শত্রু বা বিদেশীকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না যখন আরও সাধারণ শব্দ 'ব্যক্তি' হতে পারে তবে এটি এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না যে 'নাগরিক' শব্দটি কোনও সংস্থা বা সংস্থা বা ব্যক্তির সংস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে কিনা, সংজ্ঞার শব্দ ধার করার জন্য। এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই 'নাগরিক' শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করবে, যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যা খুঁজে বের করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৯-এ 'নাগরিক' শব্দটি শুধুমাত্র একজন প্রাকৃতিক ব্যক্তিকে বোঝায় নাকি একটি কোম্পানি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, অন্য কোনো জায়গায়

'নাগরিক' বা 'নাগরিকত্ব' শব্দের ব্যবহার বর্ধিত অর্থ বহন করে বা এই সমস্যাটির উপর কোনো আলোকপাত করে কিনা তা দেখতে আমাদের প্রথমে সংবিধানের দিকে যেতে হবে। 'নাগরিক' শব্দটি ২৯টি স্থানে এবং 'নাগরিকতা' শব্দটি ৬টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলি অধ্যায় এবং প্রান্তিক নোটের শিরোনামেও ব্যবহৃত হয় তবে এগুলি উপেক্ষা করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১৯ ব্যতীত অন্য কোথাও এমন কোন স্থান আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা উচিত যেখানে কেবল একজন প্রাকৃতিক ব্যক্তিই নয়, একজন কৃত্রিম ব্যক্তিকেও বোঝানো হয়েছে। শব্দটি প্রথমে এইভাবে প্রস্তাবনায় আসে:

"আমরা ভারতের জনগণ এর সমস্ত নাগরিকদের নিরাপদ করার জন্য দৃঢ়ভাবে সংকল্প করছি

ন্যায়বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক;

মাধ্যম, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বাধীনতা:

অবস্থা এবং সুযোগের সমতা; এবং তাদের সবার মধ্যে প্রচার করা

ব্যক্তি ও জাতির মর্যাদা নিশ্চিত করে ভ্রাতৃত্ব," ইত্যাদি।

'চিন্তা, প্রকাশ, বিশ্বাস, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা, মর্যাদার সমতা' এবং 'ব্যক্তির মর্যাদা প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত অভিব্যক্তি এবং কোম্পানি, সমিতি এবং অন্যান্য কর্পোরেশনের সমষ্টি নয় এবং প্রস্তাবনায় 'নাগরিক' শব্দটি ব্যক্তিদের বোঝায় যাদের জন্য সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটি সংবিধান নাগরিক এবং প্রশাসনের মধ্যে একটি বন্ধন এবং তাদের নিজ নিজ কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। আহরেন্স এটিকে সংজ্ঞায়িত করেছে:

"এল' এন্সেম্বল ডেস ইন্সিটিউট এট ডেস লইস ফন্দামেন্তালস, ডেসতাইন ইয়ারগ্লার এল' আক্সান ডে এল' অ্যাড মিনিস্ত্রেসান এট ডে তউস লেস সিটিএন্স।

(আহ্রেন কউরস: ডে *ড্রঅইট* ন্যাচারেল এবং সি. iii পৃষ্ঠা ৩৮০) (প্রশাসন এবং সমস্ত নাগরিকদের কর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান এবং মৌলিক আইন)।

গম্ভীর শব্দে প্রস্তাবনা পরবর্তীতে সংবিধানে যা দেওয়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার করে। প্রস্তাবনায় 'নাগরিক' বলতে সেসব ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যারা সংবিধানের অধীন ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং যারা পাবলিক অফিসে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং জনগণের সংসদ ও বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। তারা হলেন সেইসব ব্যক্তি যাদের সংবিধানের উদ্বোধনের সময় নাগরিক ঘোষণা করা হয়েছিল এবং যাদের নাগরিকদের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল এবং যাদের উপর তারা আইন দ্বারা ভূষিত হতে পারে।

অবশ্যই সংবিধান বিদেশীদের উপর কিছু অধিকার প্রদান করে এবং তাদের সহায়তা ও সুরক্ষা দেয় তবে প্রস্তাবনায় গ্যারান্টিটি শুধুমাত্র নাগরিকদের জন্য যারা রাজনৈতিক দেহে সম্পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করে।

তারপর "নাগরিকত্ব" শিরোনামের একটি বিশেষ অধ্যায় অনুসরণ করে। সেই অংশে সাতটি প্রবন্ধ রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৫ এই সংবিধানের সূচনা অনুষ্ঠানে কথা বলে। সেই অনুচ্ছেদটি 'ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহার করে কিন্তু প্রসঙ্গটি দেখায় যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছিল। ভারতের ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়

(ক) যিনি ভারতের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; বা

(খ) যার বাবা-মায়ের কেউ ভারতের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন বা

(গ) যিনি এই ধরনের আরম্ভ হওয়ার অবিলম্বে পাঁচ বছরের কম সময় ধরে ভারতের ভূখণ্ডে সাধারণভাবে বসবাস করছেন।

ব্যক্তি বা তার পিতামাতার জন্মের উল্লেখ স্পষ্টভাবে দেখায় যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছিল কারণ কর্পোরেশনগুলি রূপক অর্থে জন্মগ্রহণ করে, বাবা-মা নেই। একইভাবে, অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা প্রাকৃতিক ব্যক্তিদেরও বোঝায়। অনুচ্ছেদ ৭, ৮, ৯ এবং ১০ এত স্পষ্টভাবে একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির কথা বলে যাতে কোনও বিশদ বিবরণের প্রয়োজন হয় না। এটি অনুচ্ছেদ ১১ ত্যাগ করে যা সংসদকে নাগরিকত্ব অধিগ্রহণ এবং অবসানের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয় এবং নাগরিকত্ব সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে। সংবিধানের তফসিল VII এর তালিকার ১৭ এন্ট্রি দ্বারা সংসদকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই অনুচ্ছেদটি পুনরায় নিশ্চিত করে। আমরা বর্তমানে দেখতে পাব, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন স্পষ্টভাবে কোম্পানি ইত্যাদিকে এর বিধান থেকে বাদ দেয়। অনুচ্ছেদ ১১ বা এন্ট্রি নং ১৭ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা এর পরে এই প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে যে সংসদ নাগরিকত্ব দিয়ে কর্পোরেশন, প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট, তহবিল, জাহাজ বা বিমান বিনিয়োগ করতে পারে কিনা কিন্তু যতক্ষণ না পার্লামেন্ট তা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ২য় খণ্ডে 'নাগরিক' এবং 'নাগরিকতা' শব্দ দুটি যেকোন একটিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তা নির্দেশ করার মতো কিছুই নেই।

চতুর্থ অংশে 'নির্দেশমূলক নীতি' শিরোনামে 'নাগরিক' শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৯-এ এটি 'পুরুষ ও মহিলা' শব্দ দ্বারা যোগ্য যা সংযোজন তার নিজস্ব গল্প বলে। অনুচ্ছেদ ৪৪-এ রাজ্যকে সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সুরক্ষিত করার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে এবং এই শব্দের স্পষ্ট অর্থ পুরুষ ও মহিলা কারণ

এটা ভাবা অসম্ভব যে সংবিধান কর্পোরেশনগুলির জন্য একটি অভিন্ন সিভিল কোডের কথা ভাবছে। সংবিধানের অন্যান্য অংশে 'নাগরিকত্ব' হল কিছু পদ, পদ বা বিশেষ সুবিধার জন্য একটি শর্ত নজির। রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, গভর্নর, সংসদ সদস্য ও বিধানসভার সদস্যরা, সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারকদের অবশ্যই নাগরিক হতে হবে। সংসদ ও আইনসভার সদস্যরা ভারতের নাগরিক হওয়া বন্ধ করে বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করলে সদস্য হওয়া বন্ধ করে দেয়। 'নাগরিক' এবং 'নাগরিকতা' শব্দগুলি এইভাবে প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বোঝায় কারণ এই অফিসগুলি মোট কর্পোরেশন দ্বারা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। অনুচ্ছেদ ৩২৬ বলছে যে ২১ বছর বয়সী প্রতিটি নাগরিকের একটি ভোট আছে। এর মানে শুধুমাত্র একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি।

'মৌলিক অধিকার' শিরোনামে শুধুমাত্র তৃতীয় খণ্ড বাকি আছে। অনুচ্ছেদ ১৫ এবং ১৬-এ, শব্দটি স্পষ্টভাবে একজন স্বাভাবিক ব্যক্তিকে বোঝায়। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশ, জন্মস্থান এবং বাসস্থান শব্দগুলো একজন মানুষকে চিহ্নিত করে। অনুচ্ছেদ ১৮-তে যা শিরোনাম উল্লেখ করে, একজন স্বাভাবিক ব্যক্তিকে আবার বোঝানো হয়েছে কারণ শিরোনাম সাধারণত ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। অনুচ্ছেদ ২৯(১)-তে, যেখানে ভারতের ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিকদের তাদের নিজস্ব ভাষা, স্ক্রিপ্ট বা সংস্কৃতির অধিকার দেওয়া হয়েছে, এই শব্দটি অবশ্যই প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বোঝায়। ২৯(২)-তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশদ্বার নাগরিকদের জন্য নিশ্চিত করা হয় এবং প্রবেশকারী শুধুমাত্র একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি হতে পারে, কর্পোরেশন নয়।

উপরের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৪টি জায়গায় 'নাগরিক' এবং 'নাগরিকতা' শব্দগুলি প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম ব্যক্তিদের নয়। প্রশ্ন হল পঁয়ত্রিশতম স্থানে এই শব্দটি কর্পোরেশনের সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বোঝানো হয়েছে কিনা। এই উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে বিশেষ কিছু আছে কিনা যা শব্দের ভিন্ন ব্যবহারের দিকে নির্দেশ করে। অনুচ্ছেদ ১৯-এর উপ-ধারা (এ) থেকে (ই) প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের চিন্তা করে। দাবি হল যে 'নাগরিক' শব্দটি অবশ্যই ধারা (এফ) এবং (জি) এর ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন অর্থ বহন করবে কারণ কর্পোরেশনগুলি সম্পত্তি অর্জন করে, ধারণ করে এবং নিষ্পত্তি করে এবং ব্যবসা বা ব্যবসা চালায়। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে যদি বেশ কয়েকটি নাগরিক একটি নিগমিত সংস্থা হিসাবে একসাথে ব্যবসা চালিয়ে যায় তবে তারা নাগরিকদের দেওয়া গ্যারান্টি হারাতে পারে না এবং আমরা কোম্পানিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত শব্দটির অর্থ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত। উপরে দেখানো হয়েছে যে সংবিধানে 'নাগরিক' এবং 'নাগরিকত্ব' শব্দগুলি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে অন্তত ৩৪টি জায়গায় এমন উদ্দেশ্য ছিল না।

তবে এটা স্বীকার করা যেতে পারে যে এটি নিষ্পত্তিমূলক নয় এবং যদি কর্পোরেশনগুলি নাগরিকত্বের অধিকারী হতে পারে তবে সংবিধানকে উদারভাবে ব্যাখ্যা না করার জন্য তাদের অনুচ্ছেদ ১৯(১) এর ধারা (এফ) এবং (জি) এর সুবিধা দেওয়ার কোন কারণ নেই। এই উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে 'নাগরিক এবং নাগরিকত্ব' বলতে কী বোঝায় তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন এবং ঐতিহাসিকভাবে নাগরিকত্বের ধারণাটি খুঁজে বের করা প্রয়োজন যাতে এই ধারণাটি যে কোনো সময়ে কর্পোরেশনের মতো কৃত্রিম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না, যাতে শব্দটি এমন একটি অর্থ বহন করার উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে।

সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে 'নাগরিক' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। অনুচ্ছেদ ১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ খুঁজে বের করতে হবে। অনুচ্ছেদ ১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ খুঁজে বের করতে হবে, এর অর্থ হবে রাষ্ট্রের একজন সদস্য, জন্মগ্রহণ করা বা স্বাভাবিকীকৃত, যার উপর সংবিধান বা সংসদের আইন নাগরিকত্ব প্রদান করে। আইনে কি এমন একদল ব্যক্তির নাগরিকত্ব আছে যারা সকলেই নাগরিক হতে পারে বা যাদের মধ্যে কেউ কেউ অনাগরিক হতে পারে? উত্তর হল যে শব্দটি তার স্বাভাবিক অর্থে "একাধিক নাগরিকত্ব" স্বীকার করে না যা এটি বর্ণনা করার একমাত্র উপায়। স্যালমন্ড "নাগরিকত্ব এবং আনুগত্য" ১৯০১-১৯০২ আইন ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা অংশ । পৃষ্ঠা ২৭০-৮২-এর একটি অনুচ্ছেদে বলেছেন যে শব্দটি ল্যাটিন 'সিভিটাস' এবং 'সিভিস' থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে। আরও সরাসরি, অবশ্যই, মূলটি ফরাসি শব্দ 'সিটোয়েন' বা 'সিটিয়েন'-এ রয়েছে। আদিকাল থেকে, নাগরিকত্বের ধারণাটি প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত, ব্যক্তির গোষ্ঠীর সাথে নয়। প্রাচীন গ্রীসে, অ্যারিস্টটলের মতে, আটিকার জনসংখ্যা ভ্রাতৃত্ব (ফ্রাত্রিয়াই) এবং গোষ্ঠীর (জিন) গ্রুপে বিভক্ত ছিল। ভ্রাতৃত্বের দলগুলি উপজাতি (ফাইলাই) গঠন করে। সমগ্র নাগরিক এইভাবে দেহটি উপজাতি ও ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু ধনীরা গোষ্ঠী গঠন করেছিল। গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় যখন রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়, তখন ভ্রাতৃত্বের সদস্যদের নাগরিকত্ব শুধুমাত্র নামেই ছিল কারণ তাদের কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না। ড্রাকোনিয়ান সংস্কার সম্পদ অনুসারে চারটি শ্রেণী তৈরি করেছিল এবং সোলন দিয়েছিল চারটি শ্রেণী একটি রাজনৈতিক ক্ষমতা (ইক্কলেসিয়া) এবং একটি বিচারিক ক্ষমতা (হেলিয়াইয়া) মধ্যে কাজ করার অধিকার এবং এইভাবে 'জনগণের প্রথম চ্যাম্পিয়ন' খেতাব অর্জন করে। কিন্তু তার অধীনেও নাগরিকত্বের ধারণা ছিল অপরিণত। নাগরিকত্বের প্রথম স্বীকৃতি আসে ক্লিসথেনিসের মাধ্যমে

যার সংস্কারের অধীনে ভৌগলিক ভিত্তিতে জনসংখ্যার বণ্টন এবং বিশুদ্ধ বা আংশিক এথেনিয়ান বংশোদ্‌ভূত ব্যক্তিদের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। বাসিন্দা বিদেশীরা আন্তঃবিবাহ করেছিল এবং যদিও সেখানে বিদেশীদের আংশিক স্বীকৃতি ছিল, স্থায়ীভাবে এথেন্সে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করা হয়েছিল (আবাসিক) এমনকি পেসিসিরাটাসের দিন থেকে মিশ্র বিবাহের বংশধরদের নাগরিক হিসাবে কোন স্বীকৃতি ছিল না। এগুলি নাগরিকদের তালিকায় যুক্ত করা হয়েছিল কারণ নাগরিকত্ব আর ফ্র্যাট্রিদের সদস্যতার উপর নির্ভর করে না। পেরিক্লিস আলোকিত পরিমাপ বাতিল না করা পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। তিনি উভয় পক্ষের এথেনিয়ান বংশোদ্‌ভূতদের নাগরিকত্ব সীমিত করেছিলেন। তিনি আগে এলে থেমিস্টোক্লেসের মতো এথেন্সের কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিকে কেবল অফিস নয়, অন্যান্য নাগরিক অধিকার থেকেও বাধা দেওয়া হতো। এথেন্সের ইতিহাস আরও অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। এটা বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত যে স্পার্টা ব্যতীত গ্রীসের অন্যান্য রাজ্যগুলি এই ধরণের নাগরিকত্ব অনুসরণ করেছিল। স্পার্টানদের তাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা ছিল দুই রাজা এবং নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্বাচিত কাউন্সিল (জেরুসিয়া) যা উপদেষ্টা এবং বিচারিক উভয়ই ছিল। এখানে বিশের বেশি নাগরিকের একটি সমাবেশ ছিল যাকে অ্যাপেলা বলা হয় যা ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন করে এবং মাসিক বৈঠক করত। জেরুশিয়া নির্বাচনে ভোটের অধিকার এবং আপেলের সদস্যপদ তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল যারা জন্মের সময় স্পার্টিয়েট দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল। সমস্ত শিশু জন্মের সময় উপজাতির প্রধানদের দ্বারা পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং যারা অসুস্থ ছিল তাদের মাউন্ট টেগেটাসের একটি উপত্যকায় উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং অন্যদের মধ্যে যারা বাস করত সমস্ত ছেলেদের সাত বছর বয়সে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং নাগরিক হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত হেলেনিক রাজ্যগুলি এথেন্সকে অনুসরণ করেছিল কিন্তু ক্রিট সম্ভবত স্পার্টার দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

এটি নাগরিকত্বের প্রাথমিক স্বীকৃতি যা আমাদের ইউরোপে বিবেচনা করা দরকার। বিবেচনা করার পরেরটি হল রোমে নাগরিকত্বের ধারণা। 'সিভিটাস' এবং 'সিভিস' শব্দগুলি রোমান আইনে এমন ব্যক্তিদের বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল যাদের শহরের স্বাধীনতা ছিল এবং যারা সরকারের সমস্ত রাজনৈতিক ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করেছিল। এইভাবে একজন ক্রীতদাস (সার্ভাস), একজন শত্রু (হোস্টিস) যার একদিকে এই অধিকারগুলির কোনটিই ছিল না এবং একজন বিদেশী (পেরিগ্রিনাস) বিশেষ করে একটি দেশ থেকে যা রোম অন্য দিকে শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধের শর্তে ছিল, নাগরিকদের কাছ থেকে। যদিও জাস্টিনিয়ানের সময় সবাই

একজন নাগরিক হয়েছিলেন, যদি না তিনি একজন অমানুষিক দাস না হন, গাইউসের সময়ে নাগরিকত্ব ছিল রোমানদের বিশেষাধিকার এবং এর সাথে ভোটের অধিকার (জুস সাফ্রাগি) এবং পাবলিক অফিস রাখার অধিকার (জুস অনারাম) রোমান বিবাহের অধিকার (জুস কন্নুবিয়াম) এবং আইনি সম্পর্কের অধিকার (জুস কম্মেরিকাম)। একজন রোমান নাগরিকের পুত্রও একজন রোমান নাগরিক ছিলেন, যেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন না কেন। পেরেগ্রিনাসের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না যদি না সে একটি ল্যাটিন দেশের অন্তর্গত হয়। নাগরিক এবং লাতিনি এবং পেরেগ্রিনিদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন আইন ছিল। নাগরিকের মর্যাদা প্রথম দেওয়া হয়েছিল লাতিনিদের। পরবর্তীতে সব ফ্রি সাবজেক্ট সিভ হতে হত। কেবলমাত্র পেরেগ্রিনাস যারা বাকি ছিল তারা ছিল বিদেশী এবং বর্বর এবং তাদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না ঠিক যেমন কিছু বিশ্বাসঘাতক সম্প্রদায়ের সদস্য (ডিডিটিসি) এবং নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের (ডিপোর্টেটি) কোনও নাগরিক অধিকার ছিল না।

এইভাবে গ্রীস এবং রোম উভয় ক্ষেত্রেই নাগরিকত্বের ধারণাটি প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের সাথে আবদ্ধ ছিল যাদের মধ্যে কিছু নাগরিক অধিকারকে উত্তরাধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হত এবং যা তাদের অন্যদের থেকে চিহ্নিত করে। কখনও বংশ, কখনও সম্পদ, কখনও পদমর্যাদা, সামরিক বা অন্য, বিশেষাধিকার নির্ধারণ করে কিন্তু কোন সময়েই একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি ছাড়া কারো নাগরিকত্বের ধারণা ছিল না। রোমান আইনে নাগরিকত্ব একটি রোমান নাগরিকের একটি সন্তানের জন্মের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল।

এ পর্যন্ত আমরা নাগরিকত্ব নিয়ে কাজ করেছি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নাগরিক অধিকারের সাথে রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের এই সদস্যপদ দ্বৈত মর্যাদা বহন করতে শুরু করে: একটি মর্যাদা ছিল রাজনৈতিক এবং অন্যটি নাগরিক। রোমান আইনের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্য ইউরোপে দ্বৈত মর্যাদা এসেছিল এবং আংশিকভাবে সামন্ততান্ত্রিক "ভাসালাজের" বৃদ্ধির কারণে হয়েছিল যার দ্বারা 'গোষ্ঠী' দ্বারা গঠিত জাতিগুলি সামন্ততান্ত্রিক প্রধানদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সামন্ত প্রভু যতদিন তার অনুসারী জমি ধারণ করত বা তার আইন অনুযায়ী সেবা করত ততদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে বংশের সাথে চিন্তা করতেন না। এই ধরনের আইন বিদেশীদের জন্য প্রযোজ্য নয় কিন্তু বিদেশীরা যদি জমি বা চ্যাটেল রাখে বা সেবা প্রদান করে তবে তিনি সমানভাবে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু মূল কারণ ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব। একজন ব্যক্তিকে দুটি ক্ষমতায় দেখা হতে শুরু করে। প্রথমত, তাকে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল

(একটি রাজনৈতিক মর্যাদা) এবং দ্বিতীয়ত একজন ব্যক্তি হিসাবে তার নিজের রাজ্যে (একটি নাগরিক মর্যাদা) নির্দিষ্ট অধিকার এবং বিশেষাধিকারের অধিকারী। উভয়ই একটি নির্দিষ্ট রাজ্য বা অঞ্চলের বন্ধন থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে তবে এটি বলা ভুল হবে যে 'জাতীয়তা' শব্দটি নাগরিক মর্যাদাকে বর্ণনা করে। 'জাতীয়তা' শব্দটি একটি জাতিগত গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদস্যতাকে নির্দেশ করে তা অনেক পরের শব্দ। এম. কগরদান (লা নাসানালাইত পৃষ্ঠা ২) শব্দের উৎপত্তি দিয়েছেন এবং ডিক্সানারি ডে এল, একাডেমিই ফ্রান্সাইস এটি প্রথমবারের মতো ১৮৩৫ সালে আবির্ভূত হয়। এমনকি কোড নেপোলিয়ন বিদেশে ফরাসীদের অবস্থা সম্পর্কিত নিয়মগুলি নিয়ে কাজ করেছিল কিন্তু ফ্রান্সে বিদেশীদের মর্যাদা প্রদান করেনি। একজন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য আইনের পরীক্ষা হিসাবে জাতীয়তার স্বীকৃতি ১৮৫১ সালে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানসিনির বিখ্যাত বক্‌তৃতা অনুসরণ করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব একজন নাগরিকের কাছে থাকা নাগরিক অধিকারে যোগ করে তাকে একটি রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়ে বিনিয়োগ করে যা সে বিদেশে দাবি করতে পারে। 'জাতীয়তা' শব্দটি এখন দুটি স্বতন্ত্র অর্থ অর্জন করতে এসেছে- একটি রাজনৈতিক যার দ্বারা একটি রাষ্ট্রের সদস্যপদ নির্দেশ করা হয় এবং অন্যটি একটি জাতিগত অর্থ যা একটি জাতির সদস্যপদকে নির্দেশ করে। এই সমস্ত সময়ে নাগরিকত্ব বলতে একটি রাজ্যের সদস্যপদও বোঝায় তবে একটি পৌরসভার দিক থেকে। এই অর্থে, 'জাতীয়' এবং 'নাগরিক' শব্দগুলি বিনিময়যোগ্য নয় যেমনটি কখনও কখনও অনুমিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক ল ৪১৪ (৮২ তম কংগ্রেস, ২ য় অধিবেশন) ৩০৮ অনুচ্ছেদে "জাতীয় কিন্তু জন্মের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নয়" অভিহিত করা হয়েছে। উইস জাতীয়তা এবং নাগরিকত্ব অনুযায়ী পি. ৫:

> "আমেরিকান ন্যাশনাল শব্দটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানির মধ্যে মিশ্র দাবি কমিশনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নং V-তে স্বীকৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের চেয়ে ব্যাপক অর্থ রয়েছে (সিদ্ধান্ত এবং মতামত ভলিউম ১ পৃ. ১৮-১৯; হ্যাকওয়ার্থ ডাইজেস্ট আন্তর্জাতিক আইন, ভলিউম ।।। পৃষ্ঠা ৫; বার্ষিক ডাইজেস্ট, ১৯২৩-২৪, কেস নং ১০০)।"

ওয়েইস নেদারল্যান্ডস, হন্‌ডুরাস, নিকারাগুয়া এবং রুমানিয়ার সংবিধানে দুটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের উদাহরণ দিয়েছেন। এমনকি ইউনাইটেডেও স্টেটস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট, ১৯৫২, এই পার্থক্যটি সংরক্ষিত। এই দ্বৈত অবস্থা যা এই ক্ষেত্রে সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি করেছে লর্ড ওয়েস্টবারি দ্বারা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে

উদনি বনাম উদনি (১)-তে, এই বলে যে রাজনৈতিক মর্যাদা:

"বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আইনের উপর নির্ভর করতে পারে, যেখানে সিভিল স্ট্যাটাস সার্বজনীনভাবে একটি একক নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যথা আবাসিক, যা নাগরিক মর্যাদা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড। কারণ এই ভিত্তিতেই দলের ব্যক্তিগত অধিকার, অর্থাৎ যে আইন তার সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু, তার বিবাহ, উত্তরাধিকার, উইল বা ইন্টেস্ট্যাসি নির্ধারণ করে, তার উপর নির্ভর করতে হবে।"

এইভাবে, মধ্যযুগে, এটি উপলব্ধি করা শুরু হয়েছিল যে ব্যক্তিদের আইনী ব্যক্তিত্ব একটি রাজনৈতিক মর্যাদা এবং একটি নাগরিক মর্যাদার সমন্বয়ে গঠিত। একজন ব্যক্তির পক্ষে রাজনৈতিক মর্যাদা থাকা সম্ভব ছিল কিন্তু নাগরিক মর্যাদা নয়, অর্থাৎ তিনি একজন জাতীয় হতে পারেন কিন্তু নাগরিক নন কিন্তু রাজনৈতিক মর্যাদা ছাড়া নাগরিক কল্পনা করা কঠিন। এই রাজনৈতিক মর্যাদা দুটি ভিন্ন তত্ত্ব অনুসারে নির্ধারিত হয়েছিল। একটি ছিল বংশদ্ভুত তত্ত্ব (জুস স্যাঙ্গুইনিস) এবং অন্যটি আবাসিক তত্ত্ব (জুস সোলি)। ইউরোপীয় দেশগুলি পূর্বের এবং সাধারণ আইনের দেশগুলিকে মর্যাদা নির্ধারণের জন্য পরবর্তী প্রয়োগ করেছিল। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে রোমান আইন অনুসারে একজন রোমান নাগরিকের পুত্রও একজন রোমান নাগরিক এবং তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা বিবেচ্য নয় এবং এটি ছিল মধ্য ইউরোপে স্বীকৃত তত্ত্ব। সাধারণ আইন দেশগুলিতে (এবং আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত) রাজার অঞ্চলে জন্ম (জুস সলি) রাজনৈতিক পাশাপাশি নাগরিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। ভূখণ্ডের বাইরের নাগরিক বা বিষয়ের বংশোদ্ভূত বিধিবদ্ধভাবে স্বীকৃত ছিল। তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় থেকে সংবিধিগুলি ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক ও নাগরিক মর্যাদা অর্জনের একটি পদ্ধতি হিসাবে বংশদ্ভুতকে স্বীকৃত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বংশদ্ভুত নীতিটিও বিধিবদ্ধভাবে স্বীকৃত ছিল এমন শিশুদের ক্ষেত্রে ছাড়া যাদের পিতামাতারা যদিও নাগরিকরা কখনও রাজ্যে বসবাস করেননি, তবে শাসক তত্ত্বটি রাজ্যের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিল।

আমি মনে করি, আমি যথেষ্ট ব্যাখ্যা করেছি যে নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে একই ধারণা নয় যদিও শব্দগুলি মাঝে মাঝে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয় সত্য যে অধিকাংশ নাগরিকও নাগরিক এবং তদ্বিপরীত। কিন্তু কঠোরভাবে বলতে গেলে নাগরিকত্ব:

----

(১) এল.আর. ১ এইচ.এল. এস.সি. ৪৪১।

"পৌরসভা আইনের একটি শব্দ, এবং পূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নির্দিষ্ট রাজ্যের মধ্যে দখলকে বোঝায়, সংখ্যালঘু বা লিঙ্গের মতো বিশেষ অযোগ্যতা সাপেক্ষে। নাগরিকত্ব যে শর্তে অর্জিত হয় তা পৌর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়

জে.বি. মুর (ডাইজেস্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ল ভলিউম ।।। (১৯০৬) পৃ. ২৭৩।)

অতীতে এবং এমনকি আজও নাগরিকত্বের অযোগ্যতা দেশ থেকে দেশে অনেক এবং ভিন্ন। তাদের মধ্যে কয়েকটি যা আজও বিভিন্ন দেশে কাজ করে: সংখ্যালঘু, ধর্মদ্রোহীতা, রঙ, বসতি স্থাপনের অভাব, দেউলিয়াত্ব, কুখ্যাতি, রাষ্ট্রদ্রোহ, লিঙ্গ ইত্যাদি।

আমি ভাবছি নাগরিকত্বের দাবিকে সমর্থন করার জন্য এই ক্ষেত্রে যুক্তি কী হত যদি আমাদের সংবিধান ব্লান্টশলির সাথে চিন্তা করত (ডাই লেহরে ভোম মডারনেন স্ত্রাট, i, পৃষ্ঠা. ২৪৬) "ডে পলিটিক ইষ্ট সাচে ডেস মান্নেস"।

এইভাবে দেখা যাবে যে নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তার ধারণাগুলি বংশ দ্বারা বা একটি নির্দিষ্ট স্থানে জন্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের মতো কিছু দেশ বংশদ্ভুতকে স্বীকৃতি দেয় না কারণ, এটি যুক্তিযুক্ত, এটি করার ফলে প্রাক্তন নাগরিকদের পরবর্তী প্রজন্মকে তারা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে সক্ষম করে, ভূখণ্ডের বাইরে থাকাকালীন তারা যে দেশের নাগরিক তারা অবদান রাখে না। কিছু দেশ উভয় নীতিকে স্বীকৃতি দেয় তবে বংশদ্ভুত সমস্যার পদ্ধতির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিছু দেশে, নাগরিকত্ব বিদেশে বসবাসকারী একজন নাগরিক-পিতা থেকে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অন্যদের মধ্যে এই জাতীয় বংশোদ্ভূত নাতি-নাতনি পর্যন্ত প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে ১৯১৪ সালের আইনের আগে নির্দিষ্ট কিছু বিধিগুলি প্রাকৃতিকভাবে জন্মগ্রহণকারী বিষয়ের বিদেশে জন্মগ্রহণকারী নাতি-নাতনিদের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তা প্রদান করেছিল, যখন ফরাসি প্রাকৃতিককরণ আইন (১৮৮৯) শুধুমাত্র ফ্রান্সে জন্মগ্রহণকারী পিতার ফ্রান্সে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের এবং ফরাসী পিতার বিদেশে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের জন্য। পূর্বের জার্মান আইন শুধুমাত্র বংশদ্ভুত নীতি মেনে চলত কিন্তু পরে বিবাহ, স্বাভাবিকীকরণ ইত্যাদি স্বীকৃত হয়। ইতালিতে পিতার দীর্ঘকাল বসবাস এবং ইতালিতে তার আবাস যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। আজ জাতীয়তা ধরে নিয়েছে-

----

*রাজনীতি পুরুষের চিন্তার বিষয়।

প্রচুর গুরুত্ব এবং দ্বৈত জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রহীনতার নীতিগুলি প্রাক্তন কিছু তত্ত্ব আচ্ছাদিত করেছে এবং কগরদন এর বিবৃতি ***"কিউই টাউট হোমই ডঅইত পসসেডার উনি ন্যাশানালাত*"*** অনেক রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির কারণে আর সত্য নয়।

নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আশা করি, নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তা সম্পর্কে আমার বক্তব্য যথেষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি আজ পর্যন্ত প্রাচীনতম সময়গুলিকে প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা হয়েছে। যাইহোক, আমরা অন্যান্য মানুষ বা জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে উদ্বিগ্ন নই। আমরা শুধুমাত্র এই বিষয়ে আমাদের আইন নিয়ে উদ্বিগ্ন। ১৮৮৯ সালের ফরাসি ন্যাচারালাইজেশন আইন ইংরেজী আইন থেকে ভিন্ন হলে, স্যার জেমস ফার্গুসন সংসদে আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শে বলেছিলেন যে ইংরেজ এবং ফরাসি আইন ভিন্ন হলে কোন সাহায্য নেই এবং প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব আইনের অধিকারী ছিল। এইভাবে আমাদের দেখতে হবে কীভাবে আমাদের নিজস্ব নাগরিকত্ব বিকশিত হয়েছে এবং কারা নাগরিক এবং নাগরিকত্ব নিয়ে অন্যদের বিনিয়োগের জন্য আরও কী ব্যবস্থা রয়েছে।

ভারত যেহেতু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্রিটেন দ্বারা শাসিত ছিল, আমাদের স্বাধীনতার আগে নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তার বিষয়ে আইনগুলি পরীক্ষা করতে হবে। ভারতে কোন নাগরিকত্ব আইন ছিল না। ইন্ডিয়ান ন্যাচারালাইজেশন অ্যাক্ট ছিল শুধুমাত্র ইম্পেরিয়াল অ্যাক্টের পরিপূরক এবং খুব কমই প্রয়োজন ছিল। আমি আগেই বলেছি যে ইংরেজরা সাধারণ আইন জুস সোলির নীতিকে স্বীকৃত করেছে কিন্তু ইংরেজী সংবিধি আইন (বিশেষ করে ১৮৭০ সালের ন্যাচারালাইজেশন অ্যাক্ট) বংশোদ্‌ভূত ব্যক্তিদের ব্রিটিশ জাতীয়তা প্রদানের স্বীকৃতি দিয়েছে,

(ক) গ্রেট ব্রিটেন বা ডোমিনিয়নে জন্মগ্রহণ (জুস সোলি)

(খ) জন্মগ্রহণকারী প্রাকৃতিক জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ প্রজাদের বংশধরের দ্বিতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত এবং অন্তর্ভুক্ত বিদেশে; এবং

(c) প্রাকৃতিকীকরণ, ডেনাইজেশান এবং পুনঃসূচনা দ্বারা।

এই বিষয়ে বিধিগুলি ক্লাইভ প্যারি তার জাতীয়তা এবং নাগরিকত্ব আইনে সংগ্রহ করেছেন এবং এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই কারণ আমরা আমাদের আইনের পটভূমি ছাড়া তাদের সাথে সত্যিই উদ্বিগ্ন নই। ১৯১৪ সালে, ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যান্ড স্ট্যাটাস অফ বিদেশী অ্যাক্ট,

*প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যই একটি জাতীয়তা থাকতে হবে।

১৯১৪ পাস করা হয়েছিল যা পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সংশোধন করা হয়েছিল। সেই আইনে একটি প্রাকৃতিক-জন্মকৃত ব্রিটিশ বিষয়ের সংজ্ঞা সেই ব্যক্তিদের শ্রেণি দেখায় যারা জন্মগতভাবে ব্রিটিশ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। 'বিষয়' শব্দটিকে অশুভ অর্থে বিবেচনা করার দরকার নেই। এটি কেবল একজন নাগরিককে বোঝায় যদিও বশ্যতার সামন্তবাদী ধারণা শব্দটিতে টিকে থাকে বলে মনে হয়। ১৯৪৩ সালে সংশোধিত ১৯১৪ সালের আইনটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্থান করেছিল এবং এটি ছিল প্রথম বিদেশী বংশোদ্ভূত প্রজন্মের জন্মের উপর ব্রিটিশ জাতীয়তার সীমাবদ্ধতা। ১৯৪৩ সালে সংশোধিত ১৯১৪ সালের আইনটি ব্রিটিশ জাতীয়তা আইন, ১৯৪৮ পাস না হওয়া পর্যন্ত ক্ষেত্রটি শাসন করে। ততদিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিবর্তনের সাথে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত প্রজাদের সমস্যা একটি বিপর্যয়মূলক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। কমনওয়েলথ নাগরিকত্ব নামে একটি নতুন ধারণা স্বীকৃত হয়েছিল কিন্তু এটা স্পষ্ট যে কমনওয়েলথ দেশগুলির সদস্যরা তাদের নিজস্ব নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তা আইন প্রণয়ন করতে চলেছে। ১৯৪৮ সালের আইন দুটি জিনিস করেছে যা নিয়ে আমরা আছি উদ্বিগ্ন এটি এমন নিয়ম তৈরি করেছিল যার দ্বারা ব্রিটিশ প্রজাদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল সেই ব্যক্তিদের যারা আইনে নাম দেওয়া নির্দিষ্ট দেশের নাগরিক ছিলেন। ভারত ছিল এই ধরনের দেশগুলির মধ্যে একটি। এই নতুন নাগরিকত্ব ছিল কমন-ওয়েলথ নাগরিকত্ব। এটিতে অন্তর্বর্তীকালীন বিধানও ছিল এবং ধারা ১২(৪)-তে প্রদান করা হয়েছে:

> ধারা ১২(৪)ঃ- একজন ব্যক্তি যিনি এই আইনের প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে একজন ব্রিটিশ প্রজা ছিলেন এবং এই ধারার পূর্বোক্ত বিধানগুলির কোনোটির ভিত্তিতে এটি যুক্তরাজ্য এবং উপনিবেশের নাগরিক হয়ে ওঠে না, সেই তারিখে এমন একজন নাগরিক হতে হবে যদি না-
>
> (ক) তারপরে তিনি এই আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যে কোনও দেশের নাগরিক বা সেই দেশে কার্যকর নাগরিকত্ব আইনের অধীনে একজন নাগরিক বা উত্তরাধিকারের নাগরিক; বা
>
> (খ) তিনি তখন সম্ভাব্যভাবে এই আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যেকোনো দেশের নাগরিক।

কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে একটি (কানাডা) ইতিমধ্যেই এই জাতীয় আইন ছিল তবে অন্যরা পরে অবিলম্বে অনুসরণ করেছিল। ভারত পিছিয়ে পড়ে এবং নাগরিকত্ব আইন সংবিধানে এবং ১৯৫৫ সালের আইনে এসেছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০

সালের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকরা কেবল সম্ভাব্যই ছিল। যদিও তারা কমনওয়েলথ নাগরিকত্ব উপভোগ করেছিল যা কার্যকরীভাবে ব্রিটিশ বিষয়ের সমার্থক ছিল কিন্তু 'পূর্ণ জাতিসত্তা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কিছু দেশের জন্য এটি বেশি উপযুক্ত ছিল।' এইভাবে ১৯৪৮ সালের ইংরেজী আইনের ধারা ১ এর ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারতে প্রত্যেক ভারতীয় এবং ভারতীয় রাজ্যে প্রত্যেক ভারতীয় একজন সুরক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে কমনওয়েলথ নাগরিকত্ব উপভোগ করেছিল। অবশ্যই এই নাগরিকত্ব অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না ভারত তার নিজস্ব নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করে এবং তারপরে যদি এই নাগরিকত্ব সংরক্ষণের জন্য একটি সাধারণ ধারা থাকে এবং যদি কমনওয়েলথ নাগরিকত্বের একটি স্পষ্ট বাতিল হয়ে যায় তবে তা বন্ধ হয়ে যাবে। ১৯৪৮ সালের ইংরেজী আইনের অধীনে, ভারতীয়রা নাগরিকত্ব ছাড়াই কমনওয়েলথ নাগরিক বা ব্রিটিশ বিষয় হয়ে ওঠে এবং ভারতের সম্ভাব্য নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সংবিধান সংবিধানের উদ্বোধনের সময় নাগরিকত্বের বিধান করেছিল কিন্তু এটি ব্রিটিশ জাতীয়তা আইন, ১৯৪৮-এর উদ্দেশ্যে একটি আইন ছিল না। এটি কেবলমাত্র ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ থেকে নির্দিষ্ট কিছু প্রাকৃতিক ব্যক্তিকে ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল।

যতদূর আমরা উদ্বিগ্ন এটি একটি বিরতি তৈরি করেছিল কারণ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০-এ ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রকল্পটি পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। সংবিধানে কোন সন্দেহ নেই যে সেই তারিখে কারা ভারতীয় নাগরিক ছিল কিন্তু ১৯৪৮ সালের ইংরেজী আইন দ্বারা বিবেচনা করা নাগরিকত্ব আইন না থাকলে নাগরিকত্ব ছাড়াই ব্রিটিশ বিষয়ের মর্যাদা যাকে ভালভাবে কমনওয়েলথ নাগরিকত্ব বলা হত "উপাসিত হতে পারে না"। ফলস্বরূপ, ক্লাইভ প্যারির ভাষায়,

> "ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রকল্পের সমাপ্তির মুলতুবি থাকা, যে সমস্ত ব্যক্তিরা ভারতের সম্ভাব্য নাগরিক ছিলেন কিন্তু এর নাগরিক নন তারা যুক্তরাজ্যের চোখে নাগরিকত্ব ছাড়াই ব্রিটিশ প্রজা রয়ে গেছেন।"

সন্দেহ নেই ১৯৫৫ সালে, ভারতীয় সংসদ কর্তৃক নাগরিকত্ব আইন প্রণীত হয়েছিল। কিছু লেখক মনে করেন যে এমনকি এটি ১৯৪৮ সালের ইংরেজি আইন দ্বারা বিবেচনা করা নাগরিকত্ব আইন নয়। এটি পরীক্ষাটি পূরণ করবে কি না, এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ এটি কর্পোরেশনের অবস্থাকে প্রভাবিত করে না। এর বিধানগুলি 'ব্যক্তিদের' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আইনে 'ব্যক্তি' শব্দের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে বাদ দেয় "কোন কোম্পানি বা সংস্থা বা ব্যক্তিদের সংস্থা, নিগমিত হোক বা না হোক।"

আমি সেই নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি যেভাবে দেশ থেকে দেশে দেখা হয়েছে এবং এক সময় থেকে অন্য সময় প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। আমার দ্বারা বর্ণিত নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তা অর্জনের পদ্ধতি প্রশংসনীয়ভাবে মারভিন জোনস তার বই "ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি ল" তে ৯ পৃষ্ঠায় একটি বংশের আকারে তুলে ধরেছেন যা দেখা যেতে পারে। এখানে কৃত্রিম ব্যক্তিদের জন্য কোন জায়গা নেই তা বোঝার জন্য বংশের বিভিন্ন শিরোনাম পড়াই যথেষ্ট। মিঃ সেটালভাদের যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি কৌতূহলী পরিস্থিতির জন্ম দেয়। যদি কর্পোরেশনগুলি আমাদের সংবিধানের অবিলম্বে নাগরিকত্বের অধিকারী হয় তবে তারা ১৯৪৮ সালের ইংরেজি আইনের অধীনে নাগরিক হবে, অর্থাৎ, নাগরিকত্ব ছাড়াই ব্রিটিশ প্রজা বা কমনওয়েলথ নাগরিক এবং শুধুমাত্র ভারতের সম্ভাব্য নাগরিক। ভারতীয় সংবিধান নাগরিকত্ব সম্পর্কিত বিধানগুলিতে কৃত্রিম ব্যক্তিদের নয়, প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের সাথে মোকাবিলা করেছে এবং কর্পোরেশনগুলির অবস্থা সেই বিধানগুলির দ্বারা বিঘ্নিত হয়নি। যখন নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ সালে প্রণীত হয়েছিল, তখন এটি ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ থেকে কথা বলা শুরু করেছিল এবং এটি কর্পোরেশনগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে তবে এটি তাদের বাদ দিয়েছিল। সুতরাং কর্পোরেশনগুলি উপভোগ করার মতো কোনও নাগরিকত্ব থাকলে তা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। কর্পোরেশনগুলি, যদি আদৌ, তাহলে এইভাবে কমনওয়েলথ নাগরিক হবে, ভারতীয় নাগরিক নয় কারণ কোনো আইন তাদের ভারতীয় নাগরিক করেনি। তবে কর্পোরেশনগুলি আগেও নাগরিকত্ব উপভোগ করত এই মূল যুক্তিটি আমি গ্রহণ করি না, কারণ আমি যে অর্থে নাগরিকত্ব ব্যাখ্যা করেছি, সেখানে কৃত্রিম ব্যক্তির জন্য কোনও স্থান নেই।

এখানে যে যুক্তিটি প্রত্যাহার করা হয়েছে তা আইনের শাসনের উল্লেখ করে সমর্থন করার চেষ্টা করা হয়েছে যার অধীনে কর্পোরেশনগুলিকে জাতীয়তার অধিকারী বলা হয়। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাকে নাগরিকের মর্যাদার সাথে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। সেই জাতীয়তা বলতে কী বোঝায় তা পরে দেখা যেতে পারে। সাধারণত কর্পোরেশনগুলিকে আইন দ্বারা এমন ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যারা মামলা করতে পারে বা মামলা করতে পারে। কর্পোরেশনগুলিও সম্পত্তির মালিক, ব্যবসা বা বাণিজ্য চালিয়ে যায়। তবে এটা ভাবা যায় না যে কর্পোরেশনগুলির অবশ্যই আদালতে প্রবেশাধিকার রয়েছে। আদালত অবশ্যই প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত এবং কর্পোরেশনের মতো 'অস্পষ্ট ধারণা'র জন্য নয়। আইন কর্পোরেশনগুলিকে এই অধিকার না দিলে তারা মামলা করতে পারে না বা মামলা করতে পারে না। আইন যা করে তা হল কর্পোরেশন বিনিয়োগ করা-

একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সাথে এবং মামলা করার অধিকার সহ এবং মামলা করার অক্ষমতা সহ। সাধারণত এই ধরনের অধিকার এবং অক্ষমতাগুলি 'ব্যক্তিদের' সাথে সংযুক্ত থাকে তবে সেই শব্দটিকে কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি বর্ধিত অর্থ দেওয়া হয়। এইভাবে আইন একটি একতা এবং ব্যক্তিত্বের সাথে একটি অস্পষ্ট সংস্থাকে বিনিয়োগ করে এবং মামলা করতে বা মামলা করতে সক্ষম একজন আইনি ব্যক্তি তৈরি করে। বিদেশী কর্পোরেশনগুলি বিভিন্ন জাতির দ্বারা একই সুবিধা ভোগ করে এবং মামলা করে এবং মামলাও করে। কর্পোরেশনগুলি প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের সাথে ভাগ করে নেওয়া এই সুযোগ-সুবিধাগুলি তাদের 'নাগরিক' করে তোলে না যা পৌর আইন নাগরিকদের দেয় অন্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী করে। অন্য কথায় কর্পোরেশনগুলি মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে কেবলমাত্র সেই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে যা সেই আইন স্পষ্টভাবে তাদের প্রদান করে।

এটা অবশ্য অনস্বীকার্য যে আইনের চোখে কর্পোরেশনের অস্তিত্ব আছে। আইন আরও উল্লেখ করে যে কর্পোরেশনগুলির একটি আবাস এবং একটি বাসস্থান রয়েছে। আইন এছাড়াও কর্পোরেশনের একটি জাতীয়তা আছে স্বীকার করে। আইন বলতে কি বুঝায়? একটি কর্পোরেশনের জাতীয়তার ধারণাটি তুলনামূলকভাবে নতুন এবং এটি সত্যিই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিকশিত হয়েছিল। কর্পোরেশনগুলির জাতীয়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের সামনে 'দাবীর জাতীয়তা' নীতি প্রয়োগ করা বা 'জাতীয়দের' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন চুক্তিগুলি কার্যকর করার প্রয়োজন হয়। স্টার্ক দেখুন (আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ২৫৬)। স্টার্ক উল্লেখ করেছেন যে কর্পোরেশনগুলির জাতীয়তা নিশ্চিত করার জন্য যে পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করা হবে সেগুলির বিষয়ে মতামতের কোনও ঐক্য নেই। ক্লাইভ প্যারি এই জাতীয়তাকে স্বীকৃতি দেন না এবং এটিকে আধা-জাতীয়তা বলেন। এই প্রসঙ্গে 'জাতীয়তা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমি এখন ব্যাখ্যা করব।

কর্পোরেশনের জাতীয়তা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব রয়েছে যা আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল। হিলটন ইয়াং ২২ হার্ভার্ড ল রিভিউ পি. ২, প্রথমে চারটি প্রধান তত্ত্ব ছিল। প্রথম তত্ত্বটি একটি কর্পোরেশনকে রাষ্ট্রের জাতীয় হিসাবে দেখেছিল যেখানে এর সদস্য বা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বা রাজধানীর বৃহত্তর অংশের মালিক ছিলেন, নাগরিক ছিলেন। এই তত্ত্বটি 'কর্পোরেশন' শব্দটিকে 'কর্পোরেটরদের জন্য একটি সম্মিলিত নাম' হিসাবে বিবেচনা করে, কর্পোরেট পর্দা এমন গসামার টেক্সচার হিসাবে বিবেচিত হয় যাতে প্রায় কিছুই লুকানো যায় না। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন সোমিয়েরেস এবং মোরাওয়েটজ সর্বত্র সমালোচিত হয়েছিল

এবং বিশেষ করে মেটল্যান্ড দ্বারা এবং পরিত্যক্ত হয়েছিল কারণ এটি জাতীয়তাকে দুর্ঘটনার বিষয় এবং দিনে দিনে পরিবর্তনের জন্য দায়ী। দ্বিতীয় তত্ত্বটি জাতীয়তাকে রাষ্ট্রের জাতীয়তা দ্বারা নির্ধারিত হিসাবে বিবেচনা করে যার অধীনে এটি তৈরি হয়েছিল। ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এটি মেনে চলে কিন্তু ইংল্যান্ড এই তত্ত্বটি আবাসিক বিবেচনার দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে বলা যেতে পারে। জার্মানরা এই তত্ত্বটিকে গ্রুন্ড্বুংস্টোরি বলে যেটি জন্মস্থানের তত্ত্ব। তত্ত্বের বড় নাম আছে এর পিছনে- ক্যালভো, ফিওরে, পিনউ, ওয়েইস ইত্যাদি। এই তত্ত্বটি এমন কর্পোরেশনগুলিকে আচ্ছাদিত করার জন্য অপর্যাপ্ত যেগুলি রাজ্য দ্বারা অনুমোদিত নয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'বহির্দেশীয় পরিষেবাতে অন্তর্নিহিত সম্মতি'-এর একটি তত্ত্ব উদ্ভাবনের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। তৃতীয় তত্ত্বটি বিবেচনা করে যে একটি কর্পোরেশন সেই স্থানের জাতীয়তা অর্জন করে যেখানে তার কাজ বা তার কোন কাজ সম্পাদিত হয়। এই তত্ত্বটি আইনজীবীদের দ্বারা সর্বজনীনভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে এটি ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কংগ্রেসে ব্যবসায়ীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এই তত্ত্বের অধীনে ইচ্ছামত জাতীয়তা পরিবর্তন করা যেতে পারে। স্পষ্টতই বিভিন্ন দেশে একযোগে কর্মের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ তত্ত্বটি বিবেচনা করে যে কর্পোরেশনগুলি আবাসিক যেখানে তাদের একটি স্থায়ী বাড়ি আছে। এই তত্ত্বটি ভন বার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যিনি মনে করেছিলেন যে যদিও আইনবাদী ব্যক্তিরা জুরে সাঙ্গুইনিস বা জুরে সোলি জাতীয় হতে পারে না, তবে তারা আবাসিকভাবে নাগরিক হতে পারে। প্রধান বিচারপতি ট্যানি এই বলে চিন্তার সংক্ষিপ্তসার করেছেন যে "একটি কর্পোরেশনকে তার সৃষ্টির জায়গায় থাকতে হবে এবং অন্য সার্বভৌমত্বে স্থানান্তর করতে পারে না"। ব্যাঙ্ক অফ অগাস্টা বনাম এরলে (১)। একটি কর্পোরেশনের আবাসনের একাধিক ভিত্তি রয়েছে। এটি সার্বভৌম এর অঞ্চল দ্বারা বা সনদ বা অন্যান্য গঠনমূলক নথি দ্বারা বা কর্পোরেশন তার কার্য সম্পাদন করে বা তার প্রশাসনিক ব্যবসার প্রকৃত কেন্দ্র দ্বারা স্থির করা যেতে পারে।

ইংরেজি আইন জাতীয়তাকে আবাসের উপর নির্ভরশীল হিসাবে বিবেচনা করে এবং প্রথমে একটি কর্পোরেশনকে একটি রাজ্যের জাতীয় হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়বস্তু ছিল যেখানে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কর্পোরেশনের আইনের ইতিহাসের দিকে এক নজরে দেখা যায়

--- -

(১) [১৮৩৯] ১ পেট. ৫১৯, ৫৮৮-১০ এল. এড. ২৭৪।

যে পরবর্তী বছরগুলিতে এই থিমের একটি ভিন্নতা রয়েছে। শুধুমাত্র এখতিয়ার এবং আইনের উদ্দেশ্যে ইংরেজী সাধারণ আইনে আবাসিক ধারণাটি গৃহীত হয়েছিল। একটি কর্পোরেশনের আবাসস্থল, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে এবং এই বাসস্থানটি পরিবর্তনযোগ্য ছিল না যদিও লর্ড সেন্ট লিওনার্ডস ক্যারন আয়রন কোং বনাম ম্যাকলারেন(১) এর বিপরীত মত পোষণ করেছিলেন। একইভাবে এটি ধরা হয়েছিল যে একটি কর্পোরেশনের একটি বাসস্থান ছিল যদিও এটি তার বাসস্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং এমনকি নির্দিষ্ট আইনের অধীনে একাধিক বাসস্থান থাকতে পারে। তাহলে জাতীয়তা কিসের উপর নির্ভর করে? ইংলিশ কমন ল অনুসারে ইংরেজী আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কর্পোরেশনের ব্রিটিশ জাতীয়তা ছিল এবং এর সদস্যরা ভিন্ন জাতীয়তা ধারণ করলে তাতে কিছু যায় আসে না। একটি কর্পোরেশন যা ব্রিটিশ জাতীয়তা ছিল না একটি বিদেশী কর্পোরেশন। অনেক ইউরোপীয় দেশ বিশেষ করে ফ্রান্সের আইন অনুসারে, জাতীয়তা সামাজিক অবরোধের উপর নির্ভর করে যার দ্বারা কেন্দ্র বা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র বোঝানো হয়। এই উভয় তত্ত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইংলিশ কমন ল'র ক্ষেত্রে প্রধান কেস ছিল জ্যানসন বনাম ড্রাইফন্টেইন (২)। যা থেকে আমি ইতিমধ্যে কিছু নির্যাস উদ্‌ধৃত করেছি। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে একটি কোম্পানির সেই দেশের জাতীয়তা রয়েছে যার আইনের অধীনে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং শেয়ার-হোল্ডারদের জাতীয়তা প্রশ্নটির নির্ধারক ছিল না। একবার এই জাতীয়তা নির্ধারণ করা হলে কর্পোরেশনটি একটি জাতীয় হিসাবে, একজন বিদেশী হিসাবে বা শত্রু হিসাবে চিকিত্সা পেয়েছিল যে ক্ষেত্রে শান্তিতে বা যুদ্ধে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধিত হয়েছিল। ডাইমলার কোং লিমিটেড বনাম কন্টিনেন্টাল টায়ার এবং রাবার কোং (গ্রেট ব্রিটেন লিমিটেড (৩), উত্তরদাতা কোম্পানির সমস্ত শেয়ার (একটি বাদে) একটি জার্মান কোম্পানির কাছে ছিল এবং কোম্পানিটি অন্তর্ভুক্ত করা হলেও সমস্ত পরিচালক ছিলেন জার্মান গ্রেট ব্রিটেনে। যদি জাতীয়তা যে নীতি অনুসরণ করে তা প্রয়োগ করা হয়, উত্তরদাতা কোম্পানির একটি ব্রিটিশ জাতীয়তা থাকত এবং এটি পরিবর্তন করতে পারে না।

---

(১) [১৯৫২] ৫ এইচ.এল.সি. ৪১৬। (২) [১৯০২] এ.সি. ৪৮৪।

(৩) [১৯১৬] ২ এ সি ৩০৭।

কিন্তু হাউস অফ লর্ডস এর জাতীয়তা নির্ধারণের জন্য কার্যকর নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগ করেছিল। আপিল আদালতে মামলাটির শুনানি করেন পূর্ণাঙ্গ আদালত এবং উপরের নীতিটি প্রযোজ্য ছিল (বাকলে এল. জে. ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন)। সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা হাউস অফ লর্ডসের পূর্ণ বিচারিক শক্তি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। লর্ডস শ এবং পারমুর বিবেচনা করেছিলেন যে শত্রু চরিত্রটি শত্রু দেশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা তার উপর নির্ভর করে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা (লর্ডস হ্যালসবারি, মার্সি, কিন্নিয়ার, অ্যাটকিনসন, পার্কার এবং সুমনার) যদিও বিবেচনা করেছিলেন যে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কোথায় থাকবে তার উপর নির্ভর করে। লর্ড পার্কার নিম্নরূপ ছয়টি প্রস্তাবে আইনটির সংক্ষিপ্তসার করেছেন:

(১) ইউনাইটেড কিংডমে নিগমিত একটি কোম্পানি হল একটি আইনি সত্তা, আইনের মর্যাদা এবং ক্ষমতা সহ আইনের সৃষ্টি যা আইন প্রদান করে। এটা মন বা বিবেক দিয়ে স্বাভাবিক মানুষ নয়। বাকলি এল.জে.-এর ভাষা ব্যবহার করতে, "এটি অনুগত বা অবিশ্বস্ত হতে পারে না। এটি বন্ধু বা শত্রুও হতে পারে না।"

(২) এই ধরনের একটি কোম্পানি শুধুমাত্র সঠিকভাবে অনুমোদিত এজেন্টদের মাধ্যমে কাজ করতে পারে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটি এই দেশে এত অনুমোদিত এজেন্টদের মাধ্যমে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই বা একটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশে বসবাস করছে, এটি প্রাথমিকভাবে বন্ধু হিসাবে গণ্য হবে, এবং মহামহিম এর সমস্ত মিথ্যা এমনভাবে এটি মোকাবেলা করতে পারে।

(৩) এই ধরনের একটি কোম্পানি, তবে, একটি শত্রু চরিত্র ধরে নিতে পারে। এটি হবে যদি এর এজেন্ট বা ব্যক্তিরা এর কার্যাবলীর কার্যত নিয়ন্ত্রণে থাকে, অনুমোদিত হোক বা না হোক, শত্রু দেশে বসবাস করে বা যেখানেই বসবাস করে না কেন, শত্রুর কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে বা শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এমন ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি জেনেশুনে কোম্পানির সাথে লেনদেন করছেন শত্রুর সাথে ব্যবসা করছেন।

(৪) পৃথক শেয়ারহোল্ডারদের চরিত্র নিজেই কোম্পানির চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না। এটি স্বীকৃতভাবে শান্তির সময়ে, যে সময়ে প্রতিটি শেয়ারহোল্ডার শেয়ারহোল্ডার হিসাবে তার মর্যাদা অনুযায়ী আইন অনুসারে এমন অধিকারগুলি ব্যবহার এবং উপভোগ করার স্বাধীনতায় থাকে।

(৫) একইভাবে যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি, কিন্তু একটি নিরপেক্ষ দেশে সঠিকভাবে অনুমোদিত এবং এখানে বা নিরপেক্ষ দেশে বসবাসকারী এজেন্টদের মাধ্যমে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া,

প্রাথমিকভাবে একজন বন্ধু হিসাবে বিবেচিত হবে, কিন্তু, তার এজেন্টদের মাধ্যমে বা এর বিষয়গুলির প্রকৃত নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যক্তিদের মাধ্যমে, একটি শত্রু চরিত্র ধরে নিতে পারে।

(৬) একটি কোম্পানি যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত কিন্তু একটি শত্রু দেশে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া একটি শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয়।

হাউস অফ লর্ডস মামলা একটি উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হয়। 'শত্রু চরিত্র' বিষয়ে বিচার বিভাগীয় আইন প্রণয়ন এবং নিঃসন্দেহে তাই ছিল। এই তত্ত্বটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে এমন নয়। ১৯২৩/২৪ সালে স্যার আর্নল্ড ম্যাকনেয়ার কর্তৃক এটির সমালোচনা করা হয়েছিল ব্রিটিশ ইয়ার বুক অফ ইন্টারন্যাশনাল ল পৃষ্ঠা ৪৪-তে এবং মিঃ রাল্ফ এ নর্ম দ্বারা আমেরিকান জার্নাল অফ ইন্টারন্যাশনাল ল ভলিউম ২৪ পৃষ্ঠা ৩১০-তে।

আমরা দেখেছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি কর্পোরেশন হল রাজ্যের একটি অভ্যন্তরীণ কর্পোরেশন যা এটিকে অন্তর্ভুক্ত করে বা যে আইনের অধীনে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিছু রাজ্যের এমনকি এই প্রভাব আইন আছে। অন্যান্য দেশগুলি যখন ইউরোপে তাদের মনোভাব সংশোধন করছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তত্ত্বকে মেনে চলে এবং সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে কংগ্রেস অবশ্যই শত্রু চরিত্রের পরীক্ষা হিসাবে স্টক মালিকানাকে অবজ্ঞা করার নীতি গ্রহণ করেছে। অন্য কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্পোরেট পর্দার আড়ালে তাকানোর চেষ্টা ছিল না। আমরা আরও দেখেছি যে ইংল্যান্ড আবাসিক তত্ত্ব থেকে অবরোধ সামাজিক মহাদেশীয় তত্ত্বে চলে গেছে। তবে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও বেলজিয়াম আগের চেয়ে একধাপ এগিয়ে গেছে। কউর ডে কাসাসান সোসাইটিই কন্সারভ লেনযবারগ -এর সিজ সোশ্যাল নীতি থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল যেখানে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আদালতের অধিকার ছিল "বিষয়ের গভীরে যাওয়া এবং একটি কর্পোরেশন সত্যিই ফ্রেঞ্চ ছিল কিনা তা নিশ্চিত করা।" ফরাসি বিচার মন্ত্রী ১৯১৬ সালে একটি সার্কুলার জারি করেছিলেন যা এই প্রশ্নে ফরাসি পদ্ধতির কথা বলেছিল:

"লেস ফরমস জুরিডিকুই ডোন্ট লা সোসাইটিই এস্ত রেভেটু, লে লিএউ ডে সন প্রিঞ্চিপাল এসট্যাবলিশমেন্ত, তউস লেস ইনডিস অক্সুকুএলস এস'এটাচে লে ড্রইট প্রাইভ ডিটারমিনার লা ন্যাশানালাইট ডি'ইউনে সোসাইটিই, সন্ত ইনপেকুরান্তস ডে ফিক্সারস এইউ পয়েন্ট ডে ভুই ডু ড্রইট পাবলিক লে কারাক্ত্রে রিলস ডে কেত্তে সোসাইটিই. এল্লে ড্রইট এত্রে অ্যাশিমিলে আউক্স সুজেতস ডে ন্যাশানালাইট এন্নেমিই ডেস কনে নটঅইরমেন্ত সা ডাইরেক্সান অউ সেস কাপিতাউক্স সন্ত এন টোটালাইটতউ অউ এন মাজেউরে পারতিক

এন্ত্রে লেস মেইন্স ডে সুজেতস এন্নেমিস, কার, এন পারেইলস কাস, ডেররেইএরে লা ফিক্সান ডু ড্রইট প্রাইভ সে ডিসিমুলে ভিভান্তে এট আগসান্তে লা পারসন্নালাইট এন্নেমিই এল্লে-মেমে।"

> (যে আইনগত ফর্মগুলিতে সমাজের পোশাক রয়েছে, তার প্রধান অফিসের স্থান এবং সমস্ত সূচক যার উপর বেসরকারী আইন জাতীয়তা নির্ধারণের জন্য বেঁধেছে একটি সমাজ, যখন কেউ পাবলিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমাজের আসল চরিত্র ঠিক করার চেষ্টা করে তখন তারা নিষ্ক্রিয় হয়। সমাজকে অবশ্যই শত্রু নাগরিকদের মধ্যে গণনা করতে হবে যদি স্পষ্টতই এর দিক বা এর মূলধন সম্পূর্ণ বা বড় অংশ শত্রুর হাতে থাকে কারণ এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আইনের অপ্রকৃততে শত্রুর সক্রিয় ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে থাকে।)

কউর কাসাসান এই পরিবর্তনটিকে ন্যায্যতা দিয়েছিল যে কর্পোরেশনটি ছিল একটি ব্যক্তিগত ইন্টারপোসি যার আড়ালে একটি শত্রু ব্যবসা করেছিল। জার্মান মনোভাবও "ডের মিত্তেল্পুঙ্কত ডেস গেসচাফতস থেকে গেসচাফতসিতয"-এ পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ, "এর উদ্যোগের কেন্দ্র" থেকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের "সিটে"। কর্পোরেশনের আসন যেখানে "মস্তিষ্ক" ছিল এবং যেখানে শোষণের কেন্দ্র ছিল সেখানে নয়। ইতালীয়রাও একই পরীক্ষা গ্রহণ করেছিল। বেলজিয়ানরা একটি আইন প্রণয়ন করে যা নতুন তত্ত্বকে খাস্তা আইনি ভাষায় সংক্ষিপ্ত করে (অ্যাক্ট ১৭২-মাই ২৩, ১৯১৩):

> "টুঁতে সোসাইটিই দন্ত লে প্রিন্সিপাল এস্তাব্লিশমেন্ত এস্ত এন বেল্গিকুই এস্ত সউমাইস এ লা লই বেলজে বিএন কুই আই' আক্তে কন্সতিতিফ এইট এঁটে পাসসে এন পেয়স এন্ত্রাঞ্জের।"

> (প্রত্যেকটি সমাজ যার প্রধান স্থাপনা বেলজিয়ামে রয়েছে তা বেলজিয়ামের আইনের অধীনে, তা সত্ত্বেও যে সংস্থানটি একটি বিদেশী দেশে হয়েছিল।)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মিশ্র সালিসী ট্রাইব্যুনালগুলিতে কিছু মামলা ছিল যেগুলি নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু অন্য অনেকগুলি ট্রাইব্যুনালের গঠনের উপর নির্ভর করে আবাসিক তত্ত্বের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক পরীক্ষা রয়েছে যা আমি উল্লেখ করিনি যেমন উপকারী স্বার্থের পরীক্ষা, বা যথেষ্ট মালিকানা বা দায়িত্বের যা এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

এটা বললে ভুল হবে না যে নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বটিও স্থল হারাচ্ছে এবং এই তত্ত্বের পক্ষে একটি বড় সমর্থন রয়েছে যে কর্পোরেশনের বিচারিক জীবনকে চূড়ান্তভাবে তার জাতীয়তা ঠিক করতে হবে।

এটাও লক্ষণীয় যে হেরর মারবারগ এবং এম. মাযেয়াউদ দুইজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ উল্লেখ করেছেন যে এই সমস্ত আইন একটি কর্পোরেশনের জাতীয়তা ঠিক করার জন্য নয় বরং এর শত্রু চরিত্র ঠিক করার জন্য। অনেক লেখক (ডাইসি, চেশায়ার, ফুট এবং ফার্নসওয়ার্থ সহ) এও উল্লেখ করেছেন যে একটি কর্পোরেশনের জাতীয়তার ধারণা শুধুমাত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ এবং পাবলিক ইন্টারন্যাশনাল আইনের মতো মিউনিসিপ্যাল আইনে এর তাৎপর্য নেই। শান্তির সময়ে একটি কর্পোরেশনের আবাসস্থল যা, যেমন লর্ড ওয়েস্টবারি উল্লেখ করেছেন, একটি ব্যক্তি এবং একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে আইনের একটি ধারণা একটি অপ্রকৃত পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হয়। একটি কর্পোরেশন আবাসের ক্ষেত্রে একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তবে একজন ব্যক্তি তার আবাস চয়ন করতে পারে তবে একটি কর্পোরেশনের আবাস তার জন্মস্থানের সাথে আবদ্ধ থাকে। তার জন্মের দেশের আইন এটিকে এমন অধিকার দেয় যা এটি ব্যবহারযোগ্য বলে মনে করে এবং বিদেশী কর্পোরেশনগুলি কোনও বিশেষ বিধান সাপেক্ষে সেই অধিকারগুলিতে অংশ নেয়। যুদ্ধের সময় এই নিয়মগুলি এবং কর্পোরেট সত্তার শাসন পথ দেয় এবং পাবলিক নীতিগুলি বিবেচনা করে নির্ধারিত হয় কিনা কর্পোরেশনের সম্পদ শত্রুর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করে। সুতরাং ডেমলারের ক্ষেত্রে "নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বের ফনস এট অরিগো"-

> "কোম্পানীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এর পরিচালক, ম্যানেজার, সেক্রেটারি এবং আরও অনেক কিছু, তাদের কর্তৃত্বের পরিধির মধ্যে কাজ করাকে কোম্পানীর কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়... "(১)

অপারেটিভগুলিকে কর্পোরেশনের 'মস্তিষ্ক' হিসাবে গণ্য করা হয় এবং যেখানে মস্তিষ্ক কাজ করে সেখানে কর্পোরেশন কাজ করে। শান্তির সময় একটি কর্পোরেশন সম্পত্তির মালিক হতে পারে, ব্যবসা করতে পারে কারণ মিউনিসিপ্যাল আইন স্পষ্টভাবে অনুমতি দেয় যে এই সব করা যেতে পারে এবং বিদেশী কর্পোরেশনগুলিও মিউনিসিপ্যাল আইনের বিধানের কারণে বা জাতির একটি সম্প্রদায়ের দ্বারা এই ধরনের আইনের সুবিধা লাভ করে। যুদ্ধের সময় এই সব পরিবর্তন হয়। জাতীয়তা আইন এইভাবে শত্রু চরিত্র নির্ধারণের একটি আইন এবং রাজনৈতিক বা পৌরসভা অর্থে জাতীয়তাকে স্বীকৃতি দেয় এমন একটি আইন নয়। একটি ব্যক্তি এবং একটি কর্পোরেশনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে তবে মিঃ ভন উইলিয়ামস যেমন একটি অনুচ্ছেদে বলেছেন (৪৯ এল.কিউ.আর. ৩৩৪) যা আমার পক্ষে দুর্দান্ত সহায়তা করেছে, 'মৃত্যুর উপমায়' চড়ার প্রয়োজন নেই।

(১) [১৯১৬] ২ এ.সি. ৩০৭, ৩৪০।

ইংরেজী আইনটি মারভিন জোনস (ব্রিটিশ জাতীয়তা আইন, সংশোধিত সংস্করণ) দ্বারা সংকলিত হয়েছিল:

> "একটি কর্পোরেশন একটি বিচারিক ব্যক্তি, কিন্তু সাধারণ আইনে এটি একটি বিষয় হতে পারে না, কারণ আনুগত্য, মূলত একটি ব্যক্তিগত বন্ড, এটি একটি ধারণা ছিল যার প্রয়োগ ব্যক্তিদের জন্য সীমিত ছিল। বা কর্পোরেশনগুলিকে বিধিবদ্ধ ব্রিটিশ বিষয় বা নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি৷ যুক্তরাজ্য এবং উপনিবেশ।"

ওপেনহেইমও উল্লেখ করেছেন (আন্তর্জাতিক আইন, লাউটারপ্যাচ সংস্করণ) পি. ৬৪২ এন. ৩—

> "কর্পোরেশনের জাতীয়তা প্রধানত ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়, এবং পাবলিক নীতির বিবেচনাগুলি প্রতিটি রাষ্ট্রের মনোভাবের উপর একটি নির্ধারক প্রভাব ফেলে।"

নাগরিকত্ব পৌর আইনের উপর নির্ভর করে এবং একই বিজ্ঞ লেখক বলেছেন (ইবিড পি. ৬৪৩):

> "এটি আন্তর্জাতিক আইনের জন্য নয় কিন্তু পৌর আইনের জন্য নির্ধারণ করা হয়, কে আছে এবং কে নয়, একটি বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে।"

হাইড তার আন্তর্জাতিক আইন ভলিউমে. ২ (২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা ১০৬৬ আরও বলেছেন:

> "নাগরিকত্ব জাতীয়তা থেকে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণরূপে গার্হস্থ্য আইনের একটি প্রাণী। এটি এমন অধিকারগুলিকে বোঝায় যা একটি রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে প্রদান করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে যারা তার নাগরিকও।"

কিন্তু সম্ভবত নাগরিক হিসেবে কর্পোরেশনের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বাস্তব যুক্তিটি আসে এম. নিবয়েটের (যিনি, মিঃ ভন উইলিয়ামস উল্লেখ করেছেন) তার ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনের ম্যানুয়ালে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে একটি দেশের মোট নাগরিকের সংখ্যা গণনা করার ক্ষেত্রে আমরা শারীরিক ব্যক্তির সংখ্যার সাথে সেই জাতীয়তার কর্পোরেশনের সংখ্যা যোগ করবেন না। প্রকৃতপক্ষে লর্ড অ্যাটকিনসন (এবং লর্ড হ্যালসবারি ছাড়া যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ গঠন করেছিলেন) ডেমলারের ক্ষেত্রে এই মত পোষণ করেছিলেন যে-

> "কোম্পানীর বাসস্থানের প্রশ্নটি ছাড়া, আমি মনে করি না যে আইনি সত্তা, কোম্পানী, তার শেয়ারহোল্ডারদের বা তাদের অধিকাংশের সাথে তাদের জাতীয়তাকে তার জাতীয়তা হিসাবে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।"(১)

নাগরিকত্বের বিষয়ে আমাদের মাত্র দুটি আইন আছে এবং কর্পোরেশনের জাতীয়তার বিষয়ে কোনোটিই নেই।

----

(১) [১৯১৬] ২ এ.সি. ৩০৭, ৩২৭।

মৌলিক আইন শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য প্রদান করে যেখানে এটি নাগরিকত্ব নির্ধারণের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করে এবং নাগরিকত্ব আইন কর্পোরেশনগুলিকে বাদ দেয়। মৌলিক অধিকারের অধ্যায় আমেরিকান সংবিধানের মতো কর্পোরেশনগুলিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে না। কিছু জায়গায় 'ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় যা সাধারণ ধারা আইনে সংজ্ঞাটিকে আকর্ষণ করে এবং অন্যগুলিতে 'নাগরিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 'নাগরিক' শব্দটিকে অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি) এর জন্য বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেত কিন্তু তা নয়। এমন কিছু নেই যা ধারা (এফ) এবং (জি) এর উদ্দেশ্যে "নাগরিক" শব্দের একটি বিশেষ অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ন্যায়সঙ্গত করতে পারে। কর্পোরেশনগুলিকে কিছু পরিস্থিতিতে জাতীয়তার অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয় তা তাদের নাগরিক করে না। মিঃ মেনন ঠিকই উল্লেখ করেছেন যে জাহাজ এবং বিমানেরও আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয়তা রয়েছে তবে পৌর আইনে তাদের নাগরিকত্ব রয়েছে বলে দাবি করা যায় না।

কোন কর্পোরেশনগুলিকে ভারতীয় জাতীয়তার অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত একটি প্রশ্ন যখন এটি উঠবে তখন উত্তর দেওয়া উচিত। বিদেশী কোম্পানীর সাথে ডিল করা কোম্পানি আইনের বিধানগুলি এই জন্য কোন সহায়তা প্রদান করে কিনা তাও অবশ্যই উত্তর দেওয়া উচিত নয়। এটা বলাই যথেষ্ট যে একটি কর্পোরেশন ভারতীয় জাতীয়তা ধারণ করে তা প্রতিষ্ঠিত হলেও এর ফলে নাগরিকত্বের সমস্ত বা যে কোনও অধিকার উত্থাপিত হওয়ার জন্য দাবি করা হয় না। এটা স্বীকার করা যেতে পারে যে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন যা ভারতে নিগমিত তা কোম্পানি আইনের অধীনে একটি বিদেশী কোম্পানি নয়। আমরা যদি নিগমকরণের পর্দা তুলে ধরি তবে দেখা যাবে যে সমগ্র মূলধন ভারত সরকার দ্বারা সাবস্ক্রাইব করা হয়েছে, শেয়ারহোল্ডাররা হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং সরকারের কাছে দুইজন সচিব, তাদের দাপ্তরিক ক্ষমতায় এবং এর ব্যবস্থাপনা জাতির সুবিধার জন্য একটি সরকারী কাজ। এটা স্বীকার করা যেতে পারে যে এটি একটি আদর্শ অর্থে ভারতীয় জাতীয়তা ধারণ করে এবং এটির শত্রু চরিত্র অর্জনের কোন সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু তারপরও এটা 'জাতীয়' নয় যাকে বলা যায় একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের জাতির একটি অংশ। যখন আমরা ভারতীয় নাগরিক গণনা করি। আদমশুমারির উদ্দেশ্যে আমরা কর্পোরেশনগুলিকে জাতীয় হিসাবে গণনা করি না। 'নাগরিক' শব্দটি বাদ দিয়ে এবং 'জাতীয়' শব্দটি ব্যবহার করে যুক্তিটি কী অগ্রসর হয়েছে তা নয়। নিঃসন্দেহে সত্তা হিসাবে কর্পোরেশনের অস্তিত্ব স্বীকৃত কিন্তু সত্তা কেবলমাত্র সেই ধরনের অধিকার লাভ করে যেমন আইন এটিকে প্রদান করে।

এই সত্তা অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে বা নাগরিকদের পাশে দাঁড়িয়ে অন্য অধিকার দাবি করতে পারে না। এই সত্তা একটি পাবলিক অফিস বা সংসদ বা আইনসভার সদস্যপদ বা ভোটাধিকার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না। এটি এই কারণে যে এটি শব্দটির প্রকৃত অর্থে একজন নাগরিক নয় এবং কারণ এর জাতীয়তা 'যদিও সরকারী বা বেসরকারী আন্তর্জাতিক আইনে, চুক্তিতে, কনভেনশনগুলিতে এবং প্রোটোকলগুলিতে পরিণত হয়, তবে পৌর আইনের পরিমাণ ব্যতীত কোনও ফল হয় না যে পৌর আইন তাই বলে।

এর অর্থ এই নয় যে আমাদের সংবিধানের অধীনে কর্পোরেশনগুলিকে কোনও সুরক্ষা দেওয়া হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিপরীতে আমাদের সংবিধান কর্পোরেশনগুলিকে উপেক্ষা করে না। সাধারণ ধারা আইনটি সংবিধানের ব্যাখ্যার জন্য প্রযোজ্য এবং সেই আইনটি, যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ব্যক্তি'কে কর্পোরেশন সহ সংজ্ঞায়িত করে। সংবিধানের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে 'ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

অনুচ্ছেদ ১৪: আইনের সামনে সমতা।

অনুচ্ছেদ ২০: অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সুরক্ষা।

অনুচ্ছেদ ২৭ কোনো বিশেষ ধর্মের প্রচারের জন্য কর প্রদানের স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ ৩১ সম্পত্তির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ।

অনুচ্ছেদ ১৯(১) দ্বারা গ্যারান্টিকৃত সাতটি স্বাধীনতা হল 'নাগরিকদের' জন্য। এটা বলা সহজ ছিল যে 'নাগরিক' শব্দটি অনুচ্ছেদ ১৯(১)-এর যেকোনো ধারার উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয়তার কর্পোরেশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু তা বলা হয়নি। এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, তৃতীয় অংশে সংবিধানে 'রাষ্ট্র', 'আইন', 'আইন বলবৎ', 'সম্পত্তি' এবং 'অধিকার' সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'আইন বলবৎ' অভিব্যক্তিটি দুইবার এবং ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটা কি বলা যায় যে 'নাগরিক' শব্দটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্পষ্ট রেখে দেওয়া হয়েছিল যাতে একটি বিস্তৃত এবং উদার চেতনা ব্যাখ্যায় প্রবেশ করতে পারে? কি সুযোগ নিতে হবে! এটা অবশ্যই সুপরিচিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা 'নাগরিক' শব্দের একটি কৃত্রিম অর্থ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে সংবিধান প্রণয়ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটা দেখা সহজ যে আমাদের সংবিধান কিছু জায়গায় বৃহত্তর আমদানি (ব্যক্তি) শব্দ ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট সতর্ক ছিল কিন্তু অন্য জায়গায় নয়। ইচ্ছেটা হয়তো ভালোই ছিল যে সাতটা স্বাধীনতা

সেই ব্যক্তিদের অধিকারের নিশ্চয়তা দেবে যাদের রাজনৈতিক সংস্থা 'নাগরিক' হিসাবে স্বীকৃত এবং কর্পোরেশনের মতো বিমূর্ততার অধিকার নয়। আগে উদ্‌ধৃত প্রধান বিচারপতি মুখার্জির পর্যবেক্ষণের অর্থ হল যে একটি কর্পোরেশন কেবলমাত্র সুরক্ষিত যেখানে ভাষা কর্পোরেশনগুলির অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করে অন্যথায় শুধুমাত্র ব্যক্তিদের বোঝানো হয়।

তবে এটি যুক্তিযুক্ত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে 'নাগরিক' শব্দটি কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত করে। কিছু ক্ষুদ্র দেশের সংবিধানেও উল্লেখ করা হয়েছিল যেখানে কর্পোরেশনগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংবিধানগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের সংবিধান পুনর্লিখন করার জন্য তাদের থেকে কোনও অনুপ্রেরণা নেওয়া যায় না। উইলিস যেমন বলেছেন (এবং তিনি একা নন) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে যে কর্পোরেশনগুলির অধিকার এবং দায়বদ্ধতা "বিচারক-নির্মিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অধীনে এবং এর মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে"। সম্ভবত এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান নাগরিকত্বের বৈচিত্র্য দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের উপর বাধ্য করা হয়েছিল তবে এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে 'নাগরিক' শব্দটি অন্যান্য অনুচ্ছেদে কর্পোরেশনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাখা হয়নি। যেহেতু এই নজিরটির উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা হয়েছিল, আমি সংক্ষেপে এটি উল্লেখ করব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কর্পোরেশনগুলিকে উপেক্ষা করেছে এবং এটি বিভিন্ন জায়গায় ভাষাটিকে জটিল করে তুলেছে। সুপ্রিম কোর্ট এই চাহিদার যোগান দিয়েছে বিচার বিভাগীয় আইন দ্বারা'। এটি কীভাবে করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা যেতে আমি ইতিমধ্যে প্রধান বিচারপতি ট্যানির আদেশ এবং কর্পোরেশনগুলির জাতীয়তার বিষয়ে কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্টের মনোভাব উল্লেখ করেছি। একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে জাতীয়তা অন্তর্ভুক্তির অনুসরণ করে এবং অপরিবর্তনীয়। রাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিকত্বের সাথে এই ভৌগোলিক তত্ত্বটি কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। কর্পোরেশনগুলিকে সর্বদা অন্তর্ভুক্ত করা রাজ্যের নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হত তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গৃহীত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের নিম্নলিখিত বিধানগুলি এই পর্যায়ে পড়া যেতে পারে:

অনুচ্ছেদ । ধারা ৮। "কংগ্রেসের ক্ষমতা থাকবে....... একটি অভিন্ন প্রাকৃতিকীকরণের নিয়ম প্রতিষ্ঠার।"

অনুচ্ছেদ ।।। ধারা ১। "যুক্তরাষ্ট্রের বিচারিক ক্ষমতা,

একটি সুপ্রীম কোর্টে ন্যস্ত করা হবে, এবং কংগ্রেস সময়ে সময়ে আদেশ ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে এমন নিম্নতর আদালতে ......"

> অনুচ্ছেদ III ধারা ২। "বিচারিক ক্ষমতা প্রসারিত হবে ...... বিতর্কে...... একটি রাজ্য এবং অন্য রাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে; বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে; একই রাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে যারা বিভিন্ন রাজ্যের অনুদানের অধীনে জমি দাবি করে এবং একটি রাজ্য বা তার নাগরিক এবং বিদেশী রাষ্ট্র, নাগরিক বা বিষয়ের মধ্যে।"
>
> অনুচ্ছেদ IV ধারা ২। "প্রতিটি রাজ্যের নাগরিকরা বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকদের সমস্ত বিশেষাধিকার এবং অনাক্রম্যতার অধিকারী হবেন।"
>
> সংশোধনী XIV ধারা ১। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করা বা স্বাভাবিক করা হয়েছে এমন সমস্ত ব্যক্তি, এবং তার এখতিয়ারের সাপেক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তারা যে রাজ্যে বসবাস করেন তার নাগরিক। কোনও রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিশেষাধিকার বা অনাক্রম্যতাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে এমন কোনও আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ করবে না; বা কোনো রাষ্ট্র আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে না এবং আইনের সমান সুরক্ষাও অস্বীকার করবে না।"

সুপ্রীম কোর্ট বলেছে যে একটি কর্পোরেশন হল নাগরিকত্বের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে ফেডারেল এখতিয়ারের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভূক্ত রাজ্যের নাগরিক। যদিও অনুচ্ছেদ । ধারা ৮ এবং সংশোধনী XIV প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের উল্লেখ করে 'নাগরিক' শব্দটি নাগরিকদের মধ্যে বিতর্কের উদ্দেশ্যে একটি বৃহত্তর অর্থ দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন রাজ্য যার উপর একা ফেডারেল আদালতের এখতিয়ার রয়েছে। বিবাদী একটি কর্পোরেশন হলে জাতীয় আদালতের এখতিয়ার আহ্বান করা যাবে না কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ধীরে ধীরে একটি কাল্পনিক এখতিয়ার তৈরি করেছে। আইনের উন্নয়ন একটি আকর্ষণীয় কোর্স ছিল। বরং নিজের মধ্যেই বর্ণনা করি আমি উইলিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন (পৃ. ৮৫০) থেকে একটি ছোট অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি :-

"প্রথমে একটি কর্পোরেশনকে কোন উদ্দেশ্যে নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হত না এবং নাগরিকত্বের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে এটি ফেডারেল আদালতে প্রবেশ করতে বা নেওয়া যেত না। তারপরে একটি মামলার উদ্ভব হয় যেখানে কর্পোরেশনের সমস্ত স্টকহোল্ডাররা একই রাজ্য নাগরিক ছিলেন,

যেখানে কর্পোরেশন নিগমিত হয়েছিল এবং বাদী অন্য রাজ্যের নাগরিক ছিলেন, এবং এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আদালত স্টকহোল্ডারদের কর্পোরেট পর্দার পিছনে দেখবে এবং নাগরিকত্বের বৈচিত্র্যের কারণে ফেডারেল আদালতকে এখতিয়ার দেবে। পরবর্তীকালে কিছু স্টক-হোল্ডার সেই রাজ্যের নাগরিক ছিলেন না যেখানে কর্পোরেশন নিগমিত হয়েছিল কিন্তু সেই রাজ্যের নাগরিক ছিল যেখানে বিরোধী মামলাকারী একজন নাগরিক ছিলেন। তাদের এখতিয়ারের ফেডারেল আদালত লুণ্ঠন এড়াতে, আদালত বলেছিল যে নাগরিকত্বের বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্যে একটি কর্পোরেশনের সমস্ত স্টকহোল্ডারকে চূড়ান্তভাবে চার্টারিং রাষ্ট্রের নাগরিক বলে ধরে নেওয়া হবে। স্টকহোল্ডার বাদীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করার জন্য এই নিয়মটি অবশ্য পরে সংশোধন করতে হয়েছিল। এখন এটা বিশ্বাস করা হয় যে আদালত এই অবস্থানে এসেছে যে কর্পোরেশন নিজেই নাগরিকত্বের বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্যে এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের একজন নাগরিক।"

সেন্ট লুইস এবং সান ফ্রান্সিসকো রেলওয়ে কোং. বনাম জেমস (১) থেকে নিম্নোক্ত নির্যাসটি সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট অবস্থানের সারাংশ তুলে ধরেছে:

> "একটি অবিসংবাদিত আইনী অনুমান রয়েছে যে একটি স্টেট কর্পোরেশন, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সার্কিট কোর্টে মামলা বা মামলা করে, সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের দ্বারা গঠিত যারা এটি তৈরি করেছে..... এই মতবাদটি শুরু হয়েছিল, যেমনটি আমরা দেখেছি, এই ধারণায় যে রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনগুলি রাষ্ট্রের নাগরিকদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, কিন্তু এই ধরনের অনুমানটি একটি সত্য ছিল এবং এটি অভিযোগের বিষয় ছিল এবং এইভাবে ফেডারেল আদালতের এখতিয়ার পরাজিত হতে পারে। এরপর এই আদালতে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে, এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যে নাগরিকত্বের অনুমান আইনের একটি, অভিযোগ বা প্রমাণের বিপরীতে পরাজিত হবে না। সেখানে আমরা এটি ছেড়ে দিতে সন্তুষ্ট।"

রাজ্যগুলি অবশ্য এই অনুমানটিকে ধ্বংস করতে শুরু করেছে যা এইভাবে একটি কর্পোরেশনকে রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সেখানে ব্যবসা করার শর্ত হিসাবে তৈরি করা হয়। এটা করা যায় বলেই সুপ্রিম কোর্ট

---

(১) [১৮৯৬] ১৬১ ইউএস ৫৪৫, ৫৬২, ৫৬৩।

উপরে উদ্‌ধৃত বিশেষাধিকার এবং অনাক্রম্যতা ধারার উদ্দেশ্যে নাগরিকত্বের জন্য কর্পোরেশনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। কর্উইন যেমন উল্লেখ করেছেন সংবিধান এবং আজ এর অর্থ কি ১১তম সংস্করণ ১৬৬ পৃষ্ঠা-তেঃ

> "এবং 'নাগরিক' শব্দটি কর্পোরেশনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। এইভাবে অন্যত্র চার্টার্ড করা একটি কর্পোরেশন একটি রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে স্থানীয় ব্যবসায় নিয়োজিত করার জন্য শুধুমাত্র এই ধরনের শর্তে যা রাজ্য স্থগিত করার জন্য বেছে নেয়, যদি এইগুলি সংবিধানের অধীনে কর্পোরেশনকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে- তার অধিকারের জন্য, উদাহরণস্বরূপ, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে জড়িত হওয়া, বা জাতীয় আদালতে আপিল করা বা, একবার এটি একটি রাজ্যে ভর্তি হওয়ার পরে, পরবর্তী দ্বারা চার্টার্ড কর্পোরেশনগুলির সাথে সমান আচরণ পাওয়ার জন্য।"

এটি উল্লেখ করা অবশেষ যে কর্পোরেশনগুলিকে চতুর্দশ সংশোধনীর মধ্যে 'ব্যক্তি' হিসাবে ধরা হয়েছে এবং আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু একটি বিদেশী কর্পোরেশন যেমন কর্উইন উল্লেখ করেছেন (পৃ. ২৬৮ এ) রাজ্যের এখতিয়ারের কাছে জমা থাকলে রাজ্য দ্বারা চার্টার্ড কর্পোরেশনগুলির সাথে সমান আচরণের অধিকারী।

১৯৪০ সালের জাতীয়তা আইন ঘোষণা করেছে যে সেই আইনের উদ্দেশ্যে একটি 'জাতীয়' অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য থাকা ব্যক্তিকে। এইভাবে কর্পোরেশনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কারণ বাকলি এলজে-র ভাষায় একটি কর্পোরেশন অনুগত বা অনুগত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যে একটি কর্পোরেশন চিকিত্সা করা হয় বিদেশী শক্তির দ্বারা আন্তর্জাতিক দিক থেকে অবৈধ আচরণের শিকার হলে একজন নাগরিক হিসাবে। কর্পোরেশনের অবস্থান চুক্তিতে সুরক্ষিত যেমন গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১৭৮৩ এবং ১৭৯৪ সালের চুক্তি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে গুয়াদালুপে হিডালগো চুক্তি। অন্যান্য উদাহরণ হাইড এবং আন্তর্জাতিক নথিতে পাওয়া যায়। একইভাবে বাণিজ্য চুক্তিগুলি প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বোঝানোর অভিব্যক্তির মধ্যে কর্পোরেশনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বোঝানো হয়। কিন্তু এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কর্পোরেশনগুলি প্রাকৃতিক ব্যক্তি বা নাগরিকদের সাথে সমান নয়। হাইড নির্দেশ করে:

> "......অন্তত একটি প্রযুক্তিগত অর্থে, একটি কর্পোরেশন অনেক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের একটি জাতীয় হিসাবে বিবেচিত হয় না যার জন্য তার জীবন প্রাপ্য, এবং অনেক সুবিধার অভাব রয়েছে যেটা একজন স্বাভাবিক মানুষের কাছে নিশ্চিত......"

প্রশ্ন হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের নজির অনুসরণ করা উচিত কিনা। বিচার বিভাগীয় আইন প্রণয়নের সচেতন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও, আমি মনে করি যে নিম্নোক্ত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে এই ধরনের মুক্ত বৈজ্ঞানিকতার চেতনা খুব কমই যুক্তিযুক্ত:-

(ক) আমাদের একক নাগরিকত্ব আছে এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকত্ব নেই;

(খ) আমাদের আলাদা আলাদা এখতিয়ার সহ দুটি নয়, শুধুমাত্র একটি আদালত রয়েছে;

(গ) আমাদের সংবিধান কর্পোরেশনগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেনি এবং কিছু মৌলিক অধিকারও কর্পোরেশনগুলির জন্য প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে;

(ঘ) কর্পোরেশনের সদস্য যারা নাগরিক তারা অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) (জি)-এর অধীনে অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এমনকি কর্পোরেশনগুলি সরাসরি এটি করতে সক্ষম নাও হতে পারে, সদস্য যারা তাদের ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করে নাগরিক তারা কার্যকরভাবে কর্পোরেশনকে উপকৃত করতে পারে। একমাত্র ব্যক্তি যারা এটি করতে সক্ষম নয় তারাই অ-নাগরিক তা ব্যক্তি হিসাবে বা একটি কর্পোরেশনের সদস্য হিসাবে;

(ঙ) নাগরিক হিসাবে একটি কর্পোরেশনের স্বীকৃতি ছিল না; এবং

(চ) যতক্ষণ না একটি অনুমান "জুরিস এট ডি জুরে" উত্থাপিত হয় যে কর্পোরেশনগুলি শুধুমাত্র নাগরিক বা অ-নাগরিকদের দ্বারা গঠিত বা নাগরিক এবং অ-নাগরিকদের দ্বারা গঠিত হোক না কেন তারা ভারতের নাগরিক, প্রতিবারই তাদের গঠন নিয়ে তদন্ত করতে হবে এবং কর্পোরেশনের গঠনে নাগরিকত্বের বৈচিত্র্য থাকলে নাগরিকত্বের ভিত্তি হতে পারে এমন কোনো সুস্পষ্ট নীতি নেই।

আমি, তাই, অভিমত যে রাজ্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) (জি)-এর অধীনে অধিকার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নাগরিক হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

পরবর্তী প্রশ্ন হল রাজ্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সত্ত্বেও সরকারের একটি বিভাগ বা অঙ্গ কিনা। কর্পোরেশনের তরফ থেকে দাবি করা হয় যে যদি কর্পোরেট পর্দা ছিদ্র করা হয় তবে কেউ দেখেন যে ১৯(১) (এফ) এবং (জি) অনুচ্ছেদ আহ্বান করার অধিকারটি তিনজন ব্যক্তি দাবি করছেন যারা স্বীকার্যভাবে ভারতের নাগরিক অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং দুই সচিব।

অন্যদিকে বিতর্ক হল যে কর্পোরেট পর্দা একেবারেই ছিদ্র করা যায় না এবং যদি তা হয় তবে সেই পর্দার পিছনে ভারত সরকার রয়েছে।

এটা বেশ স্পষ্ট যে শেয়ারহোল্ডারদের কেউ তার ব্যক্তিগত উপকারী ভোগের জন্য তার শেয়ার বা শেয়ার রাখে না। তাদের কেউই তার নামে থাকা শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করেননি। কর্পোরেশনের বিষয়গুলির প্রশাসন যদিও প্রযুক্তিগতভাবে একটি কোম্পানি, ভারত সরকারের উদ্বেগের বিষয়। কর্পোরেশনের আইনগত এবং উপকারী মালিকানা ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত। এখন কথা বলার দুটি পর্দা নেই, যাতে প্রথমটি তুলে শেয়ারহোল্ডাররা দেখে এবং অন্যটি তুলে ভারত সরকার। সেখানে একটি মাত্র পর্দা আছে এবং তা যদি উঠাতেই হয়, তবে তা অবশ্যই উঠাতে হবে। পর্দা তোলার সময় কেউ কী দেখতে পাবে তা মার্টিন উলফের ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে (প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল, ১৯৪৫ পৃ. ৫৬) নিম্নরূপ:-

> "এটি প্রায়শই ঘটে যে একটি রাষ্ট্র তৈরি করে যেমন, একটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, একটি পৃথক আইনি সত্তা, আইনে রাষ্ট্র থেকে আলাদা, কিন্তু বাস্তবে, যদি ব্যক্তিত্বের পর্দা ভেদ করা হয়, তার সাথে অভিন্ন। উদাহরণগুলি হল ..... উল্লেখ্যভাবে অনেক কোম্পানি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে, রাষ্ট্র সেই কোম্পানির সমস্ত বা কার্যত সমস্ত শেয়ারের অধিকারী।"

যদি কর্পোরেশনকে তার সদস্যদের থেকে একটি পৃথক সত্ত্বা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিদের সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবে এটির পর্দা ছিঁড়ে ফেলা বৈধ নয়। একপাশে যে কর্পোরেশনগুলিতে রাজ্যের স্টক রয়েছে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যের অনাক্রম্যতা থেকে উপকৃত হয় না। এই অসুবিধাগুলির কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকত্বের বৈচিত্র্যের মুখে ফেডারেল এখতিয়ারের প্রশ্নটি মীমাংসা করে আইনের একটি অকাট্য অনুমান তৈরি করে যে একটি রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত একটি কর্পোরেশনের স্টকহোল্ডাররা সেই রাজ্যের নাগরিক এবং কর্পোরেশন এইভাবে সেই রাজ্যের নাগরিক। একটি অপ্রকৃত ঘটনার উপর একটি অপ্রকৃত ঘটনা আছে। আমি মনে করি না যে ভারতের একটি কর্পোরেশনের প্রতিটি সদস্যের সম্মানে ভারতীয় নাগরিকত্বের এমন একটি অকাট্য অনুমান উত্থাপন করা আমাদের আইন অনুসারে অনুমোদিত

এবং এটা স্পষ্ট যে যদি এই ধরনের অনুমান উত্থাপন করা না যায় তবে কর্পোরেশনগুলির নাগরিকত্ব একটি বাস্তবতার বিষয় উত্থাপন করে। আমরা কি বলতে পারি যে সমস্ত কর্পোরেটর যদি ভারতীয় নাগরিক বলে প্রমাণিত হয় তবে আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে কর্পোরেশন ভারতীয় নাগরিক? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের একটি প্রাথমিক মামলায় এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুষ্ঠিত হয়েছিল-দেখুন ব্যাঙ্ক অফ ইউনাইটেড স্টেটস বনাম ডিভাক্স (১)। সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি মার্শাল স্বীকার করেছেন যে একটি কর্পোরেশনের সমষ্টি অবশ্যই নাগরিক নয় কারণ এটি একটি 'অদৃশ্য', 'অভেদ্য' এবং 'কৃত্রিম' সত্তা, যেহেতু সংবিধান সাধারণভাবে বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে এবং বিশদভাবে নয়, এবং ইনকর্পোরেশন আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য দেখায় যে এই ধরনের একজন কৃত্রিম ব্যক্তির শারীরিক গুণাবলী থাকতে হবে, একটি কর্পোরেশনের একজন নাগরিকের চরিত্র আছে যদি এটি রচনাকারীর সেই চরিত্র থাকে। ডেমলার মামলায় (অপ. সিট. সুপ) লর্ড পার্কারের মতামত ছিল যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত আইন ছিল কিন্তু ফার্নসওয়ার্থ (কর্পোরেশনের বাসস্থান এবং বাসস্থান পৃষ্ঠা ৩১১) ড. শুস্টারকে সমর্থন করেন (ট্রেডিং কর্পোরেশনের জাতীয়তা ২ গ্রোটিয়াস সোসাইটি (১৯১৬) ১৯৫ পৃষ্ঠায়) এই দৃষ্টিতে যে লর্ড পার্কারের বক্তব্য ভুল ছিল। ফার্নসওয়ার্থ বিশ্বযুদ্ধের প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা ২২৭-এ গার্নারের আন্তর্জাতিক আইন থেকেও উদ্‌ধৃত করেছেন যেখানে ফ্রিটজ শুলজ জুনিয়র কোম্পানি বনাম রেইনস অ্যান্ড কোম্পানি (২) এর ফেডারেল বিচারকের মতামত অনুমোদনের সাথে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে:-

> "এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার বহাল রেখে আদালত এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ডিভাক্সের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব অনেকটাই সীমিত হয়েছে, যদি তা বাতিল করা না হয়, পরবর্তী মামলাগুলির দ্বারা এবং 'বর্তমানে এই দেশের আদালতগুলি সম্পূর্ণরূপে এই মতবাদের সাথে উদ্বাহিত যে একটি কর্পোরেশনের কর্পোরেটররা কর্পোরেশন হিসাবে একই রাজ্যের নাগরিক বলে অনুমান করা হয়।' ডেমলার মামলায় লর্ড রিডিং এবং লর্ড পার্কারের বক্তব্য, যে নীতিটি সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারণ করেছিল যে একটি আদালত কর্পোরেট নামটির পিছনে দেখতে পারে যে এটির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের চরিত্রটি নিরূপণ করতে পারে, বিচারপতি লেহম্যান বলেছেন, স্পষ্টতই সঠিক নয়।"

---

(১) (১৮০৯) ৫ ক্র্যাঞ্চ ৬১: ৩এল. এড. ৩৮। (২) (১৯১৭) ১৬৬ এনওয়াই এস. ৫৬৭।

আমি এর আগে সেন্ট লুইস অ্যান্ড সান ফ্রান্সিসকো রেলওয়ে কো., বনাম জেমস (সিটি. সাপ.) থেকে উদ্‌ধৃত করেছি যা ড. শুস্টারের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।

আমার বিচারে সদস্যদের নাগরিকত্ব নির্ধারণ এবং তারপর কর্পোরেশনকে অনুচ্ছেদ ১৯-এর সুবিধা দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে অন্তর্ভুক্তির পর্দা ছিদ্র করা সম্ভব নয়। যদি আমরা পর্দা ছিদ্র করে দেখি যে কর্পোরেশনটি সরকারের সাথে অভিন্ন, তবে সুরাহা দিতে অসুবিধা হবে যদি না আমরা ধরে থাকি যে রাষ্ট্র তার নিজস্ব নাগরিক হতে পারে বা সদস্যদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে একটি অকাট্য অনুমান উত্থাপন করা সম্ভব নয়। আমি বিস্তারিত কারণ দিয়েছি ইতিমধ্যেই আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নের উত্তরে। আমরা যদি কর্পোরেট সত্ত্বা দিয়ে যাই তবে আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে অনুচ্ছেদ ১৯ প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই বিষয়ে আমি অনেক কিছু বলেছি কিন্তু আমি যা বলেছি তা ডুকাট বনাম শিকাগো (১) পৃষ্ঠা ৩১০-এ ফার্নসওয়ার্থ (অপ-সিট) দ্বারা উদ্‌ধৃত নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ পর্যন্ত যোগ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা অনুমোদিত :-

> "নাগরিক শব্দটি অন্য কোন অর্থে সঠিকভাবে বোঝা যায় না যেটি সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় সাধারণ গ্রহণযোগ্যতায় বোঝা যায়, এবং যেমন এটি সর্বজনীনভাবে সরকারের লেখকদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ব্যতিক্রম ছাড়া। একজন নাগরিক হল হোমো জেনাস, বসবাস করা, এবং কিছু রাজ্য বা জেলায় কিছু অধিকার রয়েছে ... ... এই সুযোগ-সুবিধাগুলি তাকে প্রতিটি রাজ্যে সংযুক্ত করে যেখানে তিনি প্রবেশ করতে পারেন, একজন মানুষ হিসাবে - একজন ব্যক্তি হিসাবে তাদের প্রশংসা করার এবং তাদের উপভোগ করার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে, এবং একটি অস্পষ্টতা নয়, একটি নিছক আইনী সত্তা, একটি অদৃশ্য কৃত্রিম সত্তা, কিন্তু একজন মানুষের কাছে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি।"

এই আদালতের আগের মামলাগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বিষয়টি আগে এই আকারে উত্থাপিত হয়নি এবং এমনকি বিচারপতি, মুখার্জি (তিনি তখন যেমন ছিলেন) এর পর্যবেক্ষণগুলিও স্থির ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন স্বতন্ত্র সদস্যও মৌলিক অধিকার প্রয়োগের আবেদনে কর্পোরেশনে যোগ দিয়েছিলেন (যেমনটি এখানেও রয়েছে) এবং এই আদালত বিষয়টি সেখানে রেখে দিতে সন্তুষ্ট ছিল।

----

(১) (১৮৬৮) ৪৮ ।।। ১৭২।

জোসেফ কুরভিলা ভেলুকুনেল বনাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (১) এই আদালত দ্বারা শুনানি হয়েছিল যেখানে পালাই ব্যাঙ্ক লিমিটেড অন্যান্যদের সাথে একটি পক্ষ ছিল। অনুচ্ছেদ ১৯-এর সুবিধা দাবি করার জন্য পালাই ব্যাংকের সক্ষমতা সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। পালাই ব্যাঙ্ক (আইএলআর (১৯৬১) কেরালা ১৬৬] বন্ধ করার জন্য রমন নায়ার বিচারকের একটি সিদ্ধান্তের একটি আপিল ছিল প্রধান মামলা (এখানে দুটি একসাথে শুনানি হয়েছিল)। এটি একটি যথাযথভাবে ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইনের অধীনে পালাই ব্যাংকের বিরুদ্ধে আনা একটি ব্যবস্থা। এই আদালতে প্রধান প্রশ্নটি ছিল যে ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইনের একটি ধারা যা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করেছিল যে কোনও ব্যাঙ্কিং সংস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার যোগ্য কিনা তা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আদালতের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে "আলট্রা-ভাইরেজ" ছিল কিনা। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আইনটিতে কোনও ত্রুটি ছিল না এবং একটি নির্দিষ্ট মামলার কোন পর্যায়ে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত তা সংসদের জন্য ছিল এবং যে আদালতের মঞ্চ থেকে চিত্রে আসে তাদের জন্য নয় যে আইনের অধীনে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পয়েন্টটি একটি আপীলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যেখানে কর্পোরেশনের পাশে অন্যান্য আগ্রহী পক্ষগুলি ছিল।

সবশেষে, আমার সাধারণভাবে কর্পোরেশন এবং কোম্পানিগুলি সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ নেই যেখানে রাজ্যগুলি সমস্ত বা বিশেষ করে বেশিরভাগ শেয়ারের মালিক। তারা আমাদের সংবিধানের অধীনে যথেষ্ট সুরক্ষিত। আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো বৈষম্য, কোনো কর আরোপ করা যাবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য বা মেলামেশার স্বাধীনতার সঙ্গে কোনো বাধা নেই এবং বাধ্যতামূলক সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাবে না। সেখানে পর্যাপ্ত গ্যারান্টি রয়েছে এবং যদি আরও বেশি প্রয়োজন হয় তবে যেকোন সদস্য (যদি নাগরিক) অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি) আহ্বান করতে স্বাধীন এবং কোন সন্দেহ নেই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর্পোরেশন সুবিধা ভাগ করবে। কর্পোরেশনগুলি রাজ্য সরকারের করুণায় রয়েছে বলে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই।

এইসব কারণে আমার করা প্রশ্নের উত্তর স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে।

বিচারপতি, দাস গুপ্তা- আমি মনে করি স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ভারতের নাগরিক হিসাবে সংবিধানের ১৯(১) (এফ) এবং (জি) অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার পাওয়ার অধিকারী।

---

(১) [১৯৬২] সাপ ৩ এস.সি.আর. ৬৩২।

আবেদনকারী এই মৌলিক অধিকারগুলির দাবির ভিত্তি করে যে এর সমস্ত সদস্য নাগরিক। এটি তাই উত্তরদাতা দ্বারা বিতর্কিত হয় না। কিন্তু উত্তরদাতা আইনগত ভিত্তিতে এই দাবিকে প্রতিহত করে যে কর্পোরেশন একটি প্রাকৃতিক ব্যক্তি নয়, শুধুমাত্র একটি কৃত্রিম ব্যক্তি যা এর সদস্যদের থেকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা গঠন করে। উত্তরদাতার মতে সংবিধানের অধীনে কোনো কৃত্রিম ব্যক্তি ভারতের নাগরিক নয় বা নাগরিকত্ব আইনের অধীনে যা ১৯৫৫ সালে সংবিধান অনুসারে পাস হয়েছিল। উত্তরদাতা আরও দাবি করেছেন যে নাগরিকত্বের সাথে জাতীয়তাকে বিভ্রান্ত করা একটি ভুল হবে এবং যদিও এটি সঠিক যে ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে বর্তমান আবেদনকারীকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তিনি ভারতের একজন নাগরিক, এটা ভাবা সম্পূর্ণরূপে ভুল হবে যে এটাও এই ধরনের নিগম ভারতের নাগরিক হয়ে ওঠে। ঘটনা হল যে এটি ভারতের একজন নাগরিক এটিকে আরও ভাল অবস্থানে রাখে না যে অন্য কোনও ব্যক্তি, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, যা মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে ভারতের নাগরিক নয়।

মৌলিক অধিকার তৈরি করার সময় "ভারতের জনগণ" এমন কিছু সৃষ্টি করেছিল যা তারা সমস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করেছিল (অনুচ্ছেদ ১৪, ২০, ২১, ২২, ২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ এবং ৩০); কিন্তু কিছু তৈরি করা হয়েছিল যেগুলি শুধুমাত্র নাগরিকদের দেওয়া হয়েছিল এবং অন্যদেরকে অস্বীকার করা হয়েছিল। শুধুমাত্র নাগরিকদের দেওয়া মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬, ১৯ এবং ২৯ দ্বারা সৃষ্ট মৌলিক অধিকার। যদিও সংবিধানে "নাগরিক" শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এবং তাই আমরা এমন একটি চাবি পাইনি যা একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা প্রদান করা হয়েছে, যারা সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তাদের মনে, নাগরিকদের প্রদত্ত মৌলিক অধিকার থেকে তারা কর্পোরেশনগুলিকে বাদ দিতে চেয়েছিল কিনা এই প্রশ্নে। উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি মোকাবেলা করার আগে, সংবিধান সাতটি অনুচ্ছেদে নাগরিকত্বের প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে, যেমন, অনুচ্ছেদ ৫ থেকে ১১। উত্তরদাতার যুক্তিতে জোর রয়েছে যে এই অনুচ্ছেদগুলি কর্পোরেশনের মতো, ভারতের নাগরিক, কর্পোরেশনের ক্ষমতার মধ্যে থাকা কোনও কৃত্রিম ব্যক্তিকে চিন্তা করে বলে মনে হয় না। অনুচ্ছেদ ৫, প্রশ্ন নিয়ে কাজ করা প্রথম এবং প্রধান অনুচ্ছেদটি ব্যক্তি তৈরি করে, (১) ভারতের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, বা (২) পিতা-মাতার একজন বা উভয়েরই জন্ম, যাদের জন্ম ভারতের ভূখণ্ডে, বা (৩) যে ব্যক্তিরা সংবিধান প্রবর্তনের আগে ৫ বছরের কম সময় ধরে এই অঞ্চলে সাধারণভাবে বাসিন্দা ছিলেন, তারা ভারতের নাগরিক।

অনুচ্ছেদ ৬ এবং ৭ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মামলার সাথে মোকাবিলা করে যারা পাকিস্তান থেকে ভারতে পাড়ি জমিয়েছে, অন্যদিকে অনুচ্ছেদ ৮ ভারতের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের নাগরিকত্বের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। ৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে অনুচ্ছেদ ৫, ৬ বা ৭ ছাড়াও, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন তিনি ভারতের নাগরিক হতে পারবেন না। অনুচ্ছেদ ১০ নাগরিকত্বের ধারাবাহিকতার বিধানগুলিকে মূর্ত করে "সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে"; অনুচ্ছেদ ১১ একটি স্পষ্ট বিধান করে যে সংসদ নাগরিকত্ব অধিগ্রহণ এবং অবসান এবং নাগরিকত্ব সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে যে কোনও বিধান করতে সক্ষম হবে।

আমি উত্তরদাতার পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিতর্কের সাথে একমত যে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে কোনও কৃত্রিম ব্যক্তিও নাগরিক হতে পারে এমন কোনও উদ্দেশ্য পড়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নয়। আমরা আরও দেখতে পাই যে নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫, যা সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ দ্বারা সংরক্ষিত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সংসদ কর্তৃক প্রণীত হয়েছিল,, স্পষ্টভাবে এর সুবিধা থেকে বাদ দেয় "কোন কোম্পানি বা সংস্থা বা ব্যক্তিদের সংস্থা, নিগমিত হোক বা না হোক।" একটি কর্পোরেশন নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ এর অধীনে নাগরিক নয়, বা নাগরিকত্বের প্রশ্নে সাংবিধানিক বিধানের অধীনে একটি কর্পোরেশন যেমন নাগরিক নয়। এটি থেকে এটি একটি সহজ পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে: অনুচ্ছেদ ৫ থেকে ১১ কর্পোরেশনকে নাগরিক বানাবে না; নাগরিকত্ব আইন কর্পোরেশনকে নাগরিক করে না; অন্য কোন ভারতীয় আইন নেই যা কর্পোরেশনকে নাগরিক করে; এবং তাই সমস্যার সমাধান হয় কর্পোরেশন মৌলিক অধিকারের উদ্দেশ্যে নাগরিক নয়।

যে, উত্তরদাতা অনুযায়ী, আলো জন্য অনুসন্ধান শেষ করা উচিত। আমি একমত হতে অক্ষম। সর্বোপরি এটি একটি সংবিধান যা আমরা ব্যাখ্যা করছি এবং এটি আবারও স্থির করা হয়েছে যে এই কাজটি যাদের উপর বর্তায় তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি বিস্তৃত এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে এবং শুধুমাত্র ব্যাকরণবিদদের ভূমিকায় সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। যদি নিঃসন্দেহে সত্য হয়, বিধি-বিধানের নির্মাণ এবং ব্যাখ্যার একটি সিলোজিস্টিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতি সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত, এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা একটি সংবিধান গঠন করি যে আমাদের যান্ত্রিকভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু বিষয়ের সারবস্তু পরীক্ষা করে সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রায়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন এবং সম্ভব হলে সেই অভিপ্রায়কে কার্যকর করতে।

সংবিধানের আগেও ভারতের নাগরিক ছিল কিনা তা নিয়ে উকিল বারে কিছু আলোচনা হয়েছিল। এটা কোন দরকারী উদ্দেশ্য পরিবেশন করা হবে না, আমার মতে, সেই বিতর্কে প্রবেশ করার জন্য। কারণ, আমি মনে করতে চাই যে নাগরিকত্বের বিষয়টি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সংবিধানের কোনো প্রাক্তন নাগরিকত্বকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সেটা যদি করা হতো তাহলে সেটা পরিষ্কার করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যেত। সেই প্রভাবের কোনও বিধানের অভাবে সেই নাগরিকত্ব ধরে রাখা কঠিন যেটি সংবিধানের আগে ভারতে বিদ্যমান ছিল সংবিধানের পরেও অব্যাহত ছিল।

কিংবা আমি এটাও সম্মত করতে পারি না যে ভারতে নিগমিত একটি কোম্পানি ভারতের নাগরিক হবে, এটি অবশ্যই ভারতের নাগরিক হবে। জাতীয়তা এবং নাগরিকত্ব অভিন্ন নয়; এবং এটা যথার্থই বলা হয়েছে যে প্রতিটি নাগরিক যখন একজন জাতীয় হবেন, তবে প্রতিটি জাতীয় অপরিহার্যভাবে একজন নাগরিক নয়।

আমরা এখনও প্রশ্ন রেখেছি যে সংবিধানের প্রণেতারা নাগরিকদের কিছু মৌলিক অধিকার প্রদান করার সময় শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্য করে যে নাগরিকরা নিজেদেরকে একটি কর্পোরেশনে গঠন করে এই অধিকারগুলি উপভোগ করা বন্ধ করবে। সমস্যাটির প্রতি কঠোর আইনগত পদ্ধতির ফলে যে অদ্ভুত অবস্থানটি একটি চিত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালভাবে দেখানো যেতে পারে।

ক, ভারতের একজন নাগরিক, সংবিধানের অধীনে হোক বা নাগরিকত্ব আইনের অধীনে হোক না কেন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এর অধীনে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করার মৌলিক অধিকারের অধিকারী। যখন ক অন্য একজন নাগরিক, খ এর সাথে ব্যবসায় জড়িত থাকে, তখনও দুজন একই মৌলিক অধিকারের সুবিধা দাবি করতে আদালতে আসতে পারে। যদি ক এবং খ একটি কোম্পানিতে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত না করে আরও বেশি ব্যক্তি যোগদান করে তাহলে অবস্থান একই থাকে: সংখ্যা সাত বা তার বেশি হলেও তারা একই আবেদনে যোগ দিতে পারে এবং অনুচ্ছেদ ১৯-এর অধীনে তাদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য যৌথভাবে আদালতে আসতে পারে, যখন তারা যৌথভাবে একই ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে। কেননা, এই সমস্ত ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের প্রতি প্রত্যেকের দাবি আইনের দ্বারা পরাজিত হতে পারে না যে আরও বেশ কিছু নাগরিক নিজেদের জন্য একই দাবি করার জন্য তার সাথে যোগ দিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি, তবে,

দুই বা, অথবা ব্যক্তি যারা ভারতের নিজস্ব নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে একটি প্রাইভেট কোম্পানী গঠন করে, অথবা সাত বা ততোধিক ব্যক্তি, যাদের প্রত্যেকেই নিজের অধিকারে একজন নাগরিক, একটি পাবলিক ইনকর্পোরেটেড কোম্পানি গঠন করে, তারা এই প্রস্তাবের সম্মুখীন হয় যে কোম্পানিটি নাগরিক নয়, এটি অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয় যা তারা দাবি করতে পারে।

এটা সর্বজনবিদিত যে ১৯৫০ সালের সংবিধান কার্যকর হওয়ার বহু বছর আগে এদেশের বাণিজ্য ও শিল্পের বেশিরভাগই কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই কর্পোরেশনগুলির বেশিরভাগই এমন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এবং গঠিত যারা সংবিধানের বিধানের অধীনে স্পষ্টতই ভারতের নাগরিক। কঠোরভাবে আইনগত পদ্ধতির সুস্পষ্ট প্রভাব যে একটি কর্পোরেশন একটি কৃত্রিম ব্যক্তি হওয়ার কারণে মৌলিক অধিকারগুলির কোনও উদ্দেশ্যের জন্য নাগরিক হতে পারে না এমনকি যখন তার সমস্ত সদস্য ভারতের নাগরিক হয় তখন এইভাবে একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে অস্বীকার করা হবে - ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান অংশ না হলে ("ভারতীয়" শব্দটি ব্যবহার করে 'ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত' বোঝায়) অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি) এর অধীনে মৌলিক অধিকারের মূল্যবান সুরক্ষা। নিঃসন্দেহে নিছক সত্য যে প্রভাবটি অসুবিধাজনক বা এমনকি দুঃখজনক তা একটি সাংবিধানিক বিধানের জোরপূর্বক নির্মাণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু এটা অনুমোদিত, না সঠিক, প্রায়শই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে প্রস্তাবিত নির্মাণের প্রভাব বিবেচনা করা: সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য কি ছিল?

আমরা এখানে কি খুঁজে পেতে পারি? অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি)-তে সংবিধান প্রণেতারা একটি অধিকার তৈরি করছেন যা শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য অনেক উপকারী হবে। তারা এই সুবিধা শুধুমাত্র ভারতের নাগরিকদের জন্য সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা সচেতন যে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত বেশিরভাগ বাণিজ্য ও শিল্প তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, নিজেদেরকে কর্পোরেশনে পরিণত করার পরে। তারা সমানভাবে জানে যে কর্পোরেশনগুলি তাদের সদস্যদের থেকে আইনগতভাবে স্বতন্ত্র সত্তা এবং তাই 'রাষ্ট্র' স্বভাবতই সেই ডোমেইনকে প্রসারিত করতে উদ্বিগ্ন যেখানে তার ক্ষমতার উপর মৌলিক অধিকারের সীমাবদ্ধতা কাজ করে না, ভাল যুক্তি দিতে পারে যে কর্পোরেশনগুলি সম্পূর্ণরূপে নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত হলেও মৌলিক অধিকারের অধিকারী নয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সংবিধান প্রণেতাদের উদ্বেগ সংবিধানের অনেক ধারা নিয়েই বড় ধরনের রিট। তাহলে কেন সংবিধান প্রণেতারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি যে ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে গঠিত কর্পোরেশনগুলিকে ১৯(১) (এফ) এবং (জি) অনুচ্ছেদের অধীনে অন্তত মৌলিক অধিকারের জন্য নাগরিক বলে গণ্য করা হবে?

রহস্যটি অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে, যদি আমরা আরও জ্ঞানের সাথে সংবিধান প্রণেতাদের কৃতিত্ব দেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের নাগরিকদের নিয়ে গঠিত কর্পোরেশনগুলির চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তখন আদালতগুলি "পর্দা ছিঁড়ে ফেলা" নামে অভিহিত প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনি একটি রাজ্যের নাগরিকদের নিয়ে গঠিত একটি কর্পোরেশনকে সেই রাজ্যের নাগরিকের কিছু অধিকার প্রদান করেছে, যদিও কর্পোরেশনটি তার সদস্যদের থেকে আলাদা একজন কৃত্রিম ব্যক্তি। এটা ভাবা কি যুক্তিযুক্ত নয় যে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা বিশ্বাস করেছিলেন যে ভারতের আদালতগুলিও কর্পোরেশন মৌলিক অধিকারের অধিকারী কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠের নীচে গিয়ে কর্পোরেশনের গঠনের দিকে নজর দেওয়ার অনুরূপ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না ? আমার বিচারে প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই ইতিবাচক হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমি আরও এগিয়ে গিয়ে বলব যে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সংবিধানের খসড়া প্রণয়নকারীদের বুদ্ধিমত্তা এবং ধারণার অপমান।

আমি এইভাবে স্পষ্টভাবে মতামত দিচ্ছি যে সংবিধান প্রণেতারা যখন অনুচ্ছেদ ১৯-এ "নাগরিক" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, উদ্দেশ্য করেছিল যে অন্তত একটি কর্পোরেশন যার সকল সদস্য ভারতের নাগরিক ছিল সেই অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারের সুবিধা পাবে। আইনি অবস্থান যে কর্পোরেশন তার থেকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা সদস্যরা আমার কাছে এই অভিপ্রায়কে কার্যকর করার পথে কোন বাস্তব অসুবিধা সৃষ্টি করে বলে মনে হয় না। প্রস্তাব, যেমন, কর্পোরেশন তার সদস্যদের থেকে একটি স্বতন্ত্র আইনী সত্তা, আলোচনার প্রয়োজনের জন্য খুব সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে আমি কোন কারণ দেখি না কেন এই আইনী শিক্ষার মোহনীয়তা আমাদেরকে এতটা বন্দী করে রাখে যে আমাদেরকে আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার ব্যাখ্যার মহান নিয়মে অন্ধ করে দেয় যদি না শব্দগুলি এটিকে অসম্ভব করে তোলে। আমি সংবিধানের কথায় এমন কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না যা সংবিধান প্রণেতাদের ভারতের সমস্ত নাগরিককে কর্পোরেশনে গঠন করা হোক বা না হোক, অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি)-এর অধীনে মৌলিক অধিকারের সুবিধা দেওয়ার অভিপ্রায়কে কার্যকর করার পথে দাঁড়ায়। সংবিধান প্রণেতারাও কি চেয়েছিলেন যে একটি কর্পোরেশন যার স্বার্থের বড় অংশ ভারতের নাগরিকদের হাতে ছিল তারাও অধিকারের সুবিধা পাবে, এই মামলার উদ্দেশ্যে তদন্ত করা অপ্রয়োজনীয়।

আইনের এই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল, এবং আমার মতে ঠিকই, বোম্বে রাজ্য বনাম আর.এম.ডি. চামারবাঘওয়ালা (১)-তে বম্বে হাই কোর্ট দ্বারা। এটাও উল্লেখ করা আগ্রহের বিষয় যে আইনের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চিরানীত লাল চৌধুরী বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২) তে মিঃ বিচারপতি মুখার্জী (যেমন তিনি তখন ছিলেন) ডিক্টার মাধ্যমে যা বলেছিলেন তার প্রশংসা করা সম্ভব:

"সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক অধিকারগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তি নাগরিকদের জন্য নয়, কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্যও উপলভ্য, সেইসাথে যেখানে ভাষার ভাষা বিধান বা অধিকারের প্রকৃতি অনুমান করতে বাধ্য করে যে তারা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য। তাই একটি নিগমিত কোম্পানি তার মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য এই আদালতে আসতে পারে......"

সেক্ষেত্রে আদালতকে শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ৩১ এবং ১৪ এর অধীনে নয়, অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এর অধীনেও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বিবেচনা করতে হয়েছিল। যদিও জনাব বিচারপতি মুখার্জির পর্যবেক্ষণগুলি এখন আমাদের সামনে এই প্রশ্নে একটি বিবেচিত সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না, তবে এটি ভাবা অযৌক্তিক নয় যে তাঁর লর্ডশিপ অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ)-এরেঅধীনে মৌলিক অধিকারগুলি শোলাপুর স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানিকে প্রসারিত করতে কোন অসুবিধা অনুভব করেননি, যার শেয়ার হোল্ডাররা ছিল ভারতীয় নাগরিক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে ১৩ বছরে এমন অনেকগুলি মামলা হয়েছে যেখানে এই আদালত এবং হাইকোর্টগুলি এমন সংস্থাগুলিকে সুবিধা দিয়েছে যেগুলির সদস্যরা ভারতীয় নাগরিক ছিলেন, মৌলিক অধিকারের সুবিধা, নাগরিকদের জন্য বিশেষ। এর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে মৌলিক অধিকারের উদ্দেশ্যে একটি কর্পোরেশন নাগরিক ছিল কি না কিন্তু এটি উত্তর দেওয়া হয়নি। মৌলিক অধিকারের বিষয়ে দাবি করা সুরাহাগুলির মধ্যে, বিশেষভাবে নাগরিকদের জন্য কর্পোরেশনগুলিকে প্রদান করা হয়েছে উল্লেখ করা যেতে পারে:

---

(১) আই.এল.আর. [১৯৫৫] বোম। ৬৮০। (২) [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯।

এক্সপ্রেস নিউজপেপারস (প্রাইভেট) লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন (১); *বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং, বনাম বিহার রাজ্য (২); দ্য বোম্বে ডাইং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড, বনাম বোম্বে স্টেট (৩)।*

আমার রায়ে, অতএব, এই বিশেষ বেঞ্চে উল্লেখ করা প্রথম প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচকভাবে দেওয়া উচিত।

অন্য যে প্রশ্নটি উল্লেখ করা হয়েছে, আমি আমার বিদ্বান ভাই বিচারপতি, শাহ এর সিদ্ধান্তের সাথে একমত যে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন আসলে ভারত সরকারের একটি বিভাগ বা অঙ্গ নয়। তিনি যে যুক্তির উপর ভিত্তি করে এই উপসংহারে এসেছেন তার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, আমি বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনা করার প্রস্তাব করছি না।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য আমি এই বিশেষ বেঞ্চে উল্লেখিত দুটি প্রশ্নের উত্তর দেব এইভাবে:-

(১) স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, যতক্ষণ না এটি সম্পূর্ণরূপে ভারতের নাগরিকদের নিয়ে গঠিত, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি)-এর অধীনে নাগরিকদের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি কার্যকর করার জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে;

(২) স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন ভারত সরকারের একটি বিভাগ বা অঙ্গ নয় এবং সংবিধানের পার্ট III এর অধীনে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দাবি করতে পারে অনুচ্ছেদ ১২-তে সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

বিচারপতি, শাহ- ১৮ মে, ১৯৫৬-এ, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পরে 'দ্য কোম্পানি' নামে পরিচিত ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ৫ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন সহ প্রতিটি ১০০ টাকার পাঁচ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। প্রতিটি ভারত সরকারের তহবিল থেকে চাঁদা দেওয়া মূলধনের নিরানব্বই শতাংশ ভারতের রাষ্ট্রপতির নামে এবং বাকি দুই শতাংশ বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দুই যুগ্ম সচিবের নামে নিবন্ধিত ছিল। ফেব্রুয়ারী ১২, ১৯৬১-এ, বাণিজ্যিক কর অফিসার, বিশাখাপত্তনম নির্দিষ্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রয় করের জন্য ৫,৭৯,১৯৮,১৭ টাকাতে কোম্পানিকে মূল্যায়ন করেছেন এবং অর্থ প্রদানের দাবিতে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। কোম্পানি এবং মিঃ কে বি লাল, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব, বাণিজ্যিক কর অফিসারের আদেশ বাতিল করার জন্য এই আদালতে আবেদন করেছিলেন,

---

(১) [১৯৫৯] এস.সি.আর. ১২। (২) [১৯৫৫] (২) এস.সি.আর. ৬০৩। (৩) [১৯৫৮] এস.সি.আর. ১১২২।

এবং আবেদনের উপর ডিমান্ডের নোটিশ যে মূল্যায়ন আদেশ এবং দাবির বিজ্ঞপ্তি অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এফ) এবং (জি)-এর অধীনে অন্যদের মধ্যে আবেদনকারীদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে। আবেদনের শুনানিতে; কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার এবং অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের কৌঁসুলি দাখিল করেছেন যে আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় কারণ কোম্পানিটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এর অর্থের মধ্যে 'নাগরিক' ছিল না, এবং যে কোনও ক্ষেত্রে কোম্পানি ভারত সরকারের "একটি অঙ্গ, বিভাগ বা উপকরণ" হওয়ায় অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনও মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে অক্ষম ছিল। এরপর আদালত একটি বৃহত্তর বেঞ্চের কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উল্লেখ করেছেন:

> "(১) স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন ভারতীয় কোম্পানি আইন ১৯৫৬ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে একজন নাগরিক কিনা এবং উল্লিখিত অনুচ্ছেদের অধীনে নাগরিকদের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের প্রয়োগের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে; এবং (২) রাজ্য ট্রেডিং কর্পোরেশন ভারতীয় কোম্পানি আইন ১৯৫৬ এর অধীনে অন্তর্ভুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সত্ত্বেও ভারত সরকারের একটি বিভাগ এবং অঙ্গ হিসাবে তার সম্পূর্ণ মূলধন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এবং এটি তৃতীয় অংশের অধীনে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করার দাবি করতে পারে কিনা সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে?

দ্বিতীয় আবেদনকারী কে বি লালের কাছে আবেদনটি বজায় রাখার জন্য যে কোনও অধিকারের সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমরা এই পর্যায়ে উদ্বিগ্ন নই, প্রশ্নগুলি শুধুমাত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি)-এর সুরক্ষা সেট আপ করার কোম্পানির অধিকারের সাথে মোকাবিলা করে।

অনুচ্ছেদ ১৯ নাগরিকদের পক্ষে কিছু মৌলিক স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয় যা প্রদান করে যে-

> "(১) সকল নাগরিকের অধিকার থাকবে-
>
> (ক) বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা;
>
> (খ) শান্তিপূর্ণভাবে এবং অস্ত্র ছাড়া সমবেত হওয়া;
>
> (গ) সমিতি বা ইউনিয়ন গঠন করা;
>
> (ঘ) ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে অবাধে চলাফেরা করা;
>
> (ঙ) ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনো অংশে বসবাস ও বসতি স্থাপন করা;
>
> (চ) সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করা; এবং
>
> (ছ) কোন পেশা অনুশীলন করা, বা কোন পেশা, ব্যবসা বা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া।"

মৌলিক স্বাধীনতা (যার অনুশীলন প্রকরণ (২) থেকে (৬) নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ সাপেক্ষে) নাগরিকদের জন্য স্পষ্টভাবে গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে, যে প্রশ্নটি দুয়ারে নিজেকে উপস্থাপন করে তা হ'ল কোম্পানি একজন নাগরিক হওয়ার দাবি করতে পারে কিনা এবং সেই ভিত্তিতে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করার স্বাধীনতার সুরক্ষা দাবি করে এবং যে কোন ব্যবসা, পেশা বা ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে। ভারতীয় কোম্পানী আইনের অধীনে একটি কোম্পানির অন্তর্ভূক্ত করা আবেদনটি সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে 'নাগরিক' নয় প্রধানত দুটি ভিত্তিতে উন্নত:

(১) যে ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ এর আগে, ভারতে এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫ থেকে ১০ দ্বারা কার্যকর নাগরিকত্ব সম্পর্কিত কোন আইন ছিল না, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য ছিল প্রথমবারের মতো নাগরিক ঘোষণা। নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ এর বিধানের অধীনে, সংবিধান শুরু হওয়ার পর থেকে শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যক্তিরাই নাগরিকত্বের অধিকার দাবি করতে পারে। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের অধীনে নাগরিক না হয়ে সংবিধানের প্রবর্তনের পরে যে কোম্পানিটি অস্তিত্বে এসেছিল, তাই অনুচ্ছেদ ৫ থেকে ১১ ভারতে নাগরিকত্ব সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ কোড গঠনের জন্য এটি দ্বারা দাবি করা অধিকারগুলি প্রয়োগ করতে অযোগ্য, এবং একজন কৃত্রিম ব্যক্তি ৫, ৬ এবং ৮ অনুচ্ছেদে গণনা করা ক্লাসের নয়, না নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ (অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে প্রণীত) এর অধীনে, নাগরিকত্বের জন্য কোম্পানির দাবি অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা উচিত; এবং

(২) নাগরিকত্ব রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে যেটির একজন ব্যক্তি নিজেকে নাগরিক বলে দাবি করেন এবং বেসামরিক প্রশাসনে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের শান্তি বা প্রতিরক্ষা রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ডাকা হলে সেবা করার দায়িত্ব জড়িত থাকে, এবং একজন কৃত্রিম ব্যক্তি আনুগত্য এবং এই পরিষেবাগুলি প্রদানে অক্ষম তাকে নাগরিক হিসাবে গণ্য করা যায় না। নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণা যাকে বলা হয় তার উপর ভিত্তি করেই এই যুক্তি।

কোম্পানির কৌঁসুলি দাখিল করেন যে নাগরিকত্ব হল এমন একটি মর্যাদা যা একজন ব্যক্তি তার পৌর আইনের অধীনে একটি রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের অধিকারী, এবং এই জাতীয় অধিকারগুলি একইভাবে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম ব্যক্তির মর্যাদার অধিকারী।

অনুচ্ছেদ ১৯-এ ব্যবহৃত 'নাগরিক' অভিব্যক্তির বিষয়বস্তু নির্ধারণে, যা সংবিধানে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি

বা সাধারণ ধারা আইনেও হইনি, এটি, প্রথম উদাহরণে, সংবিধানের তৃতীয় অংশ দ্বারা বিভিন্ন মৌলিক অধিকার ঘোষিত এবং গ্যারান্টিযুক্ত এবং সেই মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রদত্ত সুরক্ষার পরিমাণের অধীনে যে প্রকল্পের অধীনে রয়েছে তা বিবেচনা করা কার্যকর হতে পারে। মৌলিক অধিকার ঘোষণার ক্ষেত্রে সংবিধান বিভিন্ন অধিকারের সুবিধাভোগীদের বোঝাতে বিভিন্ন অভিব্যক্তি ব্যবহার করে। ১৪, ২০(১), (২) এবং (৩), ২১, ২২(১), (২) এবং (৪), ২৫(১), ২৭, ২৮(৩) এবং ৩১ অনুচ্ছেদগুলির দ্বারা কিছু মৌলিক অধিকার ব্যক্তির পক্ষে ঘোষণা করা হয়। ১৬(১) এবং (২), ২৬(১) এবং (২), ১৯(১) এবং ২৯(২) অনুচ্ছেদগুলির দ্বারা নাগরিকরা এর দ্বারা নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকারের প্রাপক। কিছু মৌলিক অধিকার গোষ্ঠীর পক্ষে ঘোষণা করা হয় যেমন সম্প্রদায়, বিভাগ, সংখ্যালঘু বা প্রতিষ্ঠান যেমন অনুচ্ছেদ ২৬, ২৯(১), ৩০(১) এবং ৩০(২): এগুলি জিনিসের প্রকৃতিতে ব্যক্তিদের গোষ্ঠী হবে। কিছু অন্যান্য অনুচ্ছেদ দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় যেমন ১৭, ২৩ (১), এবং ২৪ এবং ২৮ (১) অস্পৃশ্যতা, মানুষের যাতায়াত, জোরপূর্বক শ্রম, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মসংস্থানে শিশুদের নিয়োগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় নির্দেশ প্রদানের বিরুদ্ধে প্রভৃতি অশুভ দূরীকরণের জন্য। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যবহৃত 'নাগরিক' অভিব্যক্তিটির নিঃসন্দেহে 'ব্যক্তি'র চেয়ে সংকীর্ণ অর্থ রয়েছে। সাধারণ ধারা আইনের ধারা ৩(৪২) সহ পঠিত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৭ দ্বারা একজন "ব্যক্তি" যেকোন কোম্পানী বা সংস্থা বা ব্যক্তিদের সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক। ব্যক্তির পক্ষে অধিকার ঘোষণা করার মাধ্যমে, এটি প্রথম দর্শনে মনে হতে পারে যে এটি ব্যক্তিদের কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিকভাবে সেই অধিকারগুলি প্রদানের উদ্দেশ্যে ছিল। কিন্তু এই অনুমান বাস্তবে সমানভাবে সত্য নয়। ২৫(১), ২৮(৩) এবং সম্ভবত ২০(৩) অনুচ্ছেদ "ব্যক্তি" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে অধিকার প্রদত্ত প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের চরিত্রের প্রতি বিবেচনা করে শুধুমাত্র এর দ্বারা ঘোষিত অধিকারের সুবিধাভোগী হতে পারে। অনুচ্ছেদ ১৫(১) এবং (২) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে; অনুচ্ছেদ ১৬-এর প্রকরণ (১) এবং (২) সরকারি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের সুযোগের সমতা ঘোষণা করে, এবং অনুচ্ছেদ ১৮(২) কোন বিদেশী রাষ্ট্র থেকে শিরোনাম গ্রহণের বিরুদ্ধে নাগরিকদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। এই অনুচ্ছেদগুলিতে, অভিব্যক্তি নাগরিক শুধুমাত্র একজন প্রাকৃতিক ব্যক্তিকে উল্লেখ করতে পারে। কিন্তু এটি অনুচ্ছেদ ১৯-এ "নাগরিক" অভিব্যক্তিটির অর্থের সিদ্ধান্তমূলক হতে পারে না। একটি জাতির সংবিধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ নথিতে ব্যবহৃত অভিব্যক্তির অর্থ নির্ণয় করার জন্য, একটি যান্ত্রিক পদ্ধতির অনুমতি দেওয়া হবে না।

সংবিধান শুধু জনগণের ইচ্ছার ঘোষণা, এবং উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, কোন সংকীর্ণ বা মতবাদের চেতনায় নয়। এটির প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে, যা এর স্বাভাবিক তাৎপর্যের আলোকে শব্দগুচ্ছের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এর গতিশীল চরিত্রের আলোকে যা জনগণের আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এতে সামান্য সন্দেহ থাকতে পারে যে কর্পোরেশনের মতো একজন কৃত্রিম ব্যক্তি অনুচ্ছেদ ১৯(১)-এর প্রকরণ (এ), (সি), (এফ) এবং (জি) দ্বারা প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম এবং সম্পত্তি রাখার অধিকার এবং বাণিজ্য বা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার হল কৃত্রিম ব্যক্তিদের মধ্যে নিহিত অত্যাবশ্যক গুরুত্বের দুটি অধিকার এবং ভারতে এবং বিদেশে বাণিজ্য ও ব্যবসার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্পোরেট কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে শুধুমাত্র একটি প্রাকৃতিক ব্যক্তি পৌর আইনের অধীনে নির্দিষ্ট গুণাবলী থাকা একজন নাগরিক হতে পারে, অনুচ্ছেদ ১৪ (আইনের সামনে সমতা এবং আইনের সমান সুরক্ষা), অনুচ্ছেদ ২৭ (কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রচারের জন্য কর প্রদানের স্বাধীনতা), অনুচ্ছেদ ২০(১) এবং (২) (দণ্ডবিধির পূর্ববর্তী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বাধা, এবং দ্বিগুণ ঝুঁকির বিরুদ্ধে নিয়ম) এবং অনুচ্ছেদ ৩১ (আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত অন্যথায় সম্পত্তি থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাধা) দ্বারা প্রদত্ত অধিকার এমনকি কৃত্রিম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করা হয়, তবে কিছু সবচেয়ে লালিত অধিকার যেমন সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করার অধিকার এবং ব্যবসা বা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার কৃত্রিম ব্যক্তিদের নির্বাহী বা আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে রক্ষা করা যাবে না। ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করার সময় কি গণপরিষদ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রস্থান করার উদ্দেশ্যে ছিল, এবং অনুচ্ছেদ ১৯ এর অধীনে ঘোষিত অধিকারের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতা বা নির্বাহীদের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তা প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ করার জন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের পক্ষে এবং কৃত্রিম ব্যক্তিদের পক্ষে নয়?

এই পটভূমিতে আমরা প্রশ্নের দিকে ফিরে যেতে পারি, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫, ৬ এবং ৮ এবং নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর অধীনে নাগরিকত্বের ঘোষণাটি সম্পূর্ণ ছিল কিনা; বা নিছক প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য। নাগরিকত্বের একটি সত্যিকারের ধারণা থাকা এবং ইংল্যান্ডের সাধারণ আইন যা ভারতীয় আইনশাস্ত্রের ভিত্তি তৈরি করেছে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রথমে প্রয়োজন হতে পারে, সংবিধানের পূর্বে কৃত্রিম ব্যক্তিদের নাগরিকের মর্যাদা বা 'বিষয়' হিসাবে দায়ী করা হয়েছিল যেমনটি তাদের সরকারের রাজতান্ত্রিক আকারে ডাকা স্বাভাবিক ছিল।

প্রধান বিচারপতি, ওয়েট, ভার্জিনিয়া এল. মাইনার বনাম রিস হ্যাপারসেট (১) পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"মানুষ ছাড়া একটি জাতি থাকতে পারে না। একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের ধারণা, যেমন একটি জাতি, তাদের সাধারণ কল্যাণের জন্য ব্যক্তিদের একটি সমিতিকে বোঝায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রত্যেকে গঠিত জাতির সদস্য হয়। এসোসিয়েশন দ্বারা তিনি এটির আনুগত্যের অধিকারী, এবং সুরক্ষা হল আনুগত্যের জন্য অন্য আনুগত্যের জন্য একটি ক্ষতিপূরণ।

সুবিধার জন্য এই সদস্যপদে একটি নাম দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল একটি উপাধি দ্বারা মনোনীত ব্যক্তি এবং জাতির সাথে তার সম্পর্ক। এই উদ্দেশ্যে "বিষয়", "নিবাসী" এবং "নাগরিক" শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে নির্বাচন কখনও কখনও সরকারের ফর্মের উপর নির্ভর করে করা হয়। নাগরিক এখন সাধারণভাবে নিযুক্ত করা হয়, এবং যেহেতু এটি একটি প্রজাতন্ত্রী সরকারের অধীনে বসবাসকারী ব্যক্তির বর্ণনার জন্য আরও উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে, এটি গ্রেট ব্রিটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে প্রায় সমস্ত রাজ্যই গৃহীত হয়েছিল এবং পরে গৃহীত হয়েছিল কনফেডারেশনের প্রবন্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে। যখন এই অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন এটি একটি জাতির সদস্যতার ধারণাকে বোঝায় এবং এর বেশি কিছু নয়।"

ডাইজেস্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ল –এ (জে. বি.মুরে) ভলিউম III, ১৯০৬ সংস্করণ পি ২৭৩-এ, এটি বলা হয়েছে:

"নাগরিকত্ব, কঠোরভাবে বলতে গেলে, পৌরসভা আইনের একটি শব্দ, এবং পূর্ণ নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের নির্দিষ্ট রাজ্যের মধ্যে দখলকে বোঝায়, বিশেষ অযোগ্যতা সাপেক্ষে, যেমন সংখ্যালঘু বা লিঙ্গ। যে শর্তে নাগরিকত্ব অর্জিত হয় তা পৌরসভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আইন।"

ওপেনহেইমের আন্তর্জাতিক আইনে (লাটারপ্যাচ) ভলিউম পি. ৬৪৪ এটা বলা হয়েছে:

---

(১) ২১ ওয়াল ১৬২: ৮৮ ইউএস ৬২৭।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যদিও 'নাগরিকত্ব' এবং 'জাতীয়তা' অভিব্যক্তিগুলি প্রায়ই বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়, 'নাগরিক' শব্দটি একটি নিয়ম হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত অধিকারের অধিকারী ব্যক্তিদের মনোনীত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়, যখন কিছু ব্যক্তি-যেমন অঞ্চল এবং সম্পত্তির অন্তর্গত যা ইউনিয়ন গঠনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে নেই -কে 'জাতীয়' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আন্তর্জাতিক আইনের চিন্তাধারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের নাগরিকত্বের সম্পূর্ণ অধিকার নেই . . . . .

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনস-এ এটি কমনওয়েলথের পৃথক রাষ্ট্রগুলির নাগরিকত্ব যা প্রাথমিকভাবে আন্তর্জাতিক আইনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যদিও 'ব্রিটিশ বিষয়' বা 'কমনওয়েলথ নাগরিক'-এর গুণমান সম্ভবত শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দেশের পৌর আইনের বিষয় হিসাবে প্রাসঙ্গিক।"

নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ বা সদস্যতার একক ধারণার বিভিন্ন দিককে জোর দেয়। এসোসিয়েশনের ফর্ম এবং বিষয়বস্তু তাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনে সরকারী যন্ত্রপাতির রঙের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সারমর্মে তারা সেই সম্পর্ককে নির্দেশ করে যা একজন ব্যক্তি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের সাথে বহন করে। নাগরিকত্ব হল সেই সম্পর্ক যা একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের সাথে তার জাতীয় বা পৌরগত দিক থেকে বহন করে; জাতীয়তা আন্তর্জাতিক আইনের ডোমেনের সাথে প্রযোজ্য, এবং একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, যার কারণে সে একটি নির্দিষ্ট সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। 'নাগরিক' এবং 'জাতীয়' প্রায়শই বিনিময়যোগ্য পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে দুটি শব্দ সমার্থক নয়। বেশিরভাগ সমাজে নাগরিকত্ব হল রাজ্যের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক মর্যাদা, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকারের অধিকারী ব্যক্তিদের বোঝাতে নিযুক্ত করা হয়। কিছু রাজ্যের নাগরিক রয়েছে যারা আনুগত্যের কারণে নাগরিকত্বের অভাব রয়েছে যেমন ঔপনিবেশিক সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত যা মেট্রোপলিটন অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সরকারে অংশগ্রহণ করে না। এমনকি যে রাজ্যগুলিতে সরকারী যন্ত্রপাতিতে নাগরিকদের সংস্থান নেই বা কার্যকর হওয়ার পক্ষে খুব কম, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় ব্যক্তিকে নাগরিক বলা যেতে পারে।

আবার এমন রাজ্যগুলিতেও নাগরিক থাকতে পারে যার একটি সরকার রয়েছে, যা প্রশাসনের সাথে তার নাগরিকদের একটি কার্যকর সংযোগের অনুমতি দেয়, যারা সরকারে অংশ নেয় না, বা যারা লিঙ্গ, সংখ্যালঘু বা ব্যক্তিগত অযোগ্যতার কারণে অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য বা অক্ষম। তাই নাগরিকত্ব হল একটি জুরাল সোসাইটির সদস্যপদ যা ধারককে সমস্ত অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিনিয়োগ করে যা সাধারণত এর নাগরিকরা উপভোগ করে এবং তাকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন করে; জাতীয়তা হল একজন ব্যক্তি এবং একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ, যা নিশ্চিত করে যে আন্তর্জাতিক বিষয়ে তার অধিকার প্রদান করা হবে। প্রতিটি নাগরিক একজন জাতীয়, কিন্তু প্রতিটি জাতীয় সবসময় নাগরিক নয়। বন্ধন যা জাতীয় এবং নাগরিককে আবদ্ধ করে তা হল রাষ্ট্রের আনুগত্যের বন্ধন; এটি জন্মগতভাবে উদ্ভূত হয়, প্রাকৃতিকীকরণ বা অন্যথায় একটি রাজনৈতিক সমাজে যাকে একটি রাষ্ট্র, রাজ্য বা সাম্রাজ্য বলা হয়।

ইংরেজী সাধারণ আইনের অধীনে, একটি কোম্পানি বা একটি কর্পোরেশনের সমষ্টিকে এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা এটিকে রাষ্ট্রের একটি জাতীয় করে তুলবে যেখানে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একটি কর্পোরেশনের সামগ্রিক দায়বদ্ধতা যেমন সামরিক বা বেসামরিক পরিষেবার কর্মক্ষমতা, বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে, এর অন্তর্ভুক্তির রাজ্যের জাতীয় হিসাবে তার মর্যাদা স্বীকৃতিতে বাধা হতে পারেনি। এটি বিচারিক সিদ্ধান্তগুলিতে প্রতিফলিত হয় যে পাবলিক কর্পোরেশনগুলি একত্রিত করে কোম্পানির দেশের নাগরিক, শেয়ার-হোল্ডারদের জাতীয়তা নির্বিশেষে। ইংরেজী সংবিধি আইন কর্পোরেশনগুলির জাতীয়তা নিয়ন্ত্রণ করে না, তবে সর্বোচ্চ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তাদের জাতীয়তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে সক্ষম বলে গণ্য করে। জ্যানসন বনাম ড্রাইফন্টেইন কনসোলিডেটেড মাইনস লিমিটেড (১) তে হাউস অফ লর্ডস দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানিকে সেই রাজ্যের জাতীয় হিসাবে বিবেচনা করে। লর্ড ম্যাকনাঘটেনের ৪৯৭ পৃষ্ঠায় লর্ড ডেভির ৪৯৮ পৃষ্ঠায়, লর্ড বারম্পটনের ৫০১ পৃষ্ঠায় এবং ৫০৫ পৃষ্ঠায় লর্ড লিন্ডলির পর্যবেক্ষণগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এগিয়ে যায় যে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের একজন নাগরিক এবং যুদ্ধ ঘোষণার আগে বিদেশী রাষ্ট্র দ্বারা যুক্তরাজ্যে ট্রানজিটের সময় ক্যাপচারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আন্ডাররাইটারদের দ্বারা বীমা চুক্তির বৈধতার প্রশ্নটি বৈধ ছিল।

----

(১) এল.আর. (১৯০২) এ.সি. ৪৯৪।

একইভাবে অ্যাটর্নি জেনারেল বনাম ইহুদি উপনিবেশকরণ সমিতি (১) এই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে একটি পাবলিক কর্পোরেশন জাতীয়তার জন্য সক্ষম, এবং জেনারেলি বনাম সেলিম কোট্রাপ (২) তে এটি গ্রহণ করা হয়েছিল যে একটি পাবলিক কর্পোরেশনের জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গ্যাসক বনাম অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কমিশনার (৩) বিচারপতি, ম্যাকনটন, পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"কিন্তু একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যের দ্বারা বসবাস, বাসস্থান এবং জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া যেতে পারে, এবং আমি মনে করি, ইংল্যান্ডের আইন দ্বারা একটি বডি কর্পোরেটকে দেওয়া হয়েছে। এটি বিতর্কিত নয় যে কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, ব্রিটিশ জাতীয়তা আছে, যদিও, একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির মত, এটি তার জাতীয়তা পরিবর্তন করতে পারে না।"

কুয়েনিগি বনাম ডোনারসমার্ক (৪) তে এটি ধরা হয়েছিল যে একটি কোম্পানি ইংল্যান্ডের আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ইংল্যান্ডে নিবন্ধিত হয়েছে এবংতাই একটি ইংরেজি বাসস্থান আছে, এবং সাদৃশ্য অনুসারে, ব্রিটিশ জাতীয়তা, ইংরেজি আইন দ্বারা এটি ইংরেজ আইনের সাপেক্ষে একটি ইংরেজ কোম্পানি হতে ক্ষান্ত হয়নি শুধুমাত্র কারণ এটি শত্রুর নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিচারপতি, এমসি নায়ার পর্যবেক্ষণ করেছেন পৃষ্ঠা ৫৩৫-তে:

'আমি মনে করি যে এটাও স্পষ্ট যে, যতদূর উপমা দিয়ে একজন আইনবাদী ব্যক্তির কাছে জাতীয়তা সরবরাহ করা যেতে পারে, তার জাতীয়তা একটি অবিচ্ছেদ্য পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়।দেশের আইন দ্বারা যা থেকে এটি তার ব্যক্তিত্ব লাভ করে।"

একটি কর্পোরেশনের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব সেই দেশের আইন থেকে উদ্ভূত হয় যেখানে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং সেই ব্যক্তিত্বের উপর সেই দেশের জাতীয়তা প্রভাবিত হয়, কারণ কর্পোরেশন আইনের ভিত্তিতে এটি অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম, বাধ্যবাধকতা সাপেক্ষে এবং সাধারণ সম্মতি দ্বারা তার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিষয়ে সুরক্ষা দাবি করার অধিকারী।

যদি একটি কর্পোরেশন সামগ্রিক একটি জাতীয় হয়, তাহলে এটি কি নাগরিক হিসাবে গণ্য হতে পারে? আমাদের আইন অনুসারে একজন বিচারিক ব্যক্তি সাধারণত সেগুলি ছাড়া সকল নাগরিক অধিকার ব্যবহার করতে পারেন যা তার সংবিধান বা অধিকারের প্রকৃতি থেকে কর্পোরেশন দ্বারা প্রয়োগ বা প্রয়োগ করা যাবে না।

---

(১) [১৯০১] ১ কে.বি. ১২৩ (২) এল.আর. (১৯৩২) এ.সি. ২৮৮।

(৩) এল.আর. [১৯৪০] ২ কে.বি. ৮০। (৪) এল.আর. [১৯৫৫] ১ কিউ.বি. ৫১৫।

একজন বিচারিক ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করতে পারে, ব্যবসা বা ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে, অঞ্চলের মধ্যে বসবাস করতে পারে এবং সমিতি গঠন করতে পারে। এটি এমন বাধ্যবাধকতাগুলি পালনের জন্যও দায়বদ্ধ যা এর অন্তর্ভুক্তির প্রকৃতি অনুমতি দেয়। এর কার্যকলাপ এবং কর্পোরেট চরিত্রে এর অধিকার প্রয়োগের উপর কোন বিশেষ বিধিনিষেধ নেই। এটি একটি বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে সক্ষম যা প্রাকৃতিক ব্যক্তিরা নাগরিক হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, অন্যদের প্রয়োগ করতে এর অক্ষমতা তার ব্যক্তিত্ব এবং সংবিধানের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয় এবং এর উপর আরোপিত কোনও বিশেষ বিধিনিষেধ থেকে নয়। নিঃসন্দেহে কর্পোরেশন দ্বারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যায় না কিন্তু ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা নাগরিকত্বের একটি অপরিহার্য বিষয় নয়। রাষ্ট্র সাধারণত বিদেশে তার নাগরিকদের হিসাবে কর্পোরেট সুরক্ষা প্রদান করে এবং রাজ্যের মধ্যে অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা সহ তার কর্পোরেট চরিত্রকে স্বীকৃতি দেয়। সুরক্ষার ক্ষেত্রে, আইন প্রাকৃতিক ব্যক্তি এবং কর্পোরেশনের মতো কৃত্রিম ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। তখন কি সংবিধানের উদ্দেশ্য ছিল যা কর্পোরেশনের পক্ষে এবং সেইসাথে অনুচ্ছেদ ১৪-এর অধীনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের পক্ষে, অনুচ্ছেদ ৩১(১) এর অধীনে সম্পত্তি বঞ্চনার বিরুদ্ধে, বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বা, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নয় এবং অনুচ্ছেদ ৩১(২) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াই সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে, কর আরোপের বিরুদ্ধে, যার আয় বিশেষভাবে অনুচ্ছেদ ২৭ এর অধীনে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় প্রদানের জন্য বরাদ্দ করা হয়, অনুচ্ছেদ ২৬৫-এর অধীনে আইনের কর্তৃত্ব ছাড়াই কর আরোপের বিরুদ্ধে এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও মিলনের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, বিস্তৃত প্রশস্ততার সুরক্ষা প্রদান করে, শুধুমাত্র XIII অংশের বিধানের সাপেক্ষে, এখনও বাণিজ্যের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার, সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করার অধিকার এবং সমিতি গঠনের অধিকার বা অঞ্চলের মধ্যে তার পছন্দের বাসস্থান গ্রহণের অধিকারের গ্যারান্টি দেয়নি। সংবিধানের ভাষা বা স্কিম এতটা বাধ্যতামূলক না হলে, অনুচ্ছেদ ১৯(১)-তে সংঘটিত নাগরিক অভিব্যক্তির সীমিত অর্থ সম্পর্কে যে কোনও পূর্বনির্ধারণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন হবে। এটা মনে রাখা যেতে পারে যে কৃত্রিম ব্যক্তিদের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতির সাথে সাংবিধানিক অনুশীলন অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাক্সিকো ১৯১৭, এল সালভাদর ১৯৫০ এবং স্প্যানিশ জনগণের সংবিধান নাগরিক হিসাবে কর্পোরেশনের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়।

এটি উকিল বারে বিতর্কিত ছিল না এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে বিতর্কিত হতে পারে না যে এটি সংবিধান প্রণেতাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল, এবং ভারতের সংসদে কৃত্রিম ব্যক্তিদের ভারতের নাগরিক হিসাবে ঘোষণা করার জন্য স্পষ্ট বিধান তৈরি করা হয়েছিল।

কিন্তু এটা অনুরোধ করা হয় যে সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য একটি কোম্পানির কর্পোরেট চরিত্রকে নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া ছিল না। বলা হয় যে অনুচ্ছেদ ৫, ৬ এবং ৮-এর বিধান এবং সংবিধান-পরবর্তী বিষয়গুলিতে অনুচ্ছেদ ১১-এর অধীনে প্রণীত আইনগুলি নাগরিকত্বের অধিকার প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ এবং এমন কোনও নাগরিক থাকতে পারে না যে নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে না। সেই থিসিসের একটি প্রয়োজনীয় ফলাফল হল যে সংবিধান-প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম-এর আগে ভারতে কোনও নাগরিক ছিল না-এবং সংবিধান এবং নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ দ্বারা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের নাগরিক করা হয় এবং অন্য কেউ নয়।

এই অনুমানের বৈধতা পরীক্ষা করার জন্য, সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধান এবং সংবিধানের পূর্ববর্তী উপাদান বিধানগুলিকে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এটা মানতে হবে যে অনুচ্ছেদ ৫(১), ৫ (বি), ৬ এবং ৮ এ উল্লিখিত ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক ব্যক্তি এবং এই বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 'ব্যক্তি' অভিব্যক্তিটি কৃত্রিম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুচ্ছেদ ৫-এর প্রকরণ (সি) বলতে বোঝায় ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য বসবাসকারী ব্যক্তিদের, এবং এটি অনুমান করা যেতে পারে যে এই ধারাটি প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। একইভাবে নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫এর ধারা ২(এফ) এর সংজ্ঞা দ্বারা, আইনটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য হয়েছে। কিন্তু অনুমান যে ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ এর আগে ভারতে কোন নাগরিক ছিল না, সংবিধানের দ্বারা প্রথমবারের মতো নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল, সংবিধানে ব্যবহৃত ভাষা বা আমাদের জাতীয় বিবর্তনের ইতিহাস দ্বারাও তা নিশ্চিত করা যায় না। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতীয়দের মর্যাদা ব্রিটিশ জাতীয়তা এবং বিদেশীস অ্যাক্ট, ১৯১৪ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তারা ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ নাগরিকদের দেওয়া এই ধরনের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিল। ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে তাদের মর্যাদা একটি প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের মর্যাদার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তারা নাগরিক অধিকার ব্যবহার করত, এবং সরকার অনুমোদিত ফর্মের মতো রাজনৈতিক অধিকারগুলি ব্যবহার করত। যদি একজন নাগরিক একজন নাগরিক হন যিনি রাষ্ট্রের আইনের অধীনে পূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের অধিকারী হন,

সংবিধানের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজাদের ব্রিটিশ ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে অধিকারের গুণগত মান ছিল যা তাদের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। একইভাবে ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের তাদের নিজস্ব রাজ্যের মধ্যে নাগরিকত্বের অধিকার ছিল এবং সেই অধিকারগুলি ভারতের অধিরাজ্যের সাথে তাদের শাসকদের স্থবির এবং একীকরণ চুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। থিসিসটি কেবলমাত্র সংবিধান প্রণয়নের আগে নাগরিকত্বের অধিকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অধিকারের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বরের মধ্যে সংঘটিত সাংবিধানিক বিকাশের বিশদ পরীক্ষায় প্রবেশ করা অপ্রয়োজনীয়, যা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজা এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের দ্বারা ভারত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছিল। এটি পর্যবেক্ষণ করা যথেষ্ট হতে পারে যে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ এর আগে, আইনসভাকে প্রাকৃতিককরণের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতীয় হিসাবে বিদেশিদের অধিকার প্রদানের ক্ষমতা দিয়ে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, এবং বিজ্ঞাপনটি বিদেশী বা এমনকি ব্রিটিশ সম্পত্তির নাগরিকদের ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দিয়ে সেই দিনের সরকারকে বিনিয়োগ করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যান্ড স্ট্যাটাস অফ বিদেশী অ্যাক্ট, ১৯১৪-এর পার্ট II, বিদেশীদের স্বাভাবিকীকরণ সম্পর্কিত ব্রিটিশ ভারতে প্রসারিত হয়নি, যদিও অংশ I এবং III সমস্ত অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, আইনের ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে যা ঔপনিবেশিক বা ডোমিনিয়ন সরকার এবং আইনসভার জাতীয়তার বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং ব্রিটিশ প্রজাদের বিভিন্ন শ্রেণীর সাথে আচরণের সাথে সম্পর্কিত তাদের দ্বারা পাস করা আইনের বৈধতা রক্ষা করে। ১৯১৪ সালের আইনের অধীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে জন্মস্থানটি ব্রিটিশ জাতীয়তার নির্ধারক ছিল, কিন্তু ক্ষমতা তাদের ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিককরণের বিধান করার জন্য আইন দ্বারা ডোমিনিয়ন এবং কলোনিদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। ১৯২৬ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় আইনসভা ইন্ডিয়ান ন্যাচারালাইজেশন অ্যাক্ট, ১৯২৬ প্রণয়ন করে, যা স্থানীয় সরকারগুলিকে সেই পক্ষে আবেদনকারী ব্যক্তিদের প্রাকৃতিককরণের শংসাপত্র প্রদান করতে এবং এতে উল্লেখিত বিষয়ে স্থানীয় সরকারকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম করে। প্রাকৃতিককরণের সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করার ক্ষমতাও সংরক্ষিত ছিল। আইনসভা ১৯২৪ সালের ভারতে অভিবাসন আইন, III ও প্রণয়ন করেছিল, যা ভারতীয় বংশোদ্ভূত না হওয়া ব্যক্তিদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুমোদন করেছিল, কোনো ব্রিটিশ দখলে রয়েছে, ব্রিটিশ ভারতে প্রবেশ এবং বসবাসের ক্ষেত্রে ভারতীয় আবাসিক ব্যক্তিদের এই ধরনের অধিকার আইন ও প্রশাসনের দ্বারা প্রদত্ত এর চেয়ে বেশি অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে না।

এই বিধিবদ্ধ বিধানগুলির প্রভাব ছিল - ভারতে ব্রিটিশ প্রজাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং তাদের নাগরিকত্বের অধিকারগুলিকে আনুমানিক করার জন্য, এই জাতীয় অধিকারগুলিকে প্রাকৃতিকীকরণের মাধ্যমে প্রদান করা এবং ভারতে অভিবাসন সীমাবদ্ধ করার জন্য কিছু ব্যতিক্রমের সাপেক্ষে। ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট, ১৯৪৮, ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭-এর পরে প্রণীত হয়েছিল এবং ভারতে সংবিধি আইনের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেই আইনের প্রভাব ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বিভিন্ন উপাদান ইউনিটের নাগরিকত্বের একটি নতুন বিধিবদ্ধ ধারণা তৈরি করা এবং দ্বৈত নাগরিকত্ব, দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায় ইউনিট এবং কমনওয়েলথের মধ্যে বসবাস করে। আনুগত্যের ধারণা যা একটি বিষয়ের মর্যাদার ভিত্তি ছিল, স্থানীয় নাগরিকত্ব নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই আইনটি বিভিন্ন ডোমিনিয়নের দ্বারা নাগরিকত্ব আইন পাস করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছিল এবং এই জাতীয় আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত নাগরিকদের সম্ভাব্য বা প্রকৃত কোনো ডোমিনিয়নের (যার অভিব্যক্তিতে ভারত অন্তর্ভুক্ত) কমনওয়েলথ নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এই নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে, ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রতি আনুগত্য শর্ত ছিল না।

আইন প্রণয়নের ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এই ধারণাকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট যে ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ সালের আগে ভারতে সাধারণ আইন অপারেটিভের অধীনে নাগরিকত্বের মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না, কারণ, আমার রায়ে, ভারতীয় বংশোদ্‌ভূত ব্রিটিশ প্রজাদের নাগরিকদের ব্রিটিশ ভারতে সব উদ্দেশ্যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এই মর্যাদা জন্মগতভাবে উত্থাপিত হয়েছিল এবং এটি প্রাকৃতিককরণের মাধ্যমেও প্রদান করা যেতে পারে।

যদি একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯-এর আগে নাগরিক হতে পারে (যেদিন অনুচ্ছেদ ৩৯৪, অনুচ্ছেদ ৫ থেকে ৯ বলবৎ হয়েছিল), তাহলে অনুমান করার কোন কারণ নেই যে কৃত্রিম ব্যক্তিরা যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক ছিলেন এবং যারা বিদেশে সুরক্ষা দাবি করতে পারে তারা ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে নাগরিকত্বের অধিকার দাবি করতে পারে না, যখন তারা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রয়োগ করত যা প্রাকৃতিক ব্যক্তিরা যারা নাগরিক ছিল তারা ব্যবহার করত, ব্যতীত যেগুলি তাদের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা তারা প্রয়োগ করতে পারেনি। সংবিধানের আগে এমন কোনও সংবিধি ছিল না যা এমনকি পরোক্ষভাবে নির্দেশ করে যে একটি কর্পোরেশন সামগ্রিক নাগরিক হতে পারে না।

যে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ঘোষণা করা হয়েছিল, কোনো নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়নি, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিভিন্ন বিধানের অধীনে নাগরিকত্বের অধিকারগুলি স্বীকৃত ছিল। আমেরিকান সংবিধান স্বীকৃত এমনকি কোনো প্রকাশ্য সংবিধি আইন ছাড়াই, রাজ্যের নাগরিকত্ব এবং ইউনিয়নেরও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অধীনে, "নাগরিক" অভিব্যক্তিটির বিভিন্ন অনুচ্ছেদের অধীনে বিভিন্ন অর্থ দেওয়া হয়েছে। কিছু ধারায় "নাগরিক" অভিব্যক্তিটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের বোঝায়, অন্যগুলিতে এটি কর্পোরেশনের মতো কৃত্রিম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও সংবিধানটি মূলত ঘোষণা করা হয়েছিল এই বিষয়ে নীরব ছিল, কর্পোরেশনগুলিকে ফেডারেল এখতিয়ারের উদ্দেশ্যে তাদের অন্তর্ভুক্তির রাজ্যের নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে অনুচ্ছেদ ৩ ধারা ২ এর অর্থের মধ্যে একজন নাগরিক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোনও কর্পোরেশনকে গণ্য করা হয়নিঃ দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস বনাম ডিভাক্স এট (১)। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিটি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়: দ্য লুইসভিল, সিনসিনাটি এবং চার্লসটন রেলরোড কোম্পানি বনাম টমাস ডব্লিউ. লেটসন (২)। এই কেসটি অনুচ্ছেদ ৩ ধারা ২-এ "বৈচিত্র্য ধারা" এর ব্যাখ্যার উপর উঠেছিল। এই দুটি ক্ষেত্রেই কর্পোরেশনের ক্ষমতা সেই রাজ্যের নাগরিক হওয়ার ছিল না যেখানে তারা অন্তর্ভুক্ত ছিল, অস্বীকার করা হয়েছিল। ১৪ তম সংশোধনীর উদ্দেশ্যে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিশেষাধিকার বা অনাক্রম্যতা সংক্ষিপ্ত করে এমন কোনও আইন তৈরি বা প্রয়োগ করতে রাষ্ট্রকে নিষিদ্ধ করে, একা একজন ব্যক্তিকে নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল: ওরিয়েন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বনাম রবার্ট ই ড্যাগস (৩) এবং ব্যাংকার্স ট্রাস্ট কোম্পানি বনাম টেক্সাস ও প্যাসিফিক রেলওয়ে (৪)। অনুচ্ছেদ ৪ ধারা ২-এর অধীনে উদ্‌ভূত ক্ষেত্রে এটিও রাখা হয়েছিল যে একটি কর্পোরেশনকে তার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনও রাজ্যের নাগরিক হিসাবে গণ্য করা যাবে না। পল বনাম ভার্জিনিয়া (৫) ফিল্ড জে. আদালতের মতামত প্রদান করে পৃষ্ঠা ৫৯-এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে :

> "কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই যা আমাদের পর্যবেক্ষণের অধীনে আসেনি, রাজ্য বা ফেডারেল আদালতে, সংবিধানের সেই বিধানের অর্থের মধ্যে একটি কর্পোরেশনকে নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি যা ঘোষণা করে যে

---

(১) এল.এড. ৩৮। (২) ১১ এল.এড. ৩৫৩।

(৩) ১৭২ ইউএস ৫৫২। (৪) ২৪১ ইউএস ২৯৫।

(৫) ৭৫ ইউএস ৩৫৭।

প্রতিটি রাজ্যের নাগরিকরা বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এবং অনাক্রম্যতার অধিকারী হবেন।"

বিজ্ঞ বিচারক অবশ্য স্পষ্ট করেছেন যে তিনি এই পর্যবেক্ষণগুলিকে শুধুমাত্র রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনও রাজ্যের নাগরিকত্বের দাবিতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন যা এটি অন্তর্ভুক্ত করেছে। পৃ. ৩৬০-এ তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "... কর্পোরেট অস্তিত্বের একটি অনুদান হল কর্পোরেটরদের বিশেষ সুবিধার একটি অনুদান, যা তাদেরকে একক ব্যক্তি হিসাবে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কাজ করতে সক্ষম করে, এবং তাদের (যদি না বিশেষভাবে প্রদান করা হয়) পৃথক দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি দেয়। কর্পোরেশন নিছক স্থানীয় আইনের সৃষ্টি, কোন আইনি হতে পারে না যেখানে সৃষ্টি হয়েছে সার্বভৌমত্বের সীমার বাইরে অস্তিত্ব। . . . . অন্যান্য রাজ্যে স্বীকৃতির নিরঙ্কুশ অধিকার নেই, কিন্তু এই ধরনের স্বীকৃতি এবং তাদের সম্মতির উপর এর চুক্তির প্রয়োগের উপর নির্ভর করে, এটি অবশ্যই অনুসরণ করে যে এই ধরনের সম্মতি এই ধরনের শর্তাবলীর উপর মঞ্জুর করা যেতে পারে যেগুলি সেই রাজ্যগুলি আরোপ করা উপযুক্ত মনে করতে পারে"

এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে কর্পোরেশনগুলিকে ১৪ তম সংশোধনীর অর্থের মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং তাই আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া তাদের সম্পত্তি বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না: স্মিথ বনাম আমেস ([১]) এবং কেনটাকি ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বনাম প্যারামাউন্ট অটো এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন ([২])। আমাদের সংবিধান মেনে নেয়নি মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষার পরীক্ষা হিসাবে যথাযথ প্রক্রিয়ার মতবাদ, কিন্তু ১৯ তম অনুচ্ছেদের দ্বারা সেই স্বাধীনতাগুলির সুরক্ষা কার্যকর করার চেষ্টা করেছে।

এই আদালতে সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক স্বাধীনতা কার্যকর করার জন্য কর্পোরেশনগুলির সামগ্রিক অধিকার সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট মতামত নেই, যদিও এটি ধারাবাহিকভাবে অনুমান করা হয়েছে যে কর্পোরেশনগুলি সমষ্টিগতভাবে অনুচ্ছেদ ১৯(১)-এ উল্লেখিত মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আদালতের সুরক্ষা দাবি করার অধিকারী। চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম ভারতের ইউনিয়ন ([৩]), বিচারপতি, মুখার্জি, পর্যবেক্ষণ করেছেন:

---

(১) ১৬৯ ইউ.এস. ৪৬৬। (২) ২৬২ ইউ.এস. ৫৪৪।

(৩) [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯, ৮৯৩।

সংবিধানের দ্বারা নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকারগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তি নাগরিকদের জন্য নয় বরং কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্যও উপলব্ধ রয়েছে যেখানে বিধানের ভাষা বা অধিকারের প্রকৃতি এই অনুমানকে বাধ্য করে যে সেগুলি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য। তাই, একটি নিগমিত কোম্পানী তার মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য এই আদালতে আসতে পারে এবং তাই পৃথক শেয়ারহোল্ডাররা তাদের নিজস্ব প্রয়োগ করতে পারে, তবে এটি একটি পৃথক শেয়ারহোল্ডারকে এমন একটি আইনের অভিযোগ করার জন্য উন্মুক্ত হবে না যা এর মৌলিক অধিকারগুলিকে প্রভাবিত করে কোম্পানী তার নিজের অধিকারের লঙঘন করার পরিমাণ ছাড়া।"

সেই ক্ষেত্রে একজন স্বতন্ত্র শেয়ারহোল্ডার এই ঘোষণা দিয়ে একটি রিট ইস্যু করার জন্য এই আদালতে আবেদন করেছিলেন যে শোলাপুর স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানি (জরুরি বিধান) আইন (১৯৫০ সালের XXVIII) যা প্রণয়ন করে যে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এজেন্টদের বরখাস্ত করা হয়েছে এবং পরিচালকরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের অফিস খালি করেছেন, এবং যা সরকারকে নতুন পরিচালক নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে এবং ভোটদান এবং পরিচালকদের নিয়োগ, রেজুলেশন পাস করা এবং বন্ধ করার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার সীমিত করেছে এবং যা আরও অনুমোদন করেছে ভারতীয় কোম্পানি আইন সংশোধন করার জন্য সরকার পার্লামেন্টের আইনী কর্তৃত্বকে অতিমাত্রায় বিভক্ত করেছে, এতে এটি শেয়ারহোল্ডারদের মৌলিক অধিকার লঙঘন করেছে এবং এর অধীনে গৃহীত পদক্ষেপ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এফ), ৩১ এবং ১৪ এর অধীনে শেয়ারহোল্ডারদের মৌলিক অধিকার লঙঘন করেছে। আদালত সেই ক্ষেত্রে আবেদন খারিজ করে ধরে যে অনুচ্ছেদ ৩১(১) এবং (২), ১৯(১)(এফ) এবং ১৪ এর অধীনে আবেদনকারীর মৌলিক অধিকার লঙঘন করা হয়নি। বিচারপতি, মুখার্জি-এর পর্যবেক্ষণগুলিকে আদালতের বিবেচিত মতামতের অভিব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যে সমস্ত মৌলিক অধিকার পৃথক নাগরিকদের পাশাপাশি কর্পোরেট সংস্থাগুলির দ্বারা প্রয়োগযোগ্য। প্রশ্নটি পরবর্তী দুটি ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়েছিল: দ্য বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড বনাম দ্য স্টেট অফ বিহার[১] এবং দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম আর এম ডি চামারবাগওয়ালা [২]। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে বম্বে হাইকোর্ট বম্বে রাজ্য বনাম আর.এম.ডি. চামারবাউগওয়ালা [৩]-তে দাবি করেছিলেন যে একটি কর্পোরেশনের উদাহরণে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার মৌলিক অধিকার লঙঘনের অভিযোগে একটি আবেদন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল।

---

(১) [১৯৫৫] ২ এস.সি.আর. ৬০৩। (২) [১৯৫৭] এস.সি.আর. ৮৭৪।

(৩) আই.এল.আর. [১৯৫৫] বোম ৬৮০।

আবার দ্য স্টেট অফ পশ্চিমবঙ্গ বনাম দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১) প্রধান বিচারপতি, সিনহা, সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় প্রদানে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "মৌলিক অধিকারগুলি প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি এবং কর্পোরেশনের অধিকার সুরক্ষার জন্য যা একটি সরকারী সংস্থার নির্বাহী এবং আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য।

এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই আদালতে এমন অনেকগুলি মামলা রয়েছে যেখানে এটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধরে নেওয়া হয়েছে যে একটি কোম্পানি একটি নাগরিক এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি)-এর অধীনে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম, আমি শুধুমাত্র এলোমেলোভাবে তোলা মামলাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণমূলক তালিকা সেট করার প্রস্তাব করছি:

(১) [১৯৫৫] ১. এস. সি. আর. ৭৫২	.....	বিজয় কটন মিলস লিমিটেড বনাম আজমির রাজ্য।
(২) [১৯৫৯] এস. সি. আর. ১	.....	মেসার্স কস্তুরি অ্যান্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড বনাম শ্রী এন. সালিবতেশ্বরন।
(৩) [১৯৫৯] এস. সি. আর. ১২	.....	এক্সপ্রেস নিউজপেপারস (প্রাইভেট) লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন।
(৪) [১৯৬০] ২ এস. সি. আর. ৪০৮	.....	মেসার্স ফেডকো (পি) লিমিটেড এবং অন্যজন বনাম এস.এম. বিলগ্রামী।
(৫) [১৯৬০] এস. সি. আর. ৫২৮	.....	এম/এস হাতিসিং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম ভারত ইউনিয়ন।
(৬) [১৯৬১] ১ এস. সি. আর. ৩৭৯	.....	টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোং লিমিটেড বনাম এসআর সরকার।
(৭) এ. আই. আর. ১৯৬৩ এস.সি. ৫৪৮	.....	স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম মহীশূর রাজ্য।

হাইকোর্টে বেশ কিছু মামলা হয়েছে যেখানে পরস্পরবিরোধী মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। নরাসারাওপেটা ইলেকট্রিক কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম রাজ্য মাদ্রাজ (২) মাদ্রাজ হাইকোর্ট ধার্য করেছে যে অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) শুধুমাত্র নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য এবং ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি অনুচ্ছেদ ৫-এ নাগরিকের সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না। এই মামলাটি রাজমুন্দ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম এ নাগেশ্বর রাও (৩) সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে, কিন্তু একটি কোম্পানির দ্বারা মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে কিনা সেই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়নি। জুপিটার জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম রাজগোজালান (৪),

(১) [১৯৬৪] ১ এস.সি.আর. ৩৭১। (২) এ.আই.আর. ১৯৫১ ম্যাড ৯৭৯। (৩) [১৯৫৫] ২ এস.সি.আর. ১০৬৬। (4) আই.এল.আর. [১৯৫২] পাঞ্জাব ১।

এটি পাঞ্জাব হাইকোর্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে একটি কোম্পানী প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না যে একটি অপ্রীতিকর আইন সংবিধানের ১৯(১) (এফ) এবং (জি) অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত অধিকার কেড়ে নেয় বা সংক্ষিপ্ত করে, কারণ একটি কোম্পানি নাগরিক নয়। অমৃত বাজার পত্রিকা লিমিটেড বনাম উচ্চ বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ইউপি (১) এলাহাবাদ হাইকোর্টের একক বিচারক সেই ধার্য করেছিলেন যে অনুচ্ছেদ ৫ প্রাকৃতিকভাবে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য এবং কৃত্রিম ব্যক্তিদের জন্য নয় এবং তাই একটি কর্পোরেশন অনুচ্ছেদ ১৯-এর অর্থের মধ্যে নাগরিক নয়। কিন্তু রাজস্থান হাইকোর্ট মহারাজা কিশানগড় মিলস লিমিটেড বনাম রাজস্থান রাজ্য (২) অনুমান করে যে একটি কর্পোরেশন অনুচ্ছেদ ১৯-এর উদ্দেশ্যে নাগরিক ছিল কিনা, সাধারণত চেয়রঞ্জিতলাল চৌধুরীর (৩) মামলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং মনে করা হয় যে একটি কর্পোরেশন অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে একটি পিটিশনের মাধ্যমে উত্থাপন করার অধিকারী একটি মৌলিক অধিকার লঙঘনের আবেদন অনুচ্ছেদ ১৯-এর অধীনে। কলকাতা হাইকোর্টে কর্তৃপক্ষ কিছুটা বিরোধপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। এভারেট ওরিয়েন্ট লাইন ইনকর্পোরেটেড বনাম জসজিৎ সিং (৪) তে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে অনুচ্ছেদ ১৯ দ্বারা প্রদত্ত অধিকার শুধুমাত্র নাগরিকদের মঞ্জুর করা হচ্ছে, অ-নাগরিকরা এই ধরনের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না এবং নাগরিক না হয়ে ভারতে অন্তর্ভুক্ত কোম্পানি সাগর শুল্ক আইনের ধারা ৫২-এ এবং ১৬৭(১২-এ)-এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না এই ভিত্তিতে যে এই বিধানগুলি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১)(জি) লঙঘন করেছে। চেরি হোইসারি মিলস লিমিটেড বনাম এস কে ঘোষ (৫) এ একই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে একটি কোম্পানি অনুচ্ছেদ ১৯-এর অধীনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি কার্যকর করার অধিকারী ছিল না, যা শুধুমাত্র নাগরিকদের জন্য উপলব্ধ। কিন্তু মেসার্স টি.ডি. কুমার অ্যান্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড বনাম আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোলার (৬) এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে সংবিধান প্রবর্তনের আগে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে ভারতে বসবাসকারী একটি কর্পোরেশন একজন নাগরিক ছিলেন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫(সি)-এর বিধানের মধ্যে এবং ১৯(১) অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার অধিকারী, কিন্তু ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০-এর পরে অন্তর্ভূক্ত একটি কোম্পানিকে নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে না, কারণ নাগরিকত্ব আইন স্পষ্টভাবে কৃত্রিম ব্যক্তিদের নাগরিকত্বের অধিকারের সুবিধা থেকে বাদ দেয়। এই উপসংহার রেকর্ডিংয়ে কলকাতার আগের রায়

(১) এ.আই.আর. ১৯৫৫ অল ৫৯৫।
(২) আই.এল.আর. [১৯৫] রাজ. ৩৬৩।
(৩) [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯, ৮৯৩।
(৪) এ.আই.আর. ১৯৫৯ ক্যাল। ২৩৭।
(৫) এ.আই.আর. ১৯৫৯ ক্যাল ৩৯৭।
(৬) এ.আই.আর ১৯৬১ ক্যাল। ২৫৮।

লিবার্টি সিনেমা বনাম দ্য কমিশনার, কর্পোরেশন অফ ক্যালকাটা (১)-এ হাইকোর্টকে উল্লেখ করা হয়েছিল, এবং এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে তখন যে মামলাগুলির শুনানি হয়েছিল সেগুলিকে সুরাহা দেওয়া হয়েছিল আবেদনকারীদের, যাদের মধ্যে কিছু কর্পোরেশন দাবি করেছিল যে তাদের মৌলিক অধিকার লঙঘন করা হয়েছিল।

বোম্বে রাজ্যে বনাম আরএমডি চামারবাগওয়ালা (২) সংবিধানের পূর্বে ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে অন্তর্ভূক্ত কোম্পানি অনুচ্ছেদ ১৯(১)(জি)-এর অধীনে তার মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা দাবি করতে পারে কিনা তা বিবেচনা করে, প্রধান বিচারপতি, ছাগলা আদালতের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "... ... প্রথমেই কি বলা যায় যে একটি কর্পোরেশন যেকোন পরিস্থিতিতেই একজন নাগরিক হতে পারে এবং যদি তা বলা যায়, তাহলে কর্পোরেশনের সংবিধান কি হতে হবে তা বলা যেতে পারে যে এটি নাগরিক। "নাগরিক" সংবিধান দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এবং একমাত্র বিধান যা প্রাসঙ্গিক তা হল অনুচ্ছেদ ৫ এ থাকা বিধান। কিন্তু সেই অনুচ্ছেদটি শুধুমাত্র সংবিধানের সূচনার সময় নাগরিকত্ব নিয়ে আলোচনা করে এবং সংবিধানের সূচনাকালে কারা নাগরিক ছিলেন তা উল্লেখ করে।
>
> .... যদিও আবাসস্থল একটি ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন, অধিকার এবং নাগরিকত্ব অর্জন পৌর আইনের একটি সৃষ্টি এবং এটি শুধুমাত্র পৌর আইন দ্বারা সংসদ যা নির্ধারণ করতে পারে কে একজন নাগরিক। ১৯(১) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণকারী একটি কর্পোরেশনকে নাগরিক হিসাবে গণ্য করা উচিত, তবে সংসদ তা করেনি। কিন্তু খুব কৌতূহলী বিসংগতি দেখা দেয় যখন আমরা ১৯(১) অনুচ্ছেদের কিছু বিধানের দিকে ফিরে যাই, এটা বলা অসম্ভব যে এটা কখনোই গণপরিষদের অভিপ্রায় হতে পারে না যে এই বিধানগুলির দ্বারা নিশ্চিত করা অধিকারগুলি কর্পোরেশনগুলিতে প্রযোজ্য নয়, শুধুমাত্র পৃথক নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য। অনুচ্ছেদ ১৯(১) (এফ) এবং (জি)-এর অধীনে গ্যারান্টিযুক্ত দুটি অধিকার নিন। এটা কি একটি কর্পোরেশনের প্রস্তাব করা যেতে পারে যা, ধরা যাক, এর মেয়াদের প্রতিটি অর্থেই কি ভারতীয় - এর শেয়ারহোল্ডাররা ভারতীয় এর পরিচালকরা ভারতীয়, এর মূলধন ভারতীয়,

(১) এ.আই.আর. ১৯৫৯ ক্যাল ৪৫। (২) আই.এল.আর. [১৯৫৫] বোম ৬৮০।

-যে এই জাতীয় কর্পোরেশনের ধারা (এফ) এর অধীনে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং নিষ্পত্তি করার অধিকার বা ধারা (জি) এর অধীনে কোনও পেশা, ব্যবসা বা ব্যবসা অনুশীলন করার অধিকার থাকা উচিত নয়?

আসাম কোম্পানি লিমিটেড বনাম আসাম রাজ্য ([১]) আসামের হাইকোর্ট অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এফ)-এর অধীনে মৌলিক অধিকার সুরক্ষার দাবি বিবেচনা করার জন্য এগিয়ে যায় এই ধারণার উপর যে একটি কর্পোরেশন সেই অধিকারগুলি প্রয়োগ করতে চাইতে পারে৷

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম পালাই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড ([২]) বিচারপতি, রমন নায়ার পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> " "অনুচ্ছেদ ১৯(১) এর অনেক অধিকার এবং, বিশেষ করে ধারা (এফ) এবং (জি) এর মধ্যে থাকা অধিকারগুলি কোম্পানিগুলি উপভোগ করতে সক্ষম। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা আইনজীবীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারতেন না। অনুচ্ছেদ ১৯(১)(সি) দ্বারা তারা সমস্ত "নাগরিকদের সমিতি এবং ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দিয়েছে, এবং এটি তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না যে নাগরিকদের দ্বারা গঠিত কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে স্বতন্ত্র নাগরিকদের নিশ্চিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত, বিশেষ করে যে সংস্থাগুলির মাধ্যমে তাদের ব্যবসার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই দেশের নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের সম্পত্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে, তাদের ধারা (এফ) এবং (জি) এর সুরক্ষা থাকা উচিত নয়।
>
> এর অর্থ সম্পত্তি এবং পেশার মৌলিক অধিকারগুলিকে অস্বীকার করা হবে শুধুমাত্র কোম্পানির জন্য নয় বরং সমস্ত কর্পোরেট সংস্থার কাছে, যদিও তারা শব্দের প্রতিটি অর্থেই ভারতীয় হতে পারে, তাদের সদস্যরা ভারতীয়, পরিচালক ভারতীয় এবং মূলধন ভারতীয়, একটি অস্বীকার যা কার্যতঃ নাগরিকদের (যদিও, অবশ্যই, বিভিন্ন ব্যক্তি) প্রকৃতপক্ষে এই সংস্থাগুলি গঠন করে তাদের মৌলিক অধিকারগুলিকে অস্বীকার করার পরিমাণ।"

পালাই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মামলা ([২]) এই আদালতে আপিল করা হয়েছিল, এবং

---

(১) এ.আই.আর. ১৯৫৩ আসাম ১৭৭। (২) আই.এল.আর. [১৯৬১] কেরালা ১৬৬।

আদালত সীমিত ভিত্তিতে আপিল নিষ্পত্তি করার পরিবর্তে সেখানে উত্থাপিত জটিল প্রশ্নগুলির একটি বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করেছে যে পালাই ব্যাংক নাগরিক নয় এবং অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এফ) এবং (জি)-এর অধীনে কোনো মৌলিক অধিকার দাবি করতে পারে নাঃ জোসেফ কুরুভিলা ভেলুকুনেল বনাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া(১)।

এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে তিনি একাই একজন নাগরিক হতে পারেন যিনি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে পারেন কারণ নাগরিকত্বের বন্ধনটি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের কারণে উদ্ভূত হয়। বিভিন্ন রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল আইন প্রাকৃতিকীকরণের উপর আনুগত্যের শপথ নেওয়ার উপর জোর দেয়, তবে আনুগত্যের শপথের প্রকৃত শপথ নাগরিকত্বের অধিকার তৈরি বা গঠন করার শর্তগুলির মধ্যে একটি নয়। ভারতীয় নাগরিকদের শিশুরা তাদের জন্মের মাধ্যমে নাগরিক হয় এবং শপথ গ্রহণ বা এমনকি আনুগত্যের শপথ নেওয়ার ক্ষমতাও নাগরিকত্বের শর্ত হিসাবে পূর্বাভাসিত হয় না। যদি আনুগত্য জন্ম থেকে অনুমান করা যেতে পারে এবং আনুগত্যের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নাগরিকত্বের শর্ত না হয় যে আইনটি প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আনুগত্যের অনুমানে চলে, কর্পোরেশনের মতো কৃত্রিম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কেন এমন আনুগত্যের অনুমান করা যায় না তার কোনও কারণ আমি দেখি না।

এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে কর্পোরেশনগুলি সামরিক পরিষেবা প্রদান করতে, বা রাষ্ট্রের সেবা করার জন্য আহ্বান জানানো হলে শান্তি বজায় রাখতে সহায়তা করতে অক্ষম। কিন্তু এটা আবার, আমার দৃষ্টিতে, এমন কোনো ভিত্তি নয় যার ভিত্তিতে নাগরিকত্বের অধিকারকে অস্বীকার করা যায়। শৈশব, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার মতো বিভিন্ন কারণে সেবা প্রদানে অক্ষমতা দেখা দিতে পারে এবং একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধরনের অক্ষমতা তাকে নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। তাদের সংবিধানের কারণে, কৃত্রিম ব্যক্তিরা চাকরি-সামরিক বা বেসামরিক - রেন্ডার করতে অক্ষম কিন্তু এটি নিজে থেকে এমন একটি ভিত্তি হতে পারে না যে তারা নাগরিক হতে পারে না। যদি কর্পোরেশন বা কৃত্রিম ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গণ্য করা যায় যেখানে তারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যদি তাদের বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করার অনুমতি দেওয়া হয় যার জন্য তারা গঠন করা হয়েছে এবং কর্পোরেশনের বিশেষ চরিত্র এবং দায়িত্ব পালনে বা প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের অধিকারী হতে পারে এমন অন্যান্য অধিকার প্রয়োগে তাদের অক্ষমতা

---

(১) এ.আই.আর. ১৯৬২ এস.সি. ১৩৭১।

সত্ত্বেও, নাগরিকদের দ্বারা প্রযোজ্য প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের অনুরূপ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় না, অনুচ্ছেদ ১৯-এর অধীনে তাদের মৌলিক অধিকার কার্যকর করার জন্য নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ভিত্তি হবে না।

অনুচ্ছেদ ১৯(১)-তে ব্যবহৃত "নাগরিক" অভিব্যক্তিটির অর্থ সম্পর্কে আমাদের সামনে দুটি মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে। । একদিকে বলা হয় যে একজন নাগরিক হলেন একজন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ব্যক্তি যিনি পৌর আইনের অধীনে নাগরিকদের দ্বারা ভোগ করতে সক্ষম এমন সমস্ত অধিকারের অধিকারী, যারা বিদেশী বা যারা এই ধরনের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম নয় তাদের থেকে আলাদা। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পার্থক্যটি, অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা থেকে উদ্‌ভূত হয়- যে ব্যক্তি অধিকার প্রয়োগ করে সে প্রাকৃতিক ব্যক্তি বা কৃত্রিম ব্যক্তি কিনা। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি হল যে নাগরিকরা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তি যারা জাতীয় এবং বিদেশী নয় তারা পৌর আইনের অধীনে সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম যা রাষ্ট্র অনুমতি দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি এই ধারণার ভিত্তিতে এগিয়ে যায় যে একজন কৃত্রিম ব্যক্তি কখনই নাগরিক হতে পারে না এবং এটি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিরাই নাগরিক হতে পারে। কিন্তু পৌর আইন দ্বারা পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কর্তব্যের প্রতি বিবেচনা করে, এবং এছাড়াও কোম্পানিগুলি আইনের সামনে সমতার মতো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার, আইনের কর্তৃত্ব ছাড়া সম্পত্তি দখলের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়া বা জনসাধারণের উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, বিভাগীয় উদ্দেশ্যে কর আরোপ থেকে সুরক্ষা নিয়ে বিনিয়োগ করেছে, এবং এই বিষয়টিও বিবেচনা করে যে কোম্পানিগুলি তাদের সংবিধান অনুসারে এবং তাদের প্রদত্ত স্বীকৃতি দ্বারা তারা সম্পত্তি ধারণ করতে এবং সম্পত্তি নিষ্পত্তি করতে এবং ব্যবসা, ব্যবসা, পেশা বা পেশা চালিয়ে যেতে সক্ষম এবং আইনের কর্তৃত্ব ছাড়াই কর ধার্য করা থেকে সুরক্ষিত, এবং ব্যবসা, বাণিজ্য এবং মিলনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এটা ধরে রাখা কঠিন যে অনুচ্ছেদ ১৯-এ ব্যবহৃত "নাগরিক" অভিব্যক্তিটি একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির সীমাবদ্ধ অর্থের উদ্দেশ্যে ছিল।

দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম আর এম ডি চ্রামারবাউগওয়ালা ([১])এর বম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে মিঃ সেটালভাড যে বিকল্প যুক্তি পেশ করেছেন তা বিশদভাবে বিবেচনা করার দরকার নেই। প্রধান বিচারপতি, চাগলা, আদালতের রায় প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি সংখ্যার উপর নির্ভর করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ ধারা ২-এর অধীনে উদ্‌ভূত এই মত প্রকাশ করেছে যে এটি আদালতের "কর্পোরেট পর্দা ছিঁড়ে" এবং এর পিছনে তাকানোর জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং যদি কর্পোরেশনের সমস্ত শেয়ারহোল্ডার নাগরিক বলে প্রমাণিত হয় তবে কর্পোরেশনের উচিত নয় প্রতিটি শেয়ারহোল্ডারদের সংবিধানের ১৯(১)(জি)-এর অধীনে থাকা মৌলিক অধিকারগুলিকে অস্বীকার করা। সেই উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি চিরঞ্জিত লাল চৌধুরীর মামলায় ([২]) বিচারপতি, মুখার্জিয়া-এর পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেছিলেন যা ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আমি বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির দ্বারা বর্ণিত নীতির সাথে একমত হতে পারছি না। একটি কর্পোরেশন এটি গঠনকারী শেয়ারহোল্ডারদের থেকে আলাদা। শেয়ারহোল্ডারদের থেকে স্বাধীন কর্পোরেট অস্তিত্বের তত্ত্ব এবং অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা সলোমন বনাম সালোমান এবং কোম্পানি লিমিটেড([৩])-এর উপর নির্মিত হয়েছে। কোম্পানির অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা থেকে আলাদা। কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে শেয়ারহোল্ডাররা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কারণ কোম্পানির মূলধনের প্রতি তাদের আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু কোম্পানির বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সরাসরি শেয়ারহোল্ডারদের প্রভাবিত করে না। যে কোম্পানি তার সম্পত্তি ধারণ করে এবং তার ব্যবসা পরিচালনা করে সে শেয়ারহোল্ডারদের এজেন্ট নয়। চিরঞ্জিত লাল চৌধুরীর মামলায় ([২]) বিচারপতি, মুখার্জিয়া কোম্পানী এবং শেয়ারহোল্ডারদের অধিকারের মধ্যে ইতিমধ্যে উদ্‌ধৃত প্যাসেজের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এমনকি যদি একটি কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডার থাকে যারা সমস্ত ভারতীয় নাগরিক, কোম্পানির এখনও একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং শুধুমাত্র কোম্পানির অধিকার লঙ্ঘন শেয়ার হোল্ডারদের জন্য পদক্ষেপের কারণ প্রদান করবে না। কর্পোরেট পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলার মতবাদটি আমেরিকান আইনবিদদের দ্বারা "এখতিয়ারের বৈচিত্র্য" ধারার অধীনে মামলা মোকাবেলা করার জন্য বিকশিত হয়েছিল যাতে একটি রাজ্যের মধ্যে গঠিত কোম্পানিগুলিকে অন্য রাজ্যে উদ্‌ভূত বিরোধের ক্ষেত্রে ফেডারেল আদালতের আশ্রয় নিতে সক্ষম করে নাগরিক হিসাবে। যদি কোম্পানিটি নাগরিক না হয়

---

(১) আই.এল.আর. [১৯৫৫] বোম ৬৮০। (২) [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯, ৮৯৩।

(৩) এল.আর. (১৮৯৭) এ.সি. ২২।

এই মতবাদের উপর একটি দাবি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যে কোম্পানির নাগরিকত্বের মর্যাদা তার শেয়ারহোল্ডারদের অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং এর ফলে শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার প্রয়োগ করা যেন তারা কোম্পানির মৌলিক অধিকার। শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে, যেন তারা প্রধান বিচারপতি, চাগলা দ্বারা পরিকল্পিত কোম্পানির অধিকার, অনেকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ধরুন একটি কোম্পানির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিদেশী নয়, আদালতের পক্ষে কি তার কিছু সদস্যের নাগরিকত্বের উপর নির্ভর করে কোম্পানির নাগরিকত্বের অধিকারকে আরোপ করা সম্ভব হবে যাতে এটি অনুচ্ছেদ ১৯ এর অধীনে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়? একইভাবে এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে ভারতে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানির বেশিরভাগ শেয়ারহোল্ডার বিদেশী থাকতে পারে। আদালতের পক্ষে কি তদন্তে প্রবেশ করা এবং এর অন্তর্ভুক্তির স্থান সত্ত্বেও নাগরিকত্বের অধিকার অস্বীকার করা সম্ভব হবে, কারণ এর বেশিরভাগ সদস্যই বিদেশী? শেয়ারহোল্ডিং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে: আজকের দিনে বিদেশীদের শেয়ারহোল্ডিং নাগরিকদের শেয়ারহোল্ডিংকে অতিক্রম করতে পারে এবং পরের দিন অবস্থানটি সংশোধন করা হতে পারে। এটা কি বলা যেতে পারে যে কোম্পানিটি তার নাগরিকত্ব পরিবর্তন করে চলেছে, যেহেতু নাগরিক এবং বিদেশীদের মধ্যে শেয়ার-হোল্ডিং ওঠানামা করে? যদি সংস্থাপনের স্থান এবং এর বিষয়গুলির পরিচালনার কেন্দ্র কোম্পানিকে নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান না করে, তাহলে কোম্পানির উপর শেয়ারহোল্ডারদের নাগরিকত্ব প্রজেক্ট করা অসম্ভব হবে যাতে এটি এই প্রতিফলিত অধিকার দাবি করতে সক্ষম হয়। মৌলিক অধিকার লঙঘনের জন্য সুরাহা দাবি করার ভিত্তি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রথম অংশটি উত্থাপন করে যা মূলত বাস্তবের প্রশ্ন। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, আবেদনের তারিখে, ভারত সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করছিল, শেয়ার-হোল্ডিংটি রাষ্ট্রপতি এবং সরকারের দুই সচিবের নামে ছিল এবং এর সম্পূর্ণ সদস্য মূলধন ভারত সরকার দ্বারা অনুদান করা হয়েছিল। কিন্তু এটি একটি বাণিজ্যিক সংস্থা, যেভাবে সংগঠিত হয়েছে অ্যাসোসিয়েশনের মেমোরেন্ডামটি সাধারণত রাজ্য বাণিজ্য দেশগুলির সাথে সাথে অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য সংগঠিত এবং পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সময়ে সময়ে এবং ক্রয় করার জন্য এই উদ্দেশ্যে অর্পিত পণ্যগুলিতে, ভারতে বা বিশ্বের অন্য কোথাও এই জাতীয় পণ্য বিক্রয় এবং পরিবহন এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাজ করা।

অ্যাসোসিয়েশনের অনুচ্ছেদগুলি শেয়ার বিক্রয় এবং স্থানান্তর, সাধারণ সভা আহ্বান, সাধারণ সভার পদ্ধতি, সদস্যদের ভোটদান, পরিচালনা পর্ষদ এবং তাদের ক্ষমতা, লভ্যাংশের ইস্যু, অ্যাকাউন্টের রক্ষণাবেক্ষণ এবং লাভের মূলধনের জন্য মিনিটের বিধান তৈরি করে। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন কোন বিশেষ বিধি বা সনদ দ্বারা নয় বরং একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত হয়েছে। এটি একটি উপযুক্ত আদালতের আদেশ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। যদিও এটি ভারত সরকার এবং এর পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে কাজ করে; এটি কোন সরকারী কার্য সম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত নয়। এটির কার্যাবলী বাণিজ্যিক হওয়ায় এটিকে ভারত সরকারের একটি বিভাগ বা অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা যায় না। এটি একটি দুর্ঘটনার পরিস্থিতি যে এটির অন্তর্ভুক্তির তারিখে এবং তারপরে এর সম্পূর্ণ শেয়ার-ধারণ রাষ্ট্রপতি এবং ভারত সরকারের দুই সচিবের হাতে ছিল।

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, যেটি এই ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনকারী, এই বিতর্কের সমর্থনে ব্যাঙ্ক ভুর হ্যান্ডেল এন স্কিপভার্সট এনভি বনাম হাঙ্গেরিয়ান সম্পত্তির প্রশাসন ([১]) এর হাউস অফ লর্ডসের সিদ্ধান্তের উপর দৃঢ় নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছিল, নিছক ভারত সরকারের একজন এজেন্ট ছিলেন। এটি এমন একটি মামলা ছিল যেখানে ১৯৪০ সালে হল্যান্ড আক্রমণের পরে, লন্ডনের একটি ডাচ ব্যাংকিং কর্পোরেশনের স্বর্ণের কিছু স্টক এর শত্রু সম্পত্তির কাস্টডিয়ানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যারা একই বিক্রি করেছে এবং বিনিয়োগ করেছে এবং আয় পুনরায় বিনিয়োগ করেছে। এই বিনিয়োগগুলি পরবর্তীতে শত্রু সম্পত্তির প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এই ভুল বিশ্বাসে যে তারা হাঙ্গেরিয়ান নাগরিকের সম্পত্তি। শত্রুতা অবসানের পর ব্যাংক বিক্রয়ের অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য রায় লাভ করে, এর সাথে অর্জিত সুদ বা অন্যান্য মুনাফা। কাস্টোডিয়ানের পরিচালনার সময়, স্বর্ণের স্টক বিক্রি করে তার দ্বারা প্রাপ্ত আয়ের উপর ব্রিটিশ কোষাগারে কর প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু ব্যাঙ্ক দাবি করেছিল যে কাস্টোডিয়ানের উপর ট্যাক্স হিসাবে মূল্যায়ন করা পরিমাণের সমপরিমাণ অর্থ আদায় করার অধিকার ছিল, বিক্রয় এবং তার দ্বারা পরিশোধিত বিনিয়োগকৃত আয়ের ক্ষেত্রে। হাউস অফ লর্ডস সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা অনুষ্ঠিত যে যদি কাস্টোডিয়ান ক্রাউন অনাক্রম্যতা জাহির করা হয়,

---

(১) এল.আর. (১৯৫৪) ৫৮৪।

তিনি আয়ের উপর কর দিতে বাধ্য হতেন না, কারণ কাস্টডিয়ান ক্রাউনের একজন সেবক বা এজেন্ট ছিলেন এবং 'শত্রু আইনের সাথে লেনদেন'-এর অধীনে ক্রাউনের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল যে তাকে কর থেকে অনাক্রম্যতা আহ্বান করতে সক্ষম করতে আয়ের ব্যাপারে ক্রাউনের কোনো উপকারী আগ্রহ না থাকলেও এটি তা করা বেছে নিয়েছে। সেই মামলার নীতি, আমার রায়ে, বর্তমান মামলায় কোনো প্রয়োগ নেই। যে কাস্টোডিয়ানকে কর্পোরেশনের একমাত্র গঠন করা হয়েছিল তাকে হাউস অফ লর্ডস মামলার পরিস্থিতিতে আয়কর প্রদান থেকে ক্রাউন অনাক্রম্যতার অধিকারী বলে গণ্য করেছিল।

কর্পোরেশন একক বা সামগ্রিক রাষ্ট্রের এজেন্ট বা সেবক কিনা তা অবশ্যই প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে। কোনো বিধিবদ্ধ বিধানের অনুপস্থিতিতে একটি বাণিজ্যিক কর্পোরেশন তার নিজের পক্ষে কাজ করে, এমনকি যদি এটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একটি সরকারী বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তাকে রাষ্ট্রের সেবক বা এজেন্ট নয় বলে ধরে নেওয়া হবে। এই সত্য যে একজন মন্ত্রী কর্পোরেশনের সদস্যদের নিয়োগ করেন এবং তথ্যের জন্য আহ্বান করার এবং ব্যবসা পরিচালনার তদারকি করার অধিকারী, তা কর্পোরেশনকে সরকারের এজেন্ট করে না। যেখানে, যদিও, কর্পোরেশন বস্তুগতভাবে সরকারী কার্য সম্পাদন করছে, বাণিজ্যিক কাজ নয় যে এটি সরকারের এজেন্ট তা সহজেই তৈরি করা যেতে পারে।

তাম্লিন বনাম হান্নাফোর্ড (১) তে একটি বাড়ি ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৭ এর অপারেশন দ্বারা ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট কমিশনে ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং প্রশ্ন উঠেছিল যে বাড়িটি কিনা ক্রাউনের মালিকানাধীন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এবং ক্রাউনের এজেন্ট হিসাবে ব্রিটিশ পরিবহন কমিশন দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। ডেনিং এল জে, উল্লেখ করেছেন যে পরিবহন মন্ত্রীর ব্রিটিশ পরিবহন কমিশনের উপর ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। একটি প্রাইভেট কোম্পানির সমস্ত শেয়ার ধারণকারী একজন ব্যক্তির মতো মন্ত্রীর ক্ষমতা ছিল। তিনি পরিচালকদের অর্থাৎ কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ দেন এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন। তারা তাকে যে তথ্য চেয়েছিল তা দিতে বাধ্য ছিল, তাকে একটি সাধারণ প্রকৃতির দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যে বিষয়গুলি তার কাছে জাতীয় স্বার্থকে প্রভাবিত করে বলে মনে হয়েছিল, যার জন্য তিনি ছিলেন একমাত্র বিচারক এবং কমিশনাররা বাধ্য ছিলেন।

---

(১) এল.আর. (১৯৫০) ১ কে.বি. ১৮।

এই মহান ক্ষমতা সত্ত্বেও কর্পোরেশনকে মন্ত্রীর এজেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যতটা না কোম্পানি শেয়ার-হোল্ডারদের এজেন্ট বা এমনকি একমাত্র শেয়ারহোল্ডারেরও। ডেনিং এল.জে., পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "আইনের দৃষ্টিতে, কর্পোরেশন তার নিজস্ব প্রভু এবং অন্য যেকোন ব্যক্তি বা কর্পোরেশনের মতো সম্পূর্ণরূপে জবাবদিহি করতে পারে। এটি ক্রাউন নয় এবং ক্রাউনের কোনো অনাক্রম্যতা বা সুযোগ-সুবিধা নেই। এর কর্মচারীরা বেসামরিক কর্মচারী নয়, এবং এর সম্পত্তি ক্রাউন সম্পত্তি নয় এটি সংসদের আইন দ্বারা যতটা আবদ্ধ রাজার বিষয়। এটি অবশ্যই একটি পাবলিক অথরিটি এবং এর উদ্দেশ্যগুলি নিঃসন্দেহে জনসাধারণের উদ্দেশ্য, তবে এটি একটি সরকারী বিভাগ নয় বা এর ক্ষমতাও পড়ে না সরকারের প্রদেশের মধ্যে।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অনুমান যে ইউনিয়ন বা রাজ্যের একটি বিভাগ এবং অঙ্গ এমনকি যদি এটি নাগরিক হিসাবে পরিচিত হওয়ার অধিকারী হয় এটি সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে "রাষ্ট্রের" বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দাবি করতে পারে না যা এর ১২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তা পরীক্ষা করা দরকার। ধরে নিই যে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন ভারত সরকারের একটি বিভাগ বা অঙ্গ, এটি এখনও ভারত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোনো মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে চাইছে না; এটি অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের বিরুদ্ধে তার অধিকার প্রয়োগ করতে চাইছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২ দ্বারা ইউনিয়নের পাশাপাশি অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য হল রাজ্য। ধরে নিচ্ছি যে রাজ্য ট্রেডিং কর্পোরেশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২-এর অর্থের মধ্যে 'রাষ্ট্র' হিসাবে বিবেচিত হবে, এটি নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হলে অনুচ্ছেদ ১৯-তে কিছুই নেই যা নাগরিকদের দ্বারা নিহিত মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করে। অনুচ্ছেদ ১৯ প্রয়োগের জন্য, দুটি শর্ত আবশ্যক- (১) অধিকার সুরক্ষার দাবিদারকে অবশ্যই একজন নাগরিক হতে হবে এবং (২) যে অধিকার লঙঘনকারী অবশ্যই অনুচ্ছেদ ১৯-এ উল্লিখিত মৌলিক স্বাধীনতাগুলির মধ্যে একটি হতে হবে। তারা অনুচ্ছেদ দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধের সাপেক্ষে তাদের লঙঘনের বিরুদ্ধে কোনো সরকার বা ইউনিয়ন বা রাজ্যের আইনসভা এবং ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে সমস্ত স্থানীয় বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা অথবা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে কার্যনির্বাহী বা আইনসভার মাধ্যমে অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবে।

রাষ্ট্রের একজন এজেন্ট বা সেবক যদি সে বা এটি একজন নাগরিক হয় তবে অন্য সংস্থার বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না যা সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে একটি রাষ্ট্র হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে এমন কিছু অর্থে এই অধিকারগুলির প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ করার কোনও পরোয়ানা নেই।

আমার দৃষ্টিতে, তাই, প্রথম প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রথম অংশটি নেতিবাচকভাবে দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়টির উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের অংশটি নিম্নরূপ হবে: এমনকি স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে ভারত সরকারের একটি বিভাগ বা অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হলেও, যদি এটি সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য যোগ্য নাগরিক হতে হবে, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২-তে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।